উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

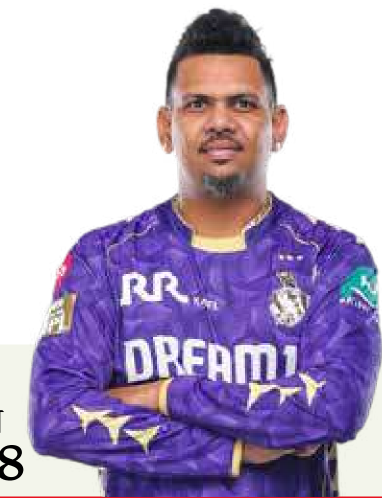

গ্রেপ্তার মেহুল চোকসি
বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হলেন পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসি। শনিবার সুইৎজারল্যান্ড যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। » ১০

নববর্ষে রাজনীতির ছোঁয়া
পুরোনো ধারা মেনে সোমবারই বাংলা নববর্ষ পালিত হল বাংলাদেশে। তবে বর্ষবরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নানা খণ্ডদৃশ্য শেখ হাসিনা পরবর্তী 'নতুন' বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিল। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৫°	২২°
জলপাইগুড়ি	৩৫°	২১°
কোচবিহার	৩৬°	২৩°
আলিপুরদুয়ার	৩৬°	২২°

নারায়ণদের ভরসায় পাঞ্জাবের সঙ্গে পাঞ্জা » ১৪

১ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 15 April 2025 Tuesday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 325

তুলির টানে স্বাগত বাংলা নববর্ষকে। পয়লা বৈশাখের প্রাক সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে। ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

ছেলেধরা সন্দেহে মার

ফালাকাটায় তুমুল হইচই

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : ঘর থেকে কোলে করে শিশু নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল এক ব্যক্তি। মায়ের চিৎকারে শিশু ফেলেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু তাকে ধরে ফেলে ক্ষিপ্ত জনতা উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এমন ঘটনায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল ফালাকাটা শহরের মুক্তিপাড়ায়। মারধরের ওই ভিডিও মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। অযথা যাতে কেউ গুজব না ছড়ায় তা দেখা হচ্ছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'শিশু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে লোকজন আটক করেছিল। আমরা তাকে থানায় নিয়ে আসি। তবে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।' তাঁর আরও সংযোজন, 'চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা আছে। তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাই অযথা কেউ যাতে গুজব না ছড়ান তার অনুরোধ আমরা রাখছি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায়ের আত্মীয় জয়ন্ত রায়। কাউন্সিলারের বাড়ির সামনেই তাঁর বাড়ি। এদিন দুপুরে জয়ন্তবাবুর স্ত্রী বৈশালী এবং মা ছিলেন বাড়িতে। হঠাৎ তাঁরা দেখেন ঘরের ভেতর পর্দার আড়াল থেকে এক ব্যক্তি তার দেড় বছরের শিশুকে হাত ধরে টানাটানি করছে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে পালানোর চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি। বৈশালী চিৎকার করে ওঠায় ওই ব্যক্তি শিশুটিকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। এদিকে চিৎকার শুনে শিশুটির দাদু অরুণকুমার রায় পাশের দোকান থেকে ছুটে বাড়িতে যান। তিনিই ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন। দু'চার ঘা দিতেই ওই ব্যক্তিটি পালিয়ে যায় বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘিরে আছে জনতা।

ততক্ষণে বাড়ি থেকে শিশু চুরি করে ওই ব্যক্তি পালাচ্ছিল বলে খবর রটে যায়। মুক্তিপাড়াতেই তাকে আটক করে উত্তমমধ্যম দিতে শুরু করেন বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যায়।

বৈশালী বলেন, এদিন ঘরেই কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার বাচ্চাকে একজন হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। চিৎকার করতেই সে ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়ে। পরে সে পালিয়ে যায়। ভাগ্যিস আমি দেখেছিলাম, না হলে হয়তো বাচ্চাকে নিয়েই যেত।

প্রত্যক্ষদর্শী শিবম দাস বলেন, বাচ্চা চুরি করে এক ব্যক্তি নিয়ে

এরপর বারোর পাতায়

আক্রান্ত বিএসএফ, কান্দিতেও অশান্তি

নিউজ ব্যুরো

কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল : ধুলিয়ানে নতুন করে কোনও অশান্তি না হলেও সামশেরগঞ্জে ফের উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার। সামসেরগঞ্জের জাফরাবাদে একটি আম বাগান থেকে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। গ্রামে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী দুষ্কৃতীদের তাড়া করে বটে, বাগানের মধ্যে কিছুটা যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী আক্রান্ত হয়। তখন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কম থাকায় পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে। তখন তারা পালিয়ে বাঁচে।

নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদের সুতি ও সামশেরগঞ্জ অগ্নিগর্ভ হওয়ার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের আর্জি জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার ওই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের হয়। তাতে ওয়াকফ আইনকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে আসলে হিন্দুদের ওপর হামলার অভিযোগ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারীদের বক্তব্য, হামলা রুখতে রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যদিও সোমবার সন্ধ্যায় কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ধর্মের নামে অধার্মিক আচরণ করবেন না।

এরপর বারোর পাতায়

কথায় কথায়

জমি মানেই খাঁটি সোনা, রামরাজ্যে হরির লুট

আশিস ঘোষ

'রাম রাজ বৈঠে ত্রিলোকা/ হর্ষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা।/ বয়রু ন কর কাহু সাথ কোই/ রাম প্রতাপ বিষমতা খোই।'

তুলসীদাস রামচরিতমানসে লিখেছেন, রামচন্দ্র সিংহাসনে বসে রাজকার্য নিজের হাতে নিলেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিন লোক প্রসন্ন হল, তাদের সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। রামের প্রতাপে সবার মনের ভেদভাব নষ্ট হয়ে গেল। কেউ কারও সঙ্গে শত্রুতা করে না।

সে রাম নেই। সে অযোধ্যাও নেই। এ যুগের রামরাজ্যে অযোধ্যায় জমি মানেই সোনা। যোগীরাজ্যে জমি মানেই মোটা টাকার কারবার। এই তো সেদিন সরযূ নদীর তীরে মাঝা জামতাড়ায় কিছু জমি টাইম সিটি মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি ১ কোটি ১৩ লাখ টাকায় কিনেছিল। সেই জমি তারা আদানি গ্রুপকে বেচেছে তিনগুণেরও বেশি দামে, ৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকায়। এই টাইম সিটি যে কোনও এলেবেলে কোম্পানি নয়। এই কোম্পানির মালিক কাপ্তানগঞ্জের আগেকার বিজেপি এমএলএ। সে রাজ্যের বিজেপির কেষ্টবিষ্টুদের

এরপর বারোর পাতায়

দিল্লি যাত্রা চাকরিহারাদের, কটাক্ষ শুভেন্দুর

নয়নিকা নিয়োগী ও নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল : দিল্লি রওনা হলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। বুধবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্না বিক্ষোভের কর্মসূচি রয়েছে তাদের। রবিবার ট্রেনে রওনা হয়েছিলেন ৭-৮ জন। মঙ্গলবার আরও ৭-৮ জন ট্রেনে যাবেন। তার আগে ৬০ জন রওনা হন ভাড়া করা বাসে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের এই আন্দোলনকে তাচ্ছিল্য করেছেন। 'মমতা-ঘনিষ্ঠ' বলে কটাক্ষও করেছেন আন্দোলনকারীদের।

শুভেন্দুর কথায়, 'তৃণমূলের দালালরা দিল্লি যাচ্ছে। মেহবুব বলে যে ছেলেটা দিল্লি নিয়ে যাচ্ছে, সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বন্দনা করছিলেন। ওসব ড্রামাবাজি জানা আছে।' দিল্লির পুলিশের হাতে আট ফুট সাইজের লাঠি আছে বলে চাকরিচ্যুতদের পরোক্ষে হুমকিও দেন তিনি। তাঁর যুক্তি, 'সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য-অযোগ্য বিচার করলে মুখ্যমন্ত্রী হাতেনাতে ধরা পড়বেন অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার অপরাধে। সেই ভয়ে অযোগ্যদের সামনে আনছেন না তিনি। যোগ্যদের তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই রয়েছে।'

ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা।

যোগ্যরা যেদিন বাসে দিল্লি গেলেন, সেদিনই কলকাতায় মিছিল করল আদালত ঘোষিত 'অযোগ্য' শিক্ষকদের সংগঠন 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম ২০১৬'। *এরপর বারোর পাতায়*

আজ বিনামূল্যে

জাগো হে নূতন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শংকর, প্রফুল্ল রায়, পি সি সরকার, গৌতমেন্দু রায়, সাগরিকা রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, জেন-জি, তিন কন্যার পয়লা স্মৃতি, উত্তম পদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ সংখ্যা

মননের সঙ্গে পরনেও বাঙালিয়ানা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখে কেবল নতুন জামা পরলেই হবে না, পরতে হবে নতুন গয়নাও। আর সেটাও আবার যে সে গয়না নয়, তাতে থাকতে হবে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া।

গয়নায় বাঙালিয়ানা! সে আবার কী? যতটা অবাক হয়ে এই প্রশ্ন করা, উত্তর দিতে গিয়ে তার থেকেও বেশি অবাক হলেন সায়ন্তনী আমিন। আলিপুরদুয়ার শহরের এই তরুণীর নৃত্যশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি রয়েছে। নাচের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নানা ধরনের গয়নার প্রয়োজন পড়ে তাঁর। জানালেন, কানের দুলে একটুকরো গামছার ছোঁয়া থেকে শুরু করে স্বস্তিকা চিহ্নের লকেট, বাঙালিয়ানা এখন আর কেবল মননে নয়, পরনেও।

আলিপুরদুয়ার শহরে এমন নতুন ধরনের গয়না বানান ও বিক্রি করেন একাধিক মহিলা শিল্পী। খোঁজখবর করতে গিয়ে নাম উঠে এল বর্ষা পাল, পাপিয়া বাছারদের। এককথায় জানালেন, নতুন প্রজন্মের কাছে এমন স্টাইলের গয়নার কদরই আলাদা।

নিজেকে গয়নাশিল্পী বলে পরিচয় দিতেই পছন্দ করেন বর্ষা। বললেন, 'পয়লা বৈশাখ মানেই শুভারম্ভ। তাই স্বস্তিকা চিহ্ন দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের গয়নার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। শুদ্ধতার প্রতীক এই চিহ্নকে নিয়ে তৈরি গয়নার প্রতি আলাদা আকর্ষণ রয়েছে ক্রেতাদের মধ্যে।' হাতে বানানো নানা ধরনের দুলও বিক্রি করছেন তিনি। দাম শুরু ৩০ টাকা থেকে। বর্ষার দাবি, অনেক ক্রেতা নাকি একটা কিনতে এসে একেবারে চার-পাঁচটা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

ছোট কুলোর মধ্যে মাটি দিয়ে তৈরি করা ধান-দূর্বা, শাখা-পলা, পদ্ম ফুলের কুঁড়ি। সেই কুলো আসলে গলায় পরার লকেট। পাপিয়ার ভাবনায় এভাবেই উঠে এসেছে বাঙালির নিজস্ব পরিচয়। লকেট হিসেবে মাটির তৈরি ছোট্ট গণেশের চাহিদাও যথেষ্ট। পাপিয়া জানালেন, এসব গয়নার দাম ২৫০

এরপর বারোর পাতায়

স্মৃতি ভুলে বৌয়ের বাইরে থাকাই কাল হল, আপাতত দাদার বাড়িতে

সাজুর চেষ্টা ব্যর্থ, স্বামীর ঘরে ঠাঁই হল না বাসন্তীর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৪ এপ্রিল : যতই হোক, বাড়ির বৌ বলে কথা। তাঁর কি বাড়ির বাইরে থাকা মানায়! রামায়ণে সীতার উপাখ্যান হোক বা একুশ শতকের বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসন্তী সোরেন, দুজনের জীবন যেন প্রায় একই সুতোয় মিলে গেল। সংসারে আর ফেরা হল না। মানসিক ভারসাম্যহীন বধূ প্রায় দুই বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। স্মৃতি হারিয়ে মুঙ্গের জেলার সাবাইয়া গ্রামের বাসন্তীর ঠাঁই হয় হোমে। তারপর দীর্ঘ চিকিৎসার পরে শুক্রবার বাড়ি ফিরলেও স্বামী তাঁকে ঘরে ফেরালেন না। এতদিনে সংসারে তিনি ব্রাত্য। বাসন্তীর স্বামী বাড়ির বৌয়ের এতদিন বাইরে থাকা মানতে পারেননি। তাই স্মৃতি হারানো পাঁচ সন্তানের মায়ের ঠাঁই হল পাশে লকরকোনা গ্রামে নিজের বাপের বাড়িতে। স্বামীর প্রত্যাখ্যানে দাদা নিরঞ্জন সোরেনের কাছেই ফিরলেন তিনি।

বছর দুই আগে মানসিকভাবে অসুস্থ বধূ একদিন হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। একসময় তিনি বীরপাড়ায় পৌঁছোন। পুলিশের সাহায্যে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে তিনি আশ্রয় পান।

বিহারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে নিরঞ্জন ও বাসন্তী। -ফাইল চিত্র

এতদিন সেখানেই ছিলেন। বহুদিন চিকিৎসার পর মাস তিনেক আগে তাঁর স্মৃতি ফেরে। শুক্রবার বাসন্তীকে নিয়ে মুঙ্গেরে তাঁর স্বামীর বাড়িতে যান সাজু। তবে বধূর স্বামী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বৌ এতদিন বাড়ির বাইরে ছিল। তাই তিনি আর তাঁকে ঘরে তুলবেন না। যদিও অসুস্থ বোনকে ফেলতে পারেননি দাদা নিরঞ্জন।

এবিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সাজু বললেন, 'বীরপাড়া হাসপাতালে একজন মনোরোগের চিকিৎসক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে রোগী দেখেন। তাঁর চিকিৎসায় অনেকেই স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। দু'বছর চিকিৎসার পর বাসন্তীরও ধীরে ধীরে সবকিছু মনে পড়ে। তিনি তাঁর ঠিকানাও জানান। বৃহস্পতিবার তাই তাঁকে ফেরাতে বিহারে গিয়েছিলাম।' প্রথমে খাগারিয়া, তারপর মুঙ্গের শহর থেকে জামালপুর হয়ে ওই প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছোন সাজু। সেখানে সারাদিনে মাত্র তিনটি টোটোরিকশা যায়। শুক্রবার সারাদিন খুঁজে বধূর বাপের বাড়ির খোঁজ মেলে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তারপর পাশের গ্রামে মহিলার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া হয়। সাজুর সঙ্গে কমল বিশ্বাস নামে আরেক ব্যক্তিও ছিলেন। সাজু জানান, বাসন্তীর স্বামীর কাছে দিদিকে ফেরানো নিয়ে কথা বলতেই নিরঞ্জন ও বধূর স্বামী মারপিটে জড়িয়ে পড়েন। বাসন্তীর স্বামী কিছুতেই তাঁকে মানতে চাননি। এদিকে, বাসন্তীর দাদাও তাঁকে জোর করছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের মধ্যস্থতায় প্রথমে বাসন্তীর বাপের বাড়িতে ফেরেন সকলে।

এরপর রবিবার ডিমডিমায় ফেরত আসা হয়। সেদিন রাতেই শিলিগুড়ি থেকে মুঙ্গেরের বাসে বাসন্তী ও নিরঞ্জন বাড়িতে ফিরেছেন।

সাজুর কথায়, 'মানসিক ভারসাম্যহীনদের অনেকেই পথ ভুলে হারিয়ে যান। হেভেন থেকে অনেকেই ঘরে ফিরেছেন। আবার অনেক বয়স্ক মানুষ সন্তানদের অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তবে মানসিক ভারসাম্যহীনের স্মৃতি ফেরার পর পরিবার তাঁকে ঘরে তুলতে রাজি হয়নি এমন ঘটনার সাক্ষী এই প্রথমবার হলাম।'

বনাধিকারিকের অভিনব উদ্যোগ

বন্যপ্রাণের গল্পে সচেতনতার বার্তা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : কেউ আসেন বাঘ দেখতে, কেউ বা হাতির পিঠে চড়তে, বা প্রকৃতি দেখতে। তাঁকেও বেঙ্গল সাফারিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তবে তিনি খোঁজ করেন ছোট্ট থেকে বড়দের, প্রত্যেকের মাঝে হারিয়ে যেতে, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। সৃষ্টি বলতে, বন্যপ্রাণ নিয়ে কবিতা, ছড়া, নানান গল্প। তিনি বেঙ্গল সাফারির অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার জনার্দন চৌধুরী। তাঁর খেয়ালে থাকে বন্যপ্রাণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সচেতনতা গড়ে তোলা।

বেঙ্গল সাফারিতে পড়ুয়াদের সঙ্গে জনার্দন চৌধুরী। -সংবাদচিত্র

শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। চিহ্নগুলি তাঁর কর্মজীবনের প্রাপ্তি। কেননা, কখনও হাতির হামলার মুখে পড়তে হয়েছে, তো কখনও আবার বাইসনের। কিন্তু পিছিয়ে আসেননি, বরং বন্যপ্রাণদের ভালোবেসে ফেলেছেন। সেই ভালোবাসার লড়াইয়ের কথাই তিনি তুলে ধরছেন মানুষের কাছে। মাদারিহাটের বাসিন্দা জনার্দন কখনও সাফারিতে থাকা হাতিদের নিয়ে মজার গল্প বলেন, কখনও আবার বাঘ মামার জীবনকে কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেন। ষাটোর্ধ্ব জনার্দন অবসর নিয়েছিলেন ২০২২ সালে। কিন্তু বাড়িতে মন টেকেনি। তাই রাজ্য জু অথরিটির থেকে পুনরায় কাজ করার প্রস্তাব যখন পেলেন, তখন না করতে পারেননি। বর্তমান তাঁর কর্মস্থল শিলিগুড়ির অদূরে থাকা বেঙ্গল সাফারি।

এর আগে যাঁরা তাঁর মুখে গল্প শুনেছেন, তাঁরা পুনরায় সাফারিতে এলে নাকি জনার্দনের খোঁজ করেন, বলছিলেন সাফারির অন্য কয়েকজন কর্মী। নতুনরাও খুশি মনে বাড়ি ফেরেন জনার্দনের গল্প শুনে। রবিবার পরিবারের সঙ্গে এখানে এসেছিল অনসূয়া দে, সৌমেন দে। সৌমেনের কথায়, 'উনি ভীষণ ভালোভাবে সাফারি সম্পর্কে, এখানে থাকা নানান পশুপাখি সম্পর্কে আমাদের বুঝিয়েছেন। বন্যপ্রাণ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি।' গল্প শোনার ফাঁকে অনেকেই তাঁর হাতে থাকা ক্ষত সম্পর্কে জানতে চায়। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'একসময় জংলি হাতির চিকিৎসা করতে গিয়ে কুনকির হামলার মুখে পড়ি। কুনকিটি দাঁত পেটে ঢুকিয়ে দেয়। দু'হাত দিয়ে দাঁত বের করার চেষ্টা করি। সুস্থ হতে টানা তিন মাস লেগে যায়।'

২০১১ সালে কবিগুরু এক্সপ্রেসে সাতটি হাতির মৃত্যু সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, বললেন তিনি। জনার্দন বলেন, 'একটি হাতি এমনভাবে ইঞ্জিনে আটকে ছিল যে, কেটে বের করতে হয়। সত্যিই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।' যা এখনও মাঝে মাঝে তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

চৈত্র সংক্রান্তিতে হাজরা নাচ। সোমবার রায়গঞ্জে। ছবি : বাসুদেব চক্রবর্তী

ম্যানেজমেন্টের পুনর্মিলন

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগে দু'দিনব্যাপী পুনর্মিলন অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে চলেছে। আগামী ২৬ এপ্রিল সকাল ৮টায় রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে প্রাক্তনীদের কমিটি গঠন ও সকলের সঙ্গে মেলামেশা। ২৭ এপ্রিল ক্যাম্পাসের বাইরে একটি আনন্দঘন ভ্রমণ, চা চক্র ও সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান সহ আরও নানা পর্ব থাকবে।

২০০৩ সালে শুরু এই বিভাগটির থেকে আটশোর বেশি প্রাক্তনী বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত। বিভাগীয় প্রধান ডঃ সন্ময় মল্লিকের কথায়, 'এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রাক্তনী ও কর্পোরেট জগতের সঙ্গে বিভাগের সংযোগ স্থাপিত হবে। যা বিভাগের ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতাকে আরও সুদৃঢ় করবে।'

বিভাগীয় সূত্রে খবর, এই পুনর্মিলনই স্মৃতিচারণ নয়, এটি একটি মাইলফলক।

টোটোচালকের হাতে কোপ মুরগির গলায়

কল্পনার জীবনযুদ্ধ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : তিনি এক কোপে মুরগির গলা নামিয়ে ছাল ছাড়িয়ে মাংস ওজন করে দেন ক্রেতাদের। রক্তমাখা দু'হাত দেখলে কে বলবে পরম যত্নে তিনি সংসার আগলান। শুধু তাই নয়, দুপুরে মাংসের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে ফের টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অধিক আয়ের আশায়। লাটাগুড়ির উত্তর মাটিয়ালি মহাকালপাড়ার এই মহিলার নাম কল্পনা রায়। অনেকেই তাঁর এই জীবন সংগ্রাম দেখে কুর্নিশ না জানিয়ে পারেন না।

স্বামী অমৃত রায় ও পাঁচ বছরের ছেলে রক রায়কে নিয়ে ছোট সংসার কল্পনার। নিজের মাংসের দোকানের পাশাপাশি টোটো চালিয়েই সুখে সংসার চলছিল এই ছোট্ট পরিবারের। কিন্তু বছরখানেক আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা হারান অমৃত। সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি অকেজো হয়ে পড়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন কল্পনা। সময় নষ্ট না করে সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। যে টোটো চালিয়ে সংসার চলাতেন তাঁর স্বামী, সেই টোটো চালানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পাশাপাশি স্বামীর মাংসের দোকানও চালাবেন বলে ঠিক করেন।

টোটো নিয়ে ক্রান্তি বাজারে কল্পনা।

কল্পনা বলেন, 'ঠিকঠাক চালাতে পারব কি না সেই ভয়ে প্রথমদিকে যাত্রীরা আমার টোটোয় চাপতে চাননি। কয়েকদিন রাস্তায় যাত্রী ছাড়াই ঘোরাফেরা করার পর এক-দুজন করে যাত্রী উঠতে শুরু করেন।' এখন টোটো নিয়ে দিব্যি লাটাগুড়ি থেকে ১২ কিমি দূরের ক্রান্তি হোক বা লাটাগুড়ি থেকে ৬ কিমি দূরের মৌলানি, যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর মাংসের দোকান চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না? কল্পনার উত্তর, 'প্রথমদিকে মাংস কাটতে সমস্যা হত। তবে এখন আমি সাবলীল।'

কল্পনার স্বামী চিকিৎসায় এখন অনেকটাই সুস্থ। অমৃতর কথায়, 'নিজের মনোবলে স্ত্রী যদি শক্ত হাতে সংসার না ধরত তাহলে আজকে হয়তো সংসার টেকানো সম্ভব হত না।' কল্পনা জানালেন, স্বামীর পুরোপুরি সুস্থ হতে কতদিন লাগবে তা জানা নেই। তবে স্বামী সুস্থ হলেও আগামীতে এই কাজ চালিয়ে যেতে চান তিনি। কল্পনার এই জীবন সংগ্রামের কথা জানা ছিল না লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কবিতা সেনের। কল্পনা ও তাঁর পরিবারকে সাহায্য করা যায় কি না, তা তিনি দেখবেন।

নতুন সংগঠন

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল : বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছে যেন সাধারণ মানুষ হার না মানেন। সেই উদ্দেশ্যে সোমবার কোচবিহারে তৈরি হল পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সনাতনী মঞ্চ। আগামীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় এই সংগঠন তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক প্রণব গোস্বামী বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলির ইচ্ছে থাকলেও সব কাজ করা হয়ে ওঠে না। আমাদের দাবি এক দেশ, এক আইন।'

আজ টিভিতে

নববর্ষে নানা অনুষ্ঠান

ঝিল্লি, ঋষি ও কথা এভির সঙ্গে নাচে-গানে **নববর্ষ উদযাপন**। বিকেল ৫.৩০

অনুরাগের ছোঁয়ায় শুভ নববর্ষ। ১ ঘণ্টার মহাপর্ব রাত ৯.৩০

অনুষ্ঠান দুটি স্টার জলসা

আকাশ আটের বর্ষপূর্তিতে **পঁচিশে আকাশ** অনুষ্ঠানে থাকবেন তন্ময় বসু, তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাগেশ্রী দাস। গুড মর্নিং আকাশ সকাল ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.৩০ শতরূপা, রাত ১২.৩০ বিসর্জন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ বর আসবে এখুনি, সন্ধে ৭.২০ মিস কল, রাত ১০.০৫ হিরোগিরি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.১৫ মহাগুরু, সন্ধে ৭.১৫ বন্ধন, রাত ১০.১৫ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, ১.০০ চলো পাল্টাই

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সমাধান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মন মানে না

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫২ সূর্যবংশী, দুপুর ২.৪৮ খুঁখার, বিকেল ৫.২০ সিম্বা, রাত ৮.৩০ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, ১১.২৭ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২৩ জানওর, বিকেল ৪.৫৭ টয়লেট-এক প্রেম কথা, রাত ৮.০০ সূরয়া : দ্য সোলজার

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৪৮ হমারি অধুরি কাহানি, দুপুর ২.০২ রানওয়ে ৩৪, বিকেল ৪.২৭ রশমি রকেট, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর

কিসি কা ভাই কিসি কি জান
রাত ৮.৩০ **জি বাংলা সিনেমা এইচডি**

অভিমান বেলা ১১.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

নৃত্যে রোজগার সাড়ে ৮ লক্ষ

বনবস্তির ৩৭ আদিবাসী মহিলার মুখে হাসি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : চা বাগানে পাতা তোলার কাজে মেলা মজুরি দিয়ে সংসার চলত ধুঁকেধুঁকে। তবে বন দপ্তরের উদ্যোগে দিন বদলেছে লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া বড়দিঘির এমনই ৩৭ জন মহিলার। গৃহস্থালীর কাজ সেরে সন্ধ্যায় এক-দেড় ঘণ্টা পর্যটকদের আদিবাসী নৃত্য দেখিয়েই গত সাত মাসে এই মহিলারা রোজগার করেছেন প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। বিকল্প এই আয়ে খুশির হাওয়া বনবস্তিতে।

এমনই একজন বড়দিঘি বনবস্তির বাসিন্দা বিশমেনি মুন্ডা। তিনি ও তাঁর স্বামী সানি মুন্ডা দুজনেই বাগানে দিনমজুরি করতেন। এক সন্তান রয়েছে তাঁদের। মজুরির টাকা দিয়ে সংসার চলত খুব কষ্টে। একই পরিস্থিতি স্থানীয় পুনম খেরিয়ারও ছিল। তাঁর স্বামী রতন খেরিয়া আবার অসুস্থতার জন্য কোনও কাজই করতে পারতেন না। বনবস্তির এমনই ৩৭ জন মহিলা আজ বাড়তি রোজগার করছেন। সাত মাস আগে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের তরফে এই মহিলাদের নিয়ে একটি আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকরা বিকেলের শিফটে লাটাগুড়ি জঙ্গলের বড়দিঘি বিট অফিস চত্বরে মহিলাদের এই আদিবাসী নৃত্য উপভোগ করতে পারেন।

আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠীর নাচ।

সঙ্গে বাড়তি পাওনা বনবস্তির মহিলাদের হাতের তৈরি আদা চা। এর জন্য পর্যটকদের গুনতে হয় মাথাপিছু ৫০ টাকা করে।

গত সাত মাসে পর্যটকদের কাছ থেকে ওই নৃত্যগোষ্ঠীর মহিলারা মোট রোজগার করেছেন প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানান, প্রতিদিনের টাকা জমা করে কয়েক মাস অন্তর ওই মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আগামীদিনে বনবস্তির মহিলাদের আরও কীভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়, সেই চেষ্টাও চলছে বলে জানান তিনি।

নৃত্যগোষ্ঠীর সদস্য প্রমিলা ওরাওঁ বলেন, 'সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যায় পর্যটকদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে পেরে ভালোই লাগছে। বন দপ্তরের এই উদ্যোগে বাড়তি কিছু টাকা রোজগার করায় কিছুটা সুবিধে হয়েছে সংসার চলাতে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। অনৈতিক কোনও কাজ এড়িয়ে চলুন। বৃষ : খুব শান্ত মাথায় থাকুন। কেউ আপনাকে বিনা কারণেই অপমান করতে পারে। মিথুন : কাউকে যেচে উপকার করতে যাবেন না। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হবার পরিকল্পনা। কর্কট : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। সিংহ : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি। কন্যা : দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে স্বস্তি। কোমর ও পিঠের ব্যথা ভোগাবে। তুলা : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হবার পরকল্পনা সফল হবে। পেটের অসুখে সমস্যা। বৃশ্চিক : সন্তানের জন্যে বেশ কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। জমি কেনার সুযোগ পাবেন। ধনু : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ঘাড় ও পিঠের ব্যথা কমে যাওয়ায় স্বস্তি। মকর : খুব অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। বিকেলের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। কুম্ভ : নতুন কোনও বন্ধু পেয়ে খুব খুশি হবেন। কর্মক্ষেত্রে জটিল কোনও কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত। মীন : মেজাজ হারিয়ে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া। পেটের অসুখে সমস্যা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ চৈত্র, ১৫ এপ্রিল, ২০২৫, ১ বহাগ, সংবৎ ২ বৈশাখ বদি, ১৬ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৪। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ৮।৪৪। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১।৬। অসৃকযোগ রাত্রি ৯।৫৪। গরকরণ দিবা ৮।৪৪ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৯।৪১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি সূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, সন্ধ্যা ৬।২৯ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।৬ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ৮।৪৪ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৮।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৫৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২০ গতে ৮।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৯।৪১ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নববর্ষারম্ভ, নতুনখাতা পুজা, হালখাতা মহরত, ১৪৩২ সাল আরম্ভ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫১ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ইট ফ্যাক্টরির জন্য লেবার (M/F) ও পিকআপ ভ্যান চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। বেতন সাক্ষাতে। M : 98320-12224. (C/116050)

শিক্ষা

অনলাইন/অফলাইন গিটার ক্লাস, সব বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য। WhatsApp : 9064720674. (C/116122)

Affidavit

I, Mahammad Fariduddin Son of Late Ajijar Rahaman, Residing at Rabvita, Leusipakuri, Phansidewa,Dist. Darjeeling shall henceforth be known as Md Fariduddin as declared before the Notary Public at Siliguri vide affidavit no 92AB 929092 dated 09-04-2025. Mahammad Fariduddin and Md Fariduddin both are same and identical person. (C/116048)

বিক্রয়

Sale Eicher 3015-2021-WB-73-F-9964. Ph-3532950301. (C/116126)

•

Commercial Building for sale, Bidhan Market, George Mahbert Rd. Slg. (M) 9832699559/7908420738. (C/116049)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

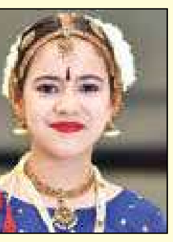

☺ স্নেহের **আরাধ্যা**, স্বপ্নগুলো সত্যি হোক, সকল আশা পূরণ হোক। দুঃখগুলো দূরে থাক, সুখে জীবনটা ভরে যাক। জীবনটা হোক ধন্য, স্নেহ ও আশীর্বাদ তোমার জন্য। শুভ জন্মদিন। - **মিত্রাজ**, বিন্নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

☺ **সমির** : শুভ জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। তোমার জীবনে আরও উন্নতি হোক। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। - **নির্বাণ (ভাগ্না), মা, বাবা ও পরিবারবর্গ**, মধ্য শান্তিনগর, শিলিগুড়ি।

যোগ্য তালিকায় জটিলতা

চাকরি ফেরানোর অনিশ্চয়তা, ফের তৎপর নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : এমনিতেই ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। তার মধ্যে আবার যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ১৯ হাজার যোগ্যদের একটা নতুন তালিকা তৈরি করেছে এসএসসি। এই পর্যন্ত ঠিক থাকলেও অযোগ্যদের তালিকা তৈরি নিয়েই নতুন বিপত্তি দেখা দিয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করলে শুনানির সময় নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। আশঙ্কা এই সংক্রান্ত মামলায় আইনজ্ঞদের একাংশের। আর এই নিয়ে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্ন প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনে।

সোমবার নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত রিভিউ পিটিশন পেশ করার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীদের নতুন তালিকা স্কুলশিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়েছে। যার সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। অযোগ্যদের নামের তালিকা আগে থেকেই তৈরি ছিল এসএসসির কাছে। স্কুল মামলায় সিবিআইও অযোগ্যদের একটা তালিকা সুপ্রিম কোর্টে পেশ করে। জটিলতার শুরু এখান থেকেই। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যাঁরা 'অযোগ্য' বলে চিহ্নিত হননি, তাঁদেরকেও এবার এসএসসির তৈরি করা নতুন তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, এই সবটা খতিয়ে দেখেই রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে। তবে অযোগ্যদের তালিকায় নতুন ওই অন্তর্ভুক্তি নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যাবে সরকার ও চাকরিহারা উভয় মহলেই। যদিও এখনও রাজ্য সরকার ঠিক করতে পারেনি চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর কবে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন পেশ করা হবে। এক্ষেত্রে একটা নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৭ এপ্রিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই সংক্রান্ত আর্জির ওপর সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত জানার পরই রিভিউ পিটিশন রাজ্য সরকার পেশ করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবদিক খতিয়ে দেখেই রিভিউ পিটিশন পেশ করতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বিষয়টি নজরে রাখছেন।

দিল্লির বাসে ওঠার আগে চাকরিহারা শিক্ষকরা। সোমবার।

এদিন ছুটির দিন সত্ত্বেও নবান্নে এই নিয়ে তৎপরতা দেখা গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে। মুখ্যমন্ত্রীও এদিন এই ব্যাপারে মনিটরিং করেছেন। দিল্লিতে রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ও কপিল সিবাল সহ আরও অনেকের সঙ্গে এদিনও কথাবার্তা হয়েছে রাজ্য শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের।

সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হবে কি না, সেই অনিশ্চয়তার মাঝে সরকার ও এসএসসির যোগ্য-অযোগ্যদের নতুন তালিকা নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ আশঙ্কা করছে। চাকরি বাতিল রায়ের সময়ই সুপ্রিম কোর্টের হাতে সিবিআইয়ের দেওয়া একটি যোগ্য ও অযোগ্য তালিকা ছিলই। আবার হুবহু সেই তালিকা নয়, নতুন করে এই সংক্রান্ত তালিকা আবার রিভিউ পিটিশনে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে। আদৌ চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর সুপ্রিম কোর্ট তা মানবে কি ,না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার এখন কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই দেখার। স্বভাবতই এই নিয়ে নবান্ন ও চাকরিহারাদের মধ্যে কৌতূহলের পারদ চড়ছে।

আজ প্রার্থনা পদ্মের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : বাঙালির নববর্ষেও রাজনীতির ছোঁয়া। নববর্ষকে আহ্বানে বঙ্গের হাল ফেরানোর প্রার্থনা জানাবে বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে বর্ষবরণের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তমলুকের ঐতিহ্যবাহী বর্গভিমা মন্দিরে শোভাযাত্রা করে যাবেন লাল খেরোর খাতা নিয়ে। প্রথামাফিক সেই খাতাপুজো সেরে দেবতার কাছে রাজ্যের হাল ফেরানোর প্রার্থনা জানাবেন শুভেন্দু। এদিন এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'আমার হালখাতা রাজ্যের হাল ফেরানোর খাতা।'

মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বর্ষবরণ পরিকল্পনাকে টেক্কা দিতে সকাল থেকেই এলাকায় এলাকায় মিছিল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় এই পরিকল্পনায় কোচবিহার থেকে কলকাতা একসূত্রে বাঁধা। উত্তর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পৌঁছোবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, 'শোভাযাত্রা শুধু বর্ণাঢ্যই হবে না, সেখানে আঞ্চলিক সংস্কৃতির পাশাপাশি বাঙালি মনন ও ঐতিহ্যের প্রতিফলনও থাকবে। থাকবে প্রতিবাদও। তৃণমূলের জমানায় রাজ্যের সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির দুটো দিকই তুলে ধরা হবে শোভাযাত্রায়।' মঙ্গল ও অমঙ্গল কলস নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন মহিলারা। মঙ্গল কলসে বাঙালির নতুন বছর ১৪৩২-কে আহ্বান আর অমঙ্গল কলসে লেখা থাকবে মমতার বিসর্জন।

প্রয়াত সাংবাদিক

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : সোমবার সকালে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ৬০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আকাশবাণী ও দূরদর্শন কলকাতার বার্তা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং কলকাতা প্রেস ক্লাবের সদস্য পার্থ ঘোষ।

শিক্ষা দুর্নীতিতে আন্দোলনের পথে বামেরা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : ১৭ এপ্রিল এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন বামপন্থীরা। এই মিছিলে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। ওইদিন কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে ও শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগে আন্দোলনে পথে নামবে তারা। শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে নিজেদের পরিসর বাড়াতে চাইছেন বামেরা।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে এসএসসি ভবন অভিযানে যোগ দেবে ৯টি বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে সেক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সকলকেই যোগ দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বামেদের মধ্যে কঠোর দলীয় শৃঙ্খলতা রয়েছে। যার ফলে বামমনস্ক বা সেই ভাবধারায় বিশ্বাসী অনেকেই বামেদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে ছাত্র-যুবদের মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষকে শামিল করতে চাইছেন বামেরা। যাতে শ্রেণি সংকীর্ণতা ও দলীয় শৃঙ্খলতার বাঁধন শিথিল হিসেবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায়। এসএফআইয়ের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'ওইদিন বামপন্থী বা বামমনস্ক ছাড়াও সকল স্তরের মানুষকে শামিল হতে বলা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকলে তাকেও স্বাগত।'

রিভিউ পিটিশনের গ্রহণযোগ্যতায় সংশয়

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : যোগ্য ও অযোগ্যদের জেলাভিত্তিক চাকরিহারাদের তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে চেয়ে পাঠাল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। রবিবারই ২৫,৭৫২ জন চাকরিহারার মধ্যে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে জমা দিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এবার জেলাভিত্তিক তালিকা নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এই মুহূর্তে জেলাগুলিতে কোন স্কুলে কতজন শিক্ষক রয়েছে, তার হিসাব জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছ থেকে চেয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

অন্যদিকে, চাকরিহারা শিক্ষকদের কথা ভেবে রিভিউ পিটিশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন, স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তবে রিভিউ পিটিশন হলেও তা শীর্ষ আদালতে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে কি না সেই নিয়ে সংশয় রয়েছে অধিকাংশ আইনজীবীর। রিভিউ পিটিশন বা তা খারিজ হলে কিউরেটিভ পিটিশন করার সুযোগ এই মামলার ক্ষেত্রে রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে আইনজীবী মহলে। তাদের মতে, রিভিউ পিটিশন গ্রহণ হলেও রায় বদলানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিরোধীদের যুক্তি, বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত হওয়ার পরও নির্বাচনের আগে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে ও সরকার চাকরিহারাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ইমেজ বজায় রাখতে চাইছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'বিচারাধীন বিষয় নিয়ে আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে পারি না।'

বর্ষীয়ান আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বলেন, 'টেকনিক্যাল গ্রাউন্ড ছাড়া রিভিউ পিটিশন করা যায় না। এতে রায় বদলানোর সম্ভাবনা নেই। কিউরেটিভ পিটিশন গ্রহণ নিয়েও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।' আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'খুব কম ক্ষেত্রে রিভিউ পিটিশন গ্রহণযোগ্য হয়। কারও কাছে নতুন কোনও তথ্য থাকলে যা শুনানির সময় আদালতে দেওয়া যায়নি সেই সুযোগের ভিত্তিতে রিভিউ পিটিশন করা যায়।'

বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের যুক্তি, 'আমার অভিজ্ঞতায় আমি কখনও রিভিউ পিটিশন গ্রহণযোগ্য হয়েছে দেখিনি। এই মামলায় কিউরেটিভ পিটিশনের গ্রাউন্ডও নেই। বিরলের মতো বিরলতম ক্ষেত্রে কিউরেটিভ পিটিশন করা যায়।' একই বক্তব্য আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে একশোটা রিভিউ পিটিশন হলে ৯২টা খারিজ হয়ে যায়। আর তা প্রকাশ্য আদালতে হওয়ার নজির নেই। যিনি রায় লিখেছেন তার বেঞ্চেই রিভিউ পিটিশন যাবে। তাই সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন সরকার যদি তাদের ত্রুটি স্বীকার করে হলফনামা দেয় তাহলে তা বিবেচ্য হতে পারে।' তবে এক্ষেত্রে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা। আইনজীবী সঞ্জয় বর্ধন জানান, তিনি রাজ্য সরকারের আইনজীবী প্যানেলের শীর্ষ পদে রয়েছেন। তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখতে নারাজ।

মোদির সফরে রেল প্রকল্প চালুর সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ওই সময় রাজ্যের একাধিক রেল প্রকল্পের সূচনা করতে পারেন তিনি। তারই মধ্যে বেশ কয়েকটি মেট্রো রেল প্রকল্পও রয়েছে। পাশাপাশি, মেট্রোর এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদা অংশে কমিশনার অফ রেলওয়ের তরফে নিয়মিত পরিদর্শন চলছে। ছাড়পত্র মিললেই এই পরিষেবা চালু হতে পারে।

বৌবাজারে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের কারণে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ শেষ করতে দেরি হয়ে যায়। ফলে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবাও একসময় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এখন শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রোর ট্রায়াল রান চলছে। নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ পর্যন্ত মেট্রো নির্মাণের পরিকাঠামোর কাজ শেষ হয়েছে। রুবি থেকে বেলেঘাটা রুটেও মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়নি।

তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরে এই রুটগুলিতে পরিষেবা চালু হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত করে জানায়নি রেলমন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও রেলকে সুনির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।

আইএসএফ-পুলিশ সংঘর্ষ ভাঙড়ে

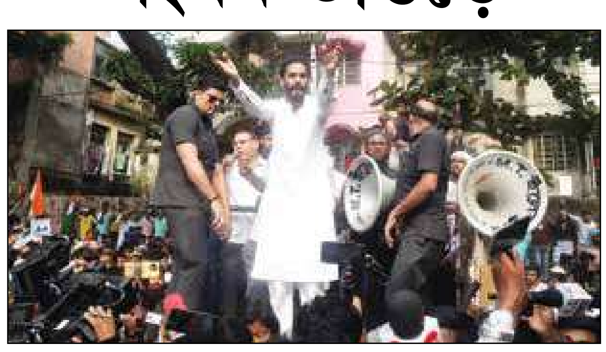

কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিলে নৌশাদ সিদ্দিকী। সোমবার।

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : ওয়াকফ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার ব্যাপক গোলমাল হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। আইএসএফের উদ্যোগে রামলীলা ময়দান অভিযান শুরু করেছিলেন কর্মী-সমর্থকরা। মিনাখাঁ, বাসন্তী, ভাঙড় প্রভৃতি এলাকা থেকে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক কলকাতায় যাওয়ার জন্য জড়ো হন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের সেখানেই আটকে দেয়। পরিস্থিতি তখন থেকেই উত্তপ্ত হতে শুরু করে। বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ তুলতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তারপরই এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন।

ভাঙড়ের ঘটনায় পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, '২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ইস্যু থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে এই পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় মিছিলে বাধা দিয়ে পুলিশ উত্তেজনা তৈরি করছে। তৃণমূল যতই দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুক, এই আইনের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা তৃণমূলেরও রয়েছে। তৃণমূল বলছে, এরাজ্যে এই আইন কার্যকর হবে না। যদি আইন কার্যকর নাই করা হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের যা পদক্ষেপ, সেগুলি করা হচ্ছে না কেন? কেন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করছে না? এই আইনের বিরোধিতায় যখন মানুষ বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে মিছিল করছিল, কেন তৃণমূলের পুলিশ আক্রমণ করল? আসলে যখনই রাজ্য সরকার চাপে পড়ে, দিল্লিগামী ফ্লাইট ধরে।' যদিও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম আইএসএফের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, এই রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হবে না। তাহলে কীসের আন্দোলন, কীসের মিছিল? আর মিছিল করার দরকার হলে দিল্লি গিয়ে করুক। কারণ এই আইন তো রাজ্য সরকার করেনি।'

এদিন কলকাতাতেও ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মিছিল করে আইএসএফ। শিয়ালদা থেকে মিছিল ধর্মতলা পর্যন্ত আসে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। সেখানে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলছেন, এই আইন এই রাজ্যে কার্যকর হবে না, তিনিও এই আইনের বিরোধিতা করছেন। আমরাও এই আইনের বিরোধিতা করছি। তাহলে পার্থক্য কীসের? কেন আমাদের মিছিলে বাধা দেওয়া হচ্ছে? কখন দাদা-দিদিদের সেটিং হয়, সেটাই বোঝা যায় না।'

নতুন বছরে রাস্তা হবে দুই পঞ্চায়েতে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : এ যেন নববর্ষের উপহার! নতুন বছরের শুরুতেই প্রায় ১১ কিলোমিটার রাস্তা পেতে চলেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারি এবং তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েত। বর্তমানে ওই এলাকাগুলি থেকে শহরে আসার রাস্তাটি তিন মিটার চওড়া। পয়লা বৈশাখের দিন থেকেই সেটিকে সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া করার কাজ শুরু হচ্ছে। মঙ্গলবার রাস্তার কাজের শুভসূচনা করতে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের কর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। এই খাতে প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসআরডিএ) রাস্তার কাজ করবে। বঞ্চুকামারির গরম ব্রিজ সংলগ্ন বীণাপাণি ক্লাবের সামনে থেকে সেই কাজের সূচনা হবে। তার আগেই সোমবার আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল রাস্তাটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘পয়লা বৈশাখ রাস্তাটির উদ্বোধন হবে। তার আগে আমি জায়গাটি দেখে গেলাম।’

নতুনভাবে তৈরি হওয়া ওই রাস্তাটি বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে একদিকে কালজানি নদী হয়ে তপসিখাতা পর্যন্ত যাবে। অন্যদিকে, নিমতি বাগান হয়ে সোজা ৩১/সি জাতীয় সড়কে উঠবে। ফলে জেলা শহর থেকে জাতীয় সড়কে পৌঁছোনোর জন্য এটি একটি বিকল্প রাস্তাও হয়ে উঠবে। বর্তমানে মাত্র তিন মিটার চওড়া ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দুই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শহরে যাতায়াত করতে বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছে। টোটোর চাপে রাস্তায় চলাচল করাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। দুই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রোজ কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী শহরের সরকারি স্কুলগুলিতে পড়তে আসে। ফলে হামেশাই ওই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

যদিও প্রথমে ওই ১১ কিলোমিটার পথে রাস্তা বলে কিছুই ছিল না। পরে বাম আমলের শেষলগ্নে মানুষের দাবিতে তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপ্তি দত্ত জেলা পরিষদের টাকায় নদীর উপর একটি সেতু এবং রাস্তা নির্মাণ করেন। এলাকার এক বাসিন্দা তারিণী রায় বলেন, ‘আগে এই পথে কোনও রাস্তাই ছিল না। পরে নদীর উপর সেতু এবং চাপা রাস্তা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ওই রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট হয়। তাই রাস্তা চওড়া হলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে।’ আলিপুরদুয়ার একসময় অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার একটি মহকুমা শহর হিসাবে চিহ্নিত ছিল। তখন মহকুমা সদরে আসতে দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষকে দুর্ভোগ সহ্য করতে হত। পাশাপাশি গরম নদীতে কোনও সেতু না থাকায় আলিপুরদুয়ার টাউনে আসতে সাধারণ মানুষকে নৌকায় নদী পেরোতে হত। বর্তমানে রাস্তার অবস্থা দেখে এলাকার এক বধূ রিনা শীল বলেন, ‘রাস্তাটি চওড়া হলে মানুষের নিরাপত্তা বাড়বে।’ এছাড়াও কালজানি নদীর উপর জয়বাংলা হাট এলাকায় একটি সেতু নির্মাণও করা হবে বলে এদিন বিধায়ক জানিয়েছেন। এদিন সেই জায়গাটিও তিনি পরিদর্শন করেছেন।

নতুন রাস্তার সূচনা

- নির্মিত রাস্তাটি বঞ্চুকামারি হয়ে একদিকে তপসিখাতা পর্যন্ত যাবে
- অন্যদিকে নিমতি বাগান হয়ে ৩১/সি জাতীয় সড়কে পৌঁছোনো যাবে
- রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে
- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ওই কাজ করবে

৩০ ঘণ্টা ধরে জমা জল

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চরম দুর্ভোগ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল এবং পরিচ্ছন্নতা এই দুটি শব্দ যে একসঙ্গে যায় না সেই অভিযোগ বারবার উঠেছে। গত রবিবার সকালে বৃষ্টির পরে সেই ধারণা যেন আরও স্পষ্ট হল। বৃষ্টি থামার পরে প্রায় ৩০ ঘণ্টা কেটে গেলেও সোমবার হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় জমা জল লক্ষ করা গিয়েছে। হাসপাতালের মা ক্যান্টিনের ঘর, এক্স-রে রুমে যাওয়ার ঘর এমনকি আউটডোরের সামনেও জল জমে গিয়েছে। তাই এদিন অনেক রোগীকে দেখা গেল তাঁরা জল পেরিয়ে পরিষেবা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর এতটা সময় পেরিয়ে গেলেও জল না নামায় হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া এখনই এমন অবস্থা দেখে বর্ষাকালে হাসপাতালে পরিষেবা পাওয়ার বিষয়ে অনেক রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এবিষয়ে জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলের বক্তব্য, ‘হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় জল জমলেও তা আবার নেমে যায়। তবে যদি কোনও জায়গায় বড় সমস্যা থাকে তাহলে সেটা দেখা হবে।’

বর্ষার আগে এমন অবস্থা দেখে রোগীদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। শিবম বর্মন নামের এক রোগীর আত্মীয়ের কথায় এরকমই অভিযোগ শোনা গেল। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের জমা জলে আবর্জনা মিশছে। জল থেকে দুর্গন্ধও বের হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে হাসপাতালে মানুষ সুস্থ হতে এসে আরও অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে যাবেন বলেই মনে হচ্ছে।’ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জল জমার মূলত দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমত, হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় ছাদ ফুটো হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে জল চুইয়ে পড়ে। আবার কিছু জায়গায় জল জমলেও সেখান থেকে জল বের হওয়ার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক নেই। স্বাভাবিকভাবে এই দুটি সমস্যাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এদিন জল জমার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গেলে এক রোগীর আত্মীয় কিশোর কুজুর বলেন, ‘আমার দাদাকে হুইলচেয়ারে করে এক্স-রে করাতে নিয়ে এসেছিলাম। হাসপাতালের ঘরে জল পার করে হুইলচেয়ার নিয়ে যেতে হল। রাস্তাগুলিও এত খারাপ যে হুইলচেয়ারও বারবার আটকে যাচ্ছিল। এইভাবে অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনকও বটে।’

জেলা হাসপাতালের পরিবেশ নিয়ে এর আগেও বহুবার নানা অভিযোগ উঠেছিল। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় গোবর ও আবর্জনা পড়ে থাকে। কুকুর, গোরু ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। এই নিয়ে রোগীর পরিজন, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলিও হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে বারবার অভিযোগ করে। এমনকি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরাও হাসপাতালের বেহাল অবস্থা নিয়ে বেশ কয়েকবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। সেই সব সমস্যা তো ছিলই। তবে তার সঙ্গে এবার বর্ষার আগে হাসপাতালে আরও একটি সমস্যা যোগ হল। এর ফলে যে রোগী ও রোগীর পরিজনরা নতুন ভোগান্তিতে পড়তে চলেছেন তা বলাই যায়। মানুষ হাসপাতালে সুস্থ হতে এসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন এমন আশঙ্কা অনেকেরই। তবে এই দুর্ভোগ থেকে কবে সুরাহা মিলবে তার উত্তর কারও কাছেই নেই।

জল পার করে রোগীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জল-যন্ত্রণা

- হাসপাতালের মা ক্যান্টিনের ঘর, এক্স-রে রুমে জল জমে রয়েছে
- এমনকি আউটডোরের সামনেও জল জমে আছে
- বর্ষার আগেই এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা
- আগেও হাতপাতালে আবর্জনা জমা ও অপরিচ্ছন্নতার নানা অভিযোগ উঠেছে

আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম রাজ্য সড়কে স্থানীয়দের বিক্ষোভ সামলাচ্ছে পুলিশ। সোমবার। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রতিবাদে অবরোধ রাজ্য সড়কে

অবৈধ নির্মাণে থমকে নিকাশিনালা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : একজনের অবৈধ নির্মাণের কারণে থমকে গিয়েছে নিকাশিনালার নির্মাণকাজ। আলিপুরদুয়ারের এক নম্বর চাপরেরপারের নোনাই এলাকার এই ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নেমে পড়েন রাস্তায়। আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে শুরু হয় অবরোধ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে যান চলাচল বন্ধ থাকে। দু’দিকেই শতাধিক গাড়ির লাইন পড়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, একজন দখলদারের জন্য গোটা পঞ্চায়েতের উন্নয়ন বন্ধ থাকতে পারে না। অবিলম্বে নিকাশিনালার কাজ শুরু করতে হবে।

বর্ষা এলে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাঘাটে হাঁটুজল জমে যায়। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, অসুস্থ ব্যক্তিদের যাতায়াতে চরম অসুবিধায় পড়তে হয়। দীর্ঘদিনের দাবির পর সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিকাশিনালার নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু সেই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন বীণা দাস নামে এক বাসিন্দা। অভিযোগ, তিনি পিডব্লিউডি-র গার্ডওয়ালের উপর অবৈধভাবে বাড়ি ও দোকান নির্মাণ করেছেন এবং সেই অংশে নিকাশিনালা নির্মাণে আপত্তি জানাচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজা রাজভর বলেন, ‘একটা বাড়ির জন্য গোটা গ্রামের উন্নয়ন আটকে পড়বে, এটা মানা যায় না।’ প্রবীর দাস বলেন, ‘জল জমে রাস্তাগুলো পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘরে জল ঢুকে যায়। এতদিন পর নিকাশিনালা নির্মাণ শুরু হল। অথচ একজনের আপত্তিতে কাজ আটকে রয়েছে। প্রশাসনও কিছু বলছে না।’ আরেক বাসিন্দা রুম্পা দাস জানালেন, সম্প্রতি এক বৃদ্ধ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় পিছলে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে একইরকম ঘটনা ঘটেছে। এতকিছুর পরও নিকাশিনালার কাজে বাধা দেওয়া নিয়ে প্রশাসন চুপ বলে অভিযোগ তাঁর।

> এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। দু’বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ওই মহিলাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনওভাবেই রাজি হননি। আগামীদিনে ফের বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। তবে উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।
>
> **মাধবী রায়,** *পঞ্চায়েত প্রধান*

অন্যদিকে, অভিযোগের জবাবে বীণা বলেন, ‘আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু এখন রাজি হয়েছি। আমি বলেছি দোকানের সামনে দিয়েই নিকাশিনালা করা হোক।’ তবে স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য নয়। দোকানের সামনের রাস্তা ব্যবহার করে নিকাশিনালা নির্মাণ করলে রাস্তার প্রায় ৪০ শতাংশ জায়গা নষ্ট হয়ে যাবে। এর ফলে পথচলা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবং যানবাহন চলাচলে বড় সমস্যা দেখা দেবে।

পঞ্চায়েত সদস্য জগন্নাথ দাসের বক্তব্য, ‘কোনও একজনের আপত্তিতে উন্নয়নের কাজ বন্ধ রাখা যায় না। এলাকাটি নীচু, তাই নিকাশিনালা নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি।’ পঞ্চায়েত প্রধান মাধবী রায় বলেন, ‘এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। দু’বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ওই মহিলাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনওভাবেই রাজি হননি। আগামীদিনে ফের বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। তবে উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।’ শেষপর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। তবে জানিয়ে দেন, দ্রুত সমাধান না হলে ফের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

টুকরো খবর

জখম ২

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : সোমবার ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কের ভুটনীরঘাটে বাইক দুর্ঘটনায় জখম হন দুই তরুণ। সোমবার বিকেলে একটি বাইক আরেকটি বাইককে ওভারটেক করতে গিয়ে ভুটনীরঘাটের মুজনাই সেতুর সামনে রাস্তার এক বাঁকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুই বাইকের দুজন তরুণ জখম হন। প্রথমে তাঁদের ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আরেকজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সম্মেলন

শামুকতলা, ১৪ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক শাখার চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সোমবার। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ২০১৬ সালে সংসদে যে আইন পাশ হয় তা কার্যকর করার দাবি তোলা হয়। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক তথা আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিনয় ধর বলেন, ‘এই আইনের মূল লক্ষ্য হল বিশেষভাবে সক্ষমদের সমান অধিকার এবং সুযোগ দেওয়া।’

কমিটি গঠন

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : ফালাকাটা উদয় সংঘের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার থানা রোডের ক্লাব কক্ষে সাধারণ সভার পর নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন শংকর সাহা ও পিনাকী রায়।

বৈঠক

শামুকতলা, ১৪ এপ্রিল : ভুয়ো ভোটার খুঁজতে শামুকতলায় তৃণমূলের শামুকতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল সোমবার। বৈঠকে তৃণমূল নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে দলের অবস্থান ও আগামী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অভিমান।। *কোচবিহারের টুপামারি দেওয়ানবসে ছবিটি তুলেছেন দেবজিৎ বর্মন।*

পিএফ দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশ-বিশাল সংঘাত

সমীর দাস

কালচিনি, ১৪ এপ্রিল : সংঘাত যেন থামার নামই নিচ্ছে না। গত শনিবার আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামার বিরুদ্ধে চা বাগান শ্রমিকদের পিএফের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তোলেন সাংবাদিক সম্মেলন করে। ৪৮ ঘণ্টা পর সোমবার কালচিনিতে নিজের দপ্তরে পালটা সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিশাল।

বিশাল বলেন, ‘কালচিনি ব্লকের তোর্ষা চা বাগানের যে শ্রমিককে মৃত বলা হয়েছে তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করেছে মাল পুরসভা। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বন্ধ চা বাগানের অনেক শ্রমিক আমার কাছে পিএফ আবেদনের ফর্ম নিয়ে আসেন। আমি মৃত্যু শংসাপত্র দেখে আবেদনপত্রে সই করি। কেউ যদি ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে আসেন তাহলে তা তদন্ত করার দায়িত্ব আমার নয়।’ তাঁর আরও সংযোজন, প্রকাশ চিকবড়াইক তাঁকে বদনাম করতে এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলেছেন। মাল পুরসভা তো তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা। তাহলে রাজ্যসভার সাংসদ কি ওই পুরসভার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করবেন?

যদিও এবিষয়ে প্রকাশের বক্তব্য, ‘জনপ্রতিনিধি হিসেবে আগে সত্যমিথ্যা যাচাই করে বিধায়কের সই করা উচিত ছিল। মাল পুরসভা যদি ভুয়ো শংসাপত্র ইস্যু করে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বিশাল সহ পিএফ দুর্নীতিতে যুক্ত প্রত্যেককে জেলে যেতে হবে।’

তরাই-ডুয়ার্সের চা বলয়ে তৃণমূল আশ্রিত দালালচক্র কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতি করে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে বলে বিকাশ দাবি করেন। তিনি আরও জানান, যে সময়ের ঘটনা বলা হচ্ছে তখন তোর্ষা চা বাগান বন্ধ ছিল। কোনও বাগান বন্ধ থাকলে সংশ্লিষ্ট চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ ক্লিয়ারেন্সের জন্য ব্লক প্রশাসন বা স্থানীয় বিধায়ক পিএফের আবেদনপত্রে সই করেন। তোর্ষা দলসিংপাড়া চা বাগানে শিবির করা হয়েছে শ্রমিক সহায়তার জন্য।

ভুয়ো শংসাপত্র যাচাই নিয়ে বিকাশের জবাব, ‘জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। গ্রাম পঞ্চায়েত আর পুরসভা তথ্য যাচাই করে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র আবেদনকারীর হাতে তুলে দেয়। তাহলে দায় কার? জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র ছাড়াও তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করছে তৃণমূল পরিচালিত বিভিন্ন বোর্ড। আসলে অন্য কোনও ইস্যু পেয়ে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।’

অন্যদিকে প্রকাশের সাফ বক্তব্য, বিশাল দালালচক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একযোগে পিএফ দুর্নীতি চালাচ্ছে। বিধায়ক সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কীভাবে একজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে চালানোর চেষ্টা করলেন। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হবে।

সাড়ম্বরে চড়কমেলা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৪ এপ্রিল : সোমবার চড়কমেলায় মাতল আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকা। কামাখ্যাগুড়ি চড়কতলায় ৮৩তম চড়কমেলা অনুষ্ঠিত হল। এই চড়কমেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখানো হয়। নববর্ষের আগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ভালো বেচাকেনা করেন।

সন্ধ্যা থেকেই কুমারগ্রামের একাধিক চড়কমেলা প্রাঙ্গণে উৎসাহী মানুষের ঢল নামে। পুখারিগ্রামের সুরেশপল্লি ও বড়ুয়াপাড়া, উত্তর হলদিবাড়ির হরিবাড়ি, মধ্য হলদিবাড়ির ডাহারু চৌপথি, দক্ষিণ হলদিবাড়ি, এন্ডিবাড়ি, বিডিও অফিসপাড়া, কাটাবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় একদিনের মেলা বসে।

শালকুমারহাট এলাকায় সব থেকে বড় চড়কের মেলা হয় কলাবাড়িয়া মৌজার পানদোকান এলাকায়। সেখানে এদিন আটজনকে বড়শি গেঁথে চড়কে ঘোরানো হয়। এছাড়াও মুন্সিপাড়ায় এক মহিলা সন্ন্যাসীকে চড়কে ঘোরানো হয়। প্রধানপাড়া, নতুনপাড়াতেও এদিন চড়কের মেলা জমে ওঠে। পাতলাখাওয়া ঘাটপারেও চড়কমেলায় ব্যাপক ভিড় দেখা গিয়েছে।

শিক্ষকদের পদযাত্রা। সোমবার আলিপুরদুয়ারে। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চাকরিহারাদের পাশে বাম-বিজেপি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা সোমবার নাগরিক পদযাত্রার ডাক দিয়েছিলেন। সেখানে কালো ব্যাজ পরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছাড়াও হাঁটল কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্ল্যাকার্ড এবং ফেস্টুন হাতে চাকরিহারাদের মিছিলে শামিল হন বাম এবং বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ছিল প্রবীণ নাগরিক সংগঠন থেকে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও। শুধু দেখা মিলল না তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাউকে।

এই ইস্যুতে শাসকদলকে তোপ দাগলেন বিরোধীরা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সহ সভাপতি কাকলি ভৌমিকের কটাক্ষ, ‘শাসকদলের নেতাদের হাত ধরে এসব দুর্নীতি হয়েছে। তাই মিছিলে হাঁটার সাহস তাঁদের নেই।’ এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের তরফে আয়োজিত পদযাত্রাটি শুরু হয় কলেজ হল্ট থেকে। শেষ হয় আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে। মিছিলের মাঝে আলিপুরদুয়ার পার্ক রোড সংলগ্ন আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান চাকরিহারাদের প্রতিনিধিরা। এদিকে, মিছিলের জেরে চৌপথিতে আধ ঘণ্টার ওপরে পথ অবরোধ হয়।

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি ফেরত সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয় এদিনের পদযাত্রায়। সেইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার দাবিও উঠেছে। আয়োজক সংগঠনের আলিপুরদুয়ার শাখার তরফে মৌমিতা পাল বলেন, ‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের চাকরি সসম্মানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এদিনের পদযাত্রা। আমাদের ডাকে প্রায় সকলেই সাড়া দিয়েছেন। ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ সহ যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হোক।’

পর্ষদের দুর্নীতির দায় কেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিতে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। স্যর-ম্যামদের স্কুলে ফেরাতে বক্তব্য রেখেছিল পড়ুয়ারা। সুকান্ত হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রিম্পা দেবনাথ বলে, ‘স্কুলে অঙ্ক এবং সংস্কৃতের শিক্ষকরা নেই। তাতে পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে। তাই তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক।’

চাকরিহারাদের ডাকা

দেখা নেই তৃণমূলের

অরাজনৈতিক মিছিলে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের দেখা গেলেও তৃণমূলের বড় নেতৃত্বকে দেখা যায়নি কেন? তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি ভাস্কর মজুমদার বলেন, ‘চাকরিহারাদের আন্দোলনকে আমরা নৈতিকভাবে সমর্থন করি। তবে বাম-বিজেপির সঙ্গে আমরা পথে হাঁটতে পারব না।’

চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পথে হাঁটলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জেলা সম্পাদক পিরাজ কিরণ। তিনি বলেন, ‘শিক্ষকদের নৈতিক আন্দোলনে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস কেন মিছিলে ছিল না, সেটা তাঁদের রুচির বিষয়।’

বাংলা বর্ষবরণে রাজবংশী প্রথায় নানা লোক অনুষ্ঠান

মাটিয়া খেলার ঐতিহ্য

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৪ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে ‘মাটিয়া খেলা’ দিয়ে নববর্ষ শুরু হয়। তবে এই খেলার একটি বিশেষত্ব আছে। শালকুমারহাট ছাড়া উত্তরবঙ্গের কোথাও এই খেলা দেখা যায় না।

কী এই মাটিয়া খেলা? এক মাস ধরে চড়কের প্রস্তুতি চলে। তবে ওই এলাকায় পয়লা বৈশাখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদল তরুণ গ্রামের মঙ্গলকামনায় মাটিতে বসে, শুয়ে ঢাকের তালে প্রার্থনা করেন। মাটিতে জল ফেলে দেওয়া হয়। সেই কাদাজলে কোথাও আধ ঘণ্টা, কোথাও এক ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা চলে। এই প্রার্থনাই হল মাটিয়া খেলা। প্রধানপাড়ার মাটিয়া খেলার কার্যকর্তা পুণ্যদেব রায়ের কথায়, ‘মাটি আমাদের কাছে সবকিছু। তাই মাটিতে শুয়ে, বসে, গড়াগড়ি দিয়ে মাটিয়া খেলা চলে। যার মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়।’

মঙ্গলবার শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া, কলাবাড়িয়া, কালীবাড়ি, সিধাবাড়ি ও ভান্ডানিরহাট সহ নানা জায়গায় সর্বজনীন মাটিয়া খেলায় হাজার হাজার মানুষ শামিল হবেন। কলাবাড়িয়ার আরেক কার্যকর্তা অরবিন্দ রায় বলেন, ‘এটাই হল শালকুমারহাটের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও নিজস্ব ঐতিহ্য। আধুনিক যুগে পুরোনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবীণদের পাশাপাশি শিক্ষিতরা এখনও শামিল হন।’

শালকুমারহাটের মানুষ এখনও লোকসংস্কৃতিকে আগলে রেখেছেন। বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে প্রথমটি হল মাটিয়া খেলা। স্থানীয় বাসিন্দা ভরত রায়ের বক্তব্য, ‘আমাদের এই ঐতিহ্য অনেক পুরোনো। তাই এখনও মাঝবয়সিদের পাশাপাশি তরুণ ও কিশোররা এই খেলায় শামিল হন।’

বিষুয়া পার্বণে ভেষজ পরিচয়

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : কুমারিলতা, তিতবেগুন-এই শব্দগুলো যে গাছের নাম সেটা জানা ছিল না ফালাকাটার স্কুল পড়ুয়া দেবা বর্মন, মিঠু রায়দের। সোমবার চৈত্র সংক্রান্তির দিন ওরা সেইসব ভেষজ উদ্ভিদকে চেনার সুযোগ পেল। সেই সুযোগ এনে দিল রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিষুয়া বা বিষুমা পার্বণ। সোমবার বিষুয়া পার্বণের জন্য নানা গাছ, পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে কুমারিলতাদের সম্পর্কে জানল দেবারা।

গাছের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেবা বেশ খুশি। সে বলল, ‘প্রতি বছর এই দিনটিতে বাড়িতে এসব গাছের পাতা দেখি। এতদিন জানতাম না কোন গাছ থেকে এই পাতাগুলো আনা হয়। এদিন বাবার সঙ্গে গিয়ে সেই গাছগুলি চিনলাম ও তাদের নাম জানলাম।’

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা বছর শেষের দিন বিষুয়া পার্বণের ঐতিহ্য বহু পুরোনো। এদিন সকাল থেকেই রাজবংশী পরিবারগুলি বিস্তি, পানিমুথারি, কাটাবেত, নিমপাতার মতো কয়েকটি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলিকে ছোট ছোট ভাগ করে রসুন, পেঁয়াজের সঙ্গে বেঁধে ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দেয়। পাশাপাশি তুলসীতলায় বেঁধে রাখারও নিয়ম রয়েছে। রাজবংশীদের ধারণা, এতে অপদেবতা ভয় পায়। আবার কারও মতে, বিষাক্ত পোকামাকড় আটকাতেই এসবের প্রচলন শুরু। এদিন ভাতের পরিবর্তে প্রতি বাড়িতে ভাজাভুজি খাওয়ার চল রয়েছে।

এই রীতি প্রচলনের পিছনে কারণ যেটাই হোক না কেন এদিন দেবা, মিঠুরা জানল নিজেদের মাতৃভাষায় কুমারিলতাকে পানিমুথারি ও তিতবেগুনকে বিস্তি বলে। এদিন দেবা তার বাবা শংকর বর্মনের সঙ্গে পারপাতলাখাওয়ায় যায় ওইসব ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহে। শংকরের কথায়, ‘সংক্রান্তিতে এই রীতি আমরা বহুদিন পালন করে আসছি। এদিন ছেলেকে গাছগুলো চিনিয়ে দিতে নিয়ে যাই।’

শিশাগোড়ের গণেশ বর্মন নামে এক অভিভাবক জানালেন, নতুন প্রজন্মের পক্ষে এই সব গাছপালা না চেনাটাই স্বাভাবিক। উৎসবের মধ্যে দিয়ে ওদেরকে তাই চেনানোর চেষ্টা করা হয়। কালীপুরের খুদে মিঠুও গাছ চিনে অনেক খুশি। সে জানিয়েছে, আগামী বছর নিজেই গিয়ে ওই লতাপাতা সংগ্রহ করতে পারবে।

চড়কপুজোর সন্ধ্যায়। সোমবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চড়কের মাঠে লোক টানল মেলা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : মহাদেবায়ও সেবায়তে... তারকেশ্বরও সেবায়তে...কাশী বিশ্বনাথও সেবায়তে...

এভাবে মহাদেবের নাম নিয়ে বাঁশের তৈরি উঁচু মাচা থেকে নীচে বঁটি-কাটারির ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ছেন সন্ন্যাসীরা। আর অদ্ভুত কৌশলে ধারালো বঁটি-কাটারির ওপর পড়েও অক্ষত শরীরে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াচ্ছেন তাঁরা। এই দৃশ্য দেখতে সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিএমসি ক্লাবের মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন শহরের কচিকাঁচা থেকে বধূ, বয়স্করাও।

কেবল বিএমসি ক্লাবের মাঠে নয়, সেইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ-২ অঞ্চলের সুপারি বাগান কলোনির শহিদ বাদল সংঘের উদ্যোগে চড়ক উৎসব ও তাকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। চড়ক উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তবে চড়কপুজো দেখতে যতটা না ভিড়, তার থেকে বেশি ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে মেলায়। চড়কপুজোর জায়গায় একটু সময় কাটিয়েই শহর ও জংশন এলাকা থেকে আসা দশরনার্থীদের অধিকাংশ চলে যাচ্ছিলেন মেলার দিকে। মেলায় এসেছিলেন নির্মল রায় নামের এক শহরবাসী। বললেন, 'চড়কপুজো আজও সবার কাছে সমান জনপ্রিয়। চড়কপুজো তো দেখবই, সেইসঙ্গে মেলাতেও ঘুরব।'

চড়কপুজোর ঐতিহ্য বহু পুরোনো হলেও বঁটি ঝাঁপ বা কাঁটা ঝাঁপের মতো প্রথা সহ চড়ক-গাজনের নানা দৃশ্য আজও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। শহিদ বাদল সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত চড়ক মেলাটি আগে একদিনেই শেষ হয়ে যেত। তবে গতবছর থেকে সময়সীমা বাড়িয়ে দু'দিন করা হয়েছে। শহিদ বাদল সংঘের সম্পাদক গোবিন্দ দাস জানালেন, ৭৫ থেকে ৮০ বছর ধরে এখানে এই চড়ক উৎসব ও মেলা আয়োজিত হচ্ছে। এবছর প্রায় দেড় হাজার স্টল বসেছে মেলার মাঠে।

এদিকে, শহরের বিএমসি ক্লাবের মাঠে মেলা ও পুজো উপলক্ষ্যে পুরসভার পক্ষ থেকে জলের গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে অবশ্য একদিনের জন্যই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। মেলা উপলক্ষ্যে এদিন গৃহস্থালীর বিভিন্ন সামগ্রী, প্রসাধনী সামগ্রী, বাচ্চাদের পুতুল সহ বিভিন্ন খেলনা, টাকা জমানোর মাটির ঘট সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর দোকান বসেছে সেখানে। মেলায় এসেছিলেন শ্যামলী দাস। বললেন, 'প্রতি বছর চড়ক উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা এখানে আসি। সন্ন্যাসীদের খেলা দেখার পর কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি যাব।'

এদিন মেলায় আসা দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। ফলে চড়ক মাঠে যাওয়ার রাস্তায় যানজট লেগে যায়। চড়ক উৎসব উপলক্ষ্যে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে তার জন্য আলিপুরদুয়ার থানা ও জংশন থানা থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

গবেষণার দরজা খুলবে কলেজ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : ডুয়ার্সের কৃষ্টি, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে এখানকার বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে বৈচিত্র্য লুকিয়ে, তা সংরক্ষণ করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ। সেই কলেজেই গড়ে তোলা হবে 'সেন্টার ফর দ্য ডুয়ার্স স্টাডিজ' নামে গবেষণা বিষয়ক সংগ্রহশালা। তাতে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া হবে। ২২ এপ্রিল এই সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এই গবেষণা বিষয়ক সংগ্রহশালার মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। আর ডুয়ার্সের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এই গবেষণার কাজ কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার জন্য আমরা শহরের বিশিষ্টজনদের পরামর্শ নেব।'

নামে ডুয়ার্স থাকলেও, তাদের কাজ কেবল ডুয়ার্সের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিশ্বের বিভিন্ন জনজাতির বিপন্ন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেও তারা উদ্যোগী হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই ধরনের গবেষণামূলক কাজে যাঁদের দক্ষতা রয়েছে, ইতিমধ্যেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই কাজের জন্য একটি অ্যাডভাইজারি বোর্ড তৈরি করা হবে।

কৃষ্টিরক্ষায় উদ্যোগ

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেই বোর্ড বা উপদেষ্টা পর্ষদে থাকতে সম্মতি জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাজ্যের ব্রিজওয়াটার বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডায়না ফক্স এবং নিউ জার্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম ওয়াস্টারম্যান। থাকবেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিতকুমার চৌধুরী, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

কীভাবে কাজ করবে এই সেন্টার? বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে। তাহলে সহজেই বিশ্বের দরবারে পৌঁছানো যাবে বলে মনে করছেন তাঁরা। এছাড়াও ডুয়ার্সের আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন সাহিত্যকীর্তির মাধুর্য বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই গবেষণা বিষয়ক সংগ্রহশালায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও অংশ নিতে পারবেন। এছাড়া পড়ুয়াদের এর সঙ্গে যুক্ত করতে কলেজের তরফে ইন্টার্নশিপ ও পরিবেশ বিদ্যার প্রোজেক্টের মাধ্যমে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংরক্ষণের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। খরচ মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া হবে।

অর্থাভাবে আটকে চিকিৎসা

রাঙ্গালিবাজনা, ১৪ এপ্রিল : শুক্রবার রাতে বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোডের ডক্টর কোঠিতে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন শিশুবাড়ির বাসিন্দা মনোজ দাস (৩৫) ও সঞ্জয় বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মনোজ মারা যান। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন সঞ্জয়।

এদিকে, চিকিৎসার খরচ জোটাতে বিপাকে পড়েছেন তাঁর বিধবা মা চরণদাসী বিশ্বাস। ওই মহিলা একজন দিনমজুর। চরণদাসীর কথায়, 'আমাদের পরিবারের অবস্থা দিন আনি দিন খাই। ইতিমধ্যেই ছেলের চিকিৎসায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছে। আমার কাছে আর এক টাকাও নেই। এদিকে ছেলের অপারেশনে কয়েক লক্ষ টাকা প্রয়োজন।' সঞ্জয়ের পড়শি ছোটন সূত্রধর জানান, মাথায় আঘাত লেগে সঞ্জয়ের খুলির একাংশ ভেঙে ভেতরে ঢুকে রয়েছে। এজন্য অপারেশন করা প্রয়োজন। আরেক পড়শি সাগর শা জানান, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি সঞ্জয়কে সাহায্য করতে চান তাহলে 9037436807- এই নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন তিনি। এটি সঞ্জয়ের ভাই কৃষ্ণর নম্বর, যিনি কেরলে দিনমজুরের কাজ করেন, দাদার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

গ্রাম চলো অভিযানে পদ্ম

কুমারগ্রাম, ১৪ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের আগে গ্রামবাসীদের কাছের মানুষ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে এখন মরিয়া বিজেপি কার্যকর্তারা। আর এজন্য প্রয়োজন নিবিড় জনসংযোগ। সে কারণেই 'গ্রাম চলো অভিযান' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে গেরুয়া শিবির।

আগামী ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল, এই তিনদিন ধরে জেলার ৬টি ব্লকের ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি পালন করবে বিজেপি। সেইমতো জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এক-একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কয়েকটি শক্তিকেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে কর্মসূচি সফলের দায়িত্বও ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে এখন প্রতিটি মণ্ডলে চলছে প্রস্তুতি বৈঠক। ভোটের রাজনীতির কথা বিজেপি নেতারা সরাসরি স্বীকার না করলেও এই জনসংযোগ কর্মসূচি যে আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা রাজনীতি করি না। সাধারণ মানুষের স্বার্থেই আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি। সেই কারণেই প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে বনবস্তি, চা বাগান, দুর্গম গ্রামের বাসিন্দাদের নানা সমস্যা শুনে সেসব সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

বিজেপি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের উপভোক্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে দেখা করা, গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে

> প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে বনবস্তি, চা বাগান, দুর্গম গ্রামের বাসিন্দাদের নানা সমস্যা শুনে সেসব সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাব।
>
> **মিঠু দাস**
> জেলা সভাপতি, বিজেপি

গ্রামসভা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বুথ বৈঠক করে ভোটারদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনবেন দলের নেতারা।

দলীয় কর্মসূচি সম্পর্কে বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, 'জেলার প্রতিটি গ্রামে বিজেপি কার্যকর্তারা যাবেন। গ্রামেই সারাদিন থাকবেন। এলাকার বিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মন্দির, জলাশয়, রাস্তাঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজে আরও গতি আনবেন।' আদপে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে জনসংযোগ বাড়াতেই টানা তিনদিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে। এই কর্মসূচিকে হাতিয়ার করে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থীরা যে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জয়ী হবেন, সেই আশায় রয়েছেন মিঠু।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ বৈশাখ ১৪৩২

ভাবের ঘরে চুরি

লাথি হজম করতে হয়েছে শিক্ষকদের। কিন্তু অন্তত যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়া নিশ্চিত হয়নি। শুধু আশ্বাসে চিঁড়ে ভেজে না। গোড়ায় যে গলদ। যে কারণে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে ধোঁয়াশার শেষ নেই। যোগ্যদের তালিকা শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি স্কুল সার্ভিস কমিশনের। অথচ আদালতে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করে দিতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছিল। কাঁকর আলাদা করা যায়নি বলেই তো আদালত বস্তা ধরে চাল ফেলে দিল।

তাহলে যোগ্যদের এই তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়! যে তালিকার ওপর ভিত্তি করে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করেছে আদালত, তার সঙ্গে এই তালিকার কী ফারাক? পার্থক্য যদি না থাকে, তবে সেই তালিকা ধরে চাকরি ফেরানো তো সম্ভবই নয়। আইনি বাধা না থাকলে ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ করার আশ্বাস দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী। যে ইমেজ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে জানিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

তাহলে এখন কমিশন সেই ইমেজ কোথা থেকে পাচ্ছে? যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, যে ইমেজ সিবিআই উদ্ধার করেছিল, সেটাই প্রকাশ করা হবে। আদালত কিন্তু সিবিআইয়ের পেশ করা মিরর ইমেজের ভিত্তিতে যোগ্য-অযোগ্যের ফারাক করতে পারেনি। স্কুল সার্ভিস কমিশন বা শিক্ষা দপ্তর ফের সেই ইমেজকে সামনে আনলে সুপ্রিম কোর্ট কেন তাতে মান্যতা দিতে যাবে? প্রশ্ন ও ধোঁয়াশা অনেক। কিন্তু সেসবের স্পষ্ট উত্তর বা ব্যাখ্যা নেই।

সন্দেহ ওঠা তাই স্বাভাবিক, সরকারের কি সত্যিই কিছু করার আছে? যদি না থাকে, তবে শুধু স্তোকবাক্যে ভোলানো হচ্ছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের? রাগে, ক্ষোভে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। লাথি মেরে সেই আন্দোলন দমনের চেষ্টা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্বীকার করেছেন, ভুল হয়েছে। কিন্তু এ তো শুধু ভুল নয়, অন্যায়। আইনে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার বিধান আছে।

শিক্ষকদের লাথি মারার অন্যায়ের বিচার তো হল না। বলা হল, পুলিশি তদন্ত হচ্ছে। কিন্তু সেই তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে কি না, হলে সেই তদন্তে কী পাওয়া গেল, কাকে দোষী মনে করা হচ্ছে ইত্যাদি সবকিছুই ধোঁয়াশার আস্তরণে ঢাকা। ফলে পদাঘাতের বিচার শিক্ষকরা পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই গিয়েছে। লাথিতে অসম্মানিত তো হয়েছেন, এখন চাকরি নিয়েও ঘোর অনিশ্চয়তায় ওই শিক্ষকরা।

অথচ আশ্বাস ও পদক্ষেপের মধ্যে ফারাক ধরা পড়ে যাচ্ছে সাদা চোখে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে দু'বার দুই চাকরিপ্রার্থীর তথ্য জানার আইনের ভিত্তিতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নম্বর জানিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বলা হচ্ছে, কমিশনের নিজস্ব ডেটা বেসে সেই তথ্য ছিল। তাহলে আদালতে কেন স্কুল সার্ভিস কমিশন দাবি করেছিল যে, ওএমআর শিট বা মিরর ইমেজ কোনওটিই তাদের হাতে নেই।

সেই দাবির জন্যই তো যোগ্য-অযোগ্যের ফারাক করতে না পেরে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালে কমিশনের নিয়োগের পুরো তালিকাটাই বাতিল করে দিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরে দু'দিন আগে কমিশনের পাঠানো তালিকাটা নিয়ে তাই সংশয় জাগে, এটাও কি চাকরিচ্যুতদের স্তোক দেওয়ার প্রয়াস? সুপ্রিম কোর্ট চাকরি বাতিল করলেও শিক্ষা দপ্তর যে কাউকে বরখাস্ত করল না, তাকে চাকরিচ্যুতদের কাছে ভালো থাকা যাবে।

তাতে কি কারও চাকরি রক্ষা হবে? মাইনেটা দিতে পারবে তো সরকার? আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠলে নতুন করে কি বিড়ম্বনা বাড়বে না চাকরিচ্যুতদের? কোনও আইনি সুযোগ যদি না থাকে, তাহলে শিক্ষকদের আশ্বাস শোনানোর পিছনে অসন্তোষ ঠেকানোর চেষ্টা ছাড়া আর কী থাকতে পারে! তাতেও কি শেষরক্ষা হবে? আইনে তেমন কোনও বিধান এখনও কেউ বলতে পারছে না। ফলে যা হচ্ছে, তা ভাবের ঘরে চুরি বলে মনে হচ্ছে।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে– যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

–স্বামী বিবেকানন্দ

বড়রা যেন সত্যিকারের বড় হই এবার

নতুন বছরে বাঙালির কী প্রার্থনা হতে পারে? শ্রদ্ধা করার মতো, অনুসরণ করার মতো মানুষ কমে আসছে কেন ক্রমশ?

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে লিখতে বসে মনে হয় আসলে চাওয়ার তো ছিল অনেক কিছুই, সারা বছরজুড়ে অসংখ্য না-পাওয়াগুলো লেখার ছিল। ব্যক্তিগত প্রত্যাশার কথা নয়, তা লেখার জন্য সমাজমাধ্যমের দেওয়ালই যথেষ্ট। বৃহত্তর প্রত্যাশাগুলোই, যা পরোক্ষে অবশ্যই ব্যক্তিজীবনে গভীর প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণও। কিন্তু এত ঘটনাবহুল দিনকাল, উত্থানপতনের অস্থির সময়ে সেই বিষয়গুলোই প্রধান হয়ে উঠে আসছে চিন্তায়।

আমরা কেউই বোধহয় খুব স্বস্তিতে নেই। কবে ছিলাম জানিও না। মহামারির থাবা এড়িয়ে যে সব ভাগ্যবান এই পৃথিবীতে বেঁচে গেলাম, কেউ স্বজনবন্ধু আত্মীয় হারানোর দগদগে ক্ষত বুকে নিয়ে, কেউ মৃত্যু এড়িয়েও শরীরে বিষাক্ত ছোবল নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে, কেউ বা কর্মহারা আশ্রয়হারা পরিবারহারা হয়ে, তাদের মনে হয়েছিল একবার এই সংকট কেটে গেলে, আবার সুস্থ বাতাসে শ্বাস নেওয়ার আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেলে কতকিছু করে নিতে হবে।

এ পৃথিবী সমাজ পরিবার বেঁচে থাকা বড় সুন্দর আসলে। সব আবার আগের মতো হোক– "স্বাভাবিক" হোক, এই প্রার্থনা সদ্য অতীত দুটি বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালেই আমাদের ছিল। খুব অল্পদিন আগের কথা সে সব। স্মৃতিতে টাটকা। অথচ আমরা দেখলাম মহামারি দুর্যোগের থেকেও ভয়ানক আসলে আমরাই, এই মানুষ নামধারী প্রাণীটি ও তাদের কার্যকলাপ।

আমাদের না তো আছে অন্যায়ের সীমা পরিসীমা, না লজ্জা, না ঘেন্না, না সংকোচ না মান না হুঁশ। তাই বিপন্নতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শুধু পারস্পরিক আক্রমণ, কাদা ছোড়াছুড়ি, নিজ উদ্দেশ্যসাধনে বৃহত্তর সমাজকে বিপদে ঠেলে দেওয়া। খুব চেয়েছি প্রতিবার, যেন ছেলেমেয়েগুলোর ভালো রেজাল্ট হয়, যেন কর্মসংস্থান হয়, যেন ঘুম থেকে উঠে কেউ না জানে, হঠাৎ তার মাথার ওপরের ছাদটা নেই, পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। যারা কাজের জায়গায় শ্রমের বিনিময়ে সমতা পায় না, তাদের সুদিন যেন আসে। যে খেতে পায় না সে দু'মুঠো ভাত পাক, যে ভাতটুকু পায়, তার পাতে ব্যঞ্জন বাড়ুক। স্কুলগুলোতে ডিজিটাল ক্লাস হোক। বাচ্চাগুলো স্কুলে আসুক পরিবারের বাধা পার করে, প্রতিবন্ধকতা পার করে। ঘরের ছেলেটা নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোক, পাশের বাড়ির মেয়েটাও যেন স্বাবলম্বী হয়।

এই চাওয়াগুলো প্রতিবারের মতো এবারেরও। কিন্তু কোথায় যেন অস্বস্তি, গলার কাছে আটকে থাকা বাষ্প আর আশঙ্কা। যার নাম অনিশ্চয়তা। বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা জন্মমুহূর্তেই বাতিল হয়ে যায়, সবার। কিন্তু বেঁচে থাকাকালীন যা কিছু, তারও কিছু সাধারণ নিশ্চয়তার দাবি থাকে। আমরা বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভয় পাই হারিয়ে ফেলায়। তা কাজ, প্রিয়জন, সম্পর্ক, আস্থা, বিশ্বাস, সম্মান, জীবন যৌবন যাই-ই হোক না কেন। তাই বারবার এগুলোকে নিশ্চয়তা দানের লড়াইয়ে নামি, জীবনভর। আর এগুলোর কোনও একটা হারালেও স্থিতাবস্থা টালমাটাল হয়। সেটা যদি খুব বড় মাত্রায় চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায়, তখন যে বিপন্নতা কাজ করে, তা আসলে একরকম অসহায়তা। এই অসহায়তার সামনে দাঁড়িয়ে সংবেদনশীল নাগরিক কখনও ক্ষুব্ধ হন, কখনও বিরক্ত, কখনও আগ্রাসী, কখনও পলায়নবাদী।

এর কোনওটাকেই কোনও রাষ্ট্র-যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আসলে।

প্রত্যাশার কথায় এত শিবের গীত গাওয়ার কারণ একটাই, নাগরিকের জীবনের বা রুটিরুজির নিশ্চয়তা বিপন্ন না করার দায় যেন রাষ্ট্র নেয়, এটাই খুব বেশি করে চাই এই মুহূর্তে। নানারকম নীতি দুর্নীতির জাঁতাকলে নাগরিক কখনও হারাবে তার পুঁজি, কখনও আবার স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিরাট এক অর্থনৈতিক শৃঙ্খল বারবার ভেঙে পড়বে অনেক গভীর অবধি। এ কিন্তু প্রার্থিত নয় একেবারেই। জটিলতা ক্রমশ এমন জালের আকার নেবে, যার থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে হাহাকার করবে শিক্ষিত মেধাবী ন্যায্য পথে চলা নাগরিক। এর দায় নিতে হবে প্রত্যেককেই। বড় বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়ানোর আগে সতর্ক হই যেন আমরা যে কোনও সমস্যার শুরুতেই। হাসি ফুটুক পরিবারগুলোর মুখে আবারও, এই চাওয়ার কাছে বাকি সব ম্লান। বেসরকারি ক্ষেত্রে আচমকা কর্মচ্যুত হওয়ার ঘটনা বা যন্ত্রণা নিছক কম না হলেও স্থায়ী চাকরি হারানোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর, সিস্টেমের শিকার হয়ে যাওয়া মানুষগুলির বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাসও। রাজনীতির তুখোড় ছকের শিকার হয়ে যান যাঁরা, সমাজপতিদের ইগোর লড়াইয়ের বলি হয়ে সর্বস্বান্ত হন যাঁরা, তাঁদের জন্য আশার সূর্য উঠুক, এই প্রার্থনা।

এই সময়কালে দাঁড়িয়ে কী ভূমিকা হতে পারে সমাজের সেইসব মানুষের, যাঁরা সুকুমারবৃত্তির চর্চা করেন, যাঁরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কোনও বার্তা দিতে চান? তাঁরা কেউই আসলে এই সমাজ বদলের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা রাখেন না। যা রাখেন, তা হল, ভরসার সহমর্মিতার আর আশার হাত বাড়ানোর ক্ষমতাটুকু। সেই হাতে যেন কোনও কাদা বা অস্ত্র না থাকে। যেন না থাকে সম্প্রীতি-ঐক্য-সংহতি নষ্ট হওয়ার মতো সামান্যতম প্রচেষ্টা। যে আমি অস্ত্র হাতে মারতে উদ্যত আর যে আমি মরে যাচ্ছি প্রতিরোধহীন, দুই-ই আসলে ব্যবহৃত হচ্ছিল বারবার, নেচে চলেছি কোনও পুতুলনাচের পুতুল হয়ে। আমার এই দেশ, এই রাজ্য যেন জল্লাদের হত্যামঞ্চ না হয়ে ওঠে আর, প্রার্থনা করি অন্তর থেকে। উসকানিমূলক আচরণ বা মনোভাব যে কোনও শান্ত পরিস্থিতি ধ্বংস করার জন্য বিপজ্জনক। এত অবিশ্বাসের পরিবেশ তো চাই না আমরা কেউই।

শ্রদ্ধা করার মতো, অনুসরণ করার মতো মানুষ কমে আসছে কেন ক্রমশ? যে শিশুদের সামনে গিয়ে প্রতিদিন দাঁড়াই, শিশুমুখগুলোর ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে ওঠার সাক্ষী থাকি বছরের পর বছর, ভয় হয় তাদের শিক্ষক হিসেবে কখনও আমাদের লজ্জিত হওয়ার অবকাশ আসবে না তো? শেখাতে পারছি কি সত্যিই আমরা কিছু, না কি আমরা বড়রাই যেভাবে চলছি, বলছি, বাঁচছি, তারই কুপ্রভাব গেঁথে যাচ্ছে শিশুমনের গভীরে? নিজেদের মনের দানব প্রবৃত্তি দমনের উদাহরণ সবাই রাখতে পারব তো তাদের সামনে? যেন পারি, যেন পেরে উঠি আমরা। বড়রা যেন সত্যিকারের বড় হই এবার। মানুষ হও বলে আশিস রাখার মুহূর্তে যেন নিজের আরও মানবিক হয়ে ওঠার পথগুলো খোলা রাখি। একটু কম জাজমেন্টাল হই। একটু বেশি সহনশীল। একটু না হয় বেশি শুনি, কম বলি—পাশের মানুষের কথাগুলো। সম্পর্কগুলোকে একটু সম্মান সৌজন্য আর শ্রদ্ধায় রাখি না হয়!

নিজের পছন্দমতো কথা না হলেই চলতি ভাষায় "খাপ বসানো"থেকে দূরে থাকি। স্পষ্ট চোখে চোখ রেখে বলা কথায় সন্দেহ মিশিয়ে "কোন দল তুমি কোন দল" বলে কোন্দলে মেতে ওঠা এই সমাজ সবরকম চশমা সরিয়ে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার মতো স্পেস যদি পায় কখনও, তবে কেমন হত তুমি বলো তো! কোনও স্বার্থ ছাড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেকে তথাকথিত কোনও বন্ধুমুখ আঙুল তুলে চিহ্নিত করে একঘরে করে দেওয়ার খেলাটা থামাক। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সত্যিই আমরা সবাই মানুষের দলে, আর কিছু নয়। শঙ্খ ঘোষকে মনে পড়ে অস্বস্তি হয় বড়।

বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে /আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে/ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন /করো তুমি কোন্ দলে/

পুলিশের গুলিতে যে পাথরে লুটোয় তাকে /টেনে তুলবার আগে জেনে নাও দল/তোমার দুহাতে মাখা রক্ত কিন্তু বলো এর /কোন্ হাতে রং আছে কোন্ হাতে নেই/...............

বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও /প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল/

আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে কানে কানে /প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল/

রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে/ প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল"।

মনে পড়ে আর লজ্জা করে।

এই অস্বস্তিটুকুর কাছেই, এই লজ্জায় অধোবদন হওয়ার কাছেই নতুন বছরের চাওয়াপাওয়াটুকু তোলা থাকল।

(লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, শিক্ষক)

আজ

১৪৫২

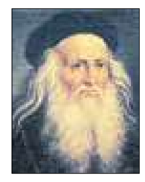

চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জন্ম আজকের দিনে।

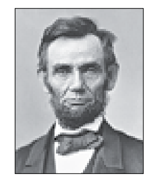

১৮৬৫

আজকের দিনে নিহত হন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন।

আলোচিত

তৃণমূলের দালালরা দিল্লি যাচ্ছে। মেহবুব বলে ছেলেটা নিয়ে যাচ্ছে, যে কিনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দনা করছিল। ওসব ড্রামাবাজি জানা আছে। দিল্লি পুলিশের লাঠির সাইজ ৮ ফুট। চাকরিহারাদের সমাধান তো মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। উনি কোর্টকে বলুন, এই নিন যোগ্যদের তালিকা।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ক্লাসরুমের দেওয়ালে গোবর লেপছেন দিদিমণি। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রানি লক্ষ্মীবাই কলেজের প্রিন্সিপাল। এটি নাকি একটি গবেষণার অংশ। এতে নাকি ট্র্যাডিশনাল উপায়ে ক্লাসরুম ঠান্ডা রাখা যায়।

ভাইরাল/২

দুই বন্ধু। সন্দীপ সাহা, সুলেমান শেখ। দুজনে স্কুল ইউনিফর্মে। এক থালায় ভাত মেখে খাচ্ছে। দুজনেই খোশমেজাজে। রাজ্যে ধর্মীয় অশান্তির মাঝে ওদের এক থালায় খাওয়ার ছবি ভাইরাল।

জনমন
জনমত

নববর্ষের প্রার্থনা, শিক্ষকরা যেন চাকরি ফিরে পান

এবারের নববর্ষ এক ভিন্ন বিড়ম্বনাময়, বেদনাদায়ক চালচিত্র বহন করছে। বিগত কয়েকদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে দুঃসহ যন্ত্রণা নববর্ষকে আলিঙ্গন করার পরিবর্তে যেন ক্রমশ দূরে ঠেলে দিয়েছে। সকলের মন আজ ভারাক্রান্ত। মন ভালো নেই সদ্য চাকরিহারা পরিবারের খুদে শিশুটিরও। যে শিক্ষক ও তাঁর পরিবার নববর্ষের আগে দোকান-বাজারে বিকিকিনিতে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরা আজ এক অন্য শোক পালন করে ভালোভাবে বেঁচে থাকার লড়াইতে শামিল হয়েছেন। চাকরিহারা ওই পরিবারগুলোর সঙ্গে পরোক্ষভাবে সমাজের নানান স্তরের মানুষ নির্ভর করে থাকেন, নববর্ষের আগে তাঁদেরও মুখ আজ কেমন যেন শুকনো!

দোকানগুলোতে কেনাকাটার ক্ষেত্রে হঠাৎ করেই যেন সাময়িক মন্দা। চারদিকে কান পাতলেই ইতিউতি নানা গল্পগুজব ছড়িয়ে পড়ছে। অনেকেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে মুখের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করছেন। কিছু অতি উৎসাহী মানুষ শুধু খবর সংগ্রহেই ব্যস্ত। প্রকৃত হৃদয়বান মানুষ যখন কিছু সমবেদনা, সহানুভূতি, সমব্যথী মনোভাব ওই শিক্ষকদের জানাচ্ছেন, ঠিক তার উলটোদিকে কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষ ওঁদের নিয়ে হালকা রসিকতায় মজেছেন। মানুষ গড়ার কারিগর আজ মানুষের দ্বারাই বিদ্ধ।

নববর্ষে সাহিত্যসংস্কৃতি নিয়ে মেতে ওঠা ওই চাকরিহারা শিক্ষকের মনের কলম থেকে আজ কবিতা-আবৃত্তি পাঠ সবকিছুই যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। খাদ্যরসিক বাঙালির প্রতি নববর্ষে ভূরিভোজ সহকারে পেটপুজোর পরিবর্তে ভবিষ্যতের খাদ্য সংস্থানের জন্য চিন্তার ভাঁজ কপালে দেখা দিয়েছে। এ কোন নববর্ষের সকাল!

এবারে নববর্ষ বাঙালির মননে ও চেতনায় যে এই ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটা বোধহয় কেউই স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। তবে যাইহোক না কেন, 'যার সব ভালো, তার শেষ ভালো' - এই ধরে নিয়েই ইতিবাচকভাবে নতুন কর্মসংকল্পের সূচনা হোক এবারের বাংলা নববর্ষের দিন থেকেই। ঘোর অন্ধকার থেকে নতুন স্বপ্নময় আলোর দিশা মিলবেই। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দোলাচল কাটিয়ে 'ওরা' উঠবেই। এই বুকভরা আশা সকলের মনেই বিদ্যমান।

সজল মজুমদার
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

নয়া বছরে চাই না 'ভাল্লাগে না' রোগ

নতুন প্রজন্মের অনেকে ধরে নিচ্ছে, এই 'ভাল্লাগে না' সিনড্রোম থেকে বেরোনোর উপায় নেই তাদের কাছে।

সাহানুর হক

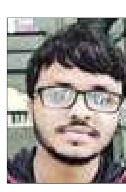

বাসে উঠেই মেয়েটি বান্ধবীকে বলতে লাগল, 'উফ ভাল্লাগে না রে আমার, রোজ ঘুম থেকে উঠে টিউশন, তারপর কলেজ, ফের টিউশন, এই রুটিনের একঘেয়েমি নিতে পারছি না আর। তার থেকে আরেকবার করোনা এলে ভালোই হয়!' প্রত্যুত্তরে অন্য মেয়েটির মাথা নাড়িয়ে একইরকম দীর্ঘশ্বাসে সম্মতি জানানো বাসের কারও চোখের অগোচরে রইল না যেন।

এরকমই আরও এক দৃশ্যের সম্মুখীন সেদিন টোটোতেও। এক তরুণী 'এএনএম কর্মী' তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সেই 'ভাল্লাগে না' বিষয়েই চর্চা করছে। শুনে নতুন বাংলা বছরের আগে উপলব্ধি, সত্যিই যেন বর্তমান প্রজন্ম 'ভাল্লাগে না' রোগেই আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। এই এক সমাজের নতুন রোগ ধরেছেই। ঘুমোতে ভাল্লাগে না, জেগে থাকতে ভাল্লাগে না, খেতে ভাল্লাগে না, ক্লাস ভাল্লাগে না, একা থাকতে ভাল্লাগে না, রিলেশন ভাল্লাগে না, ঘুরতে ভাল্লাগে না, অফিস ভাল্লাগে না ইত্যাদি 'ভাল্লাগে না' রোগে সকলেই আক্রান্ত যেন দিন-দিন।

আসলে এই 'ভাল্লাগে না' বিষয়টি ঠিক কী? ঘেঁটে দেখলে স্পষ্ট দেখা যাবে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অনেকেই জানেই না তারা আসলে ঠিক কী চায়। একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তারা এদিক-ওদিক হলেই। তাদের মন একটুখানি কমবেশিতেই যেন হয়ে ওঠে ভীষণভাবে অস্থির। বিশেষজ্ঞদের কথায় মনের এই অবস্থাকে 'ডিসকমফোর্ট অ্যাংজাইটি' বলে। এই 'ভাল্লাগে না'-এর বিপাকচক্রে পড়ে যেতে হয় অতি সহজেই। এমনকি সামাজিকমাধ্যমে অনেককে তো সগৌরবে প্রোফাইল বায়ো কিংবা পোস্টের সবখানেই 'আমি ভাল্লাগে না রোগী' লিখতে দেখা যায়।

আসলে অনেকে ধরেই নেয় যে এই 'ভাল্লাগে না' সিনড্রোম থেকে বেরোনোর উপায় নেই তাদের কাছে। অথচ মনোবিজ্ঞান নেতিবাচক কোনও কিছুকে কখনও সমর্থন করে থাকে না। আদতে 'ভাল্লাগে না' কোনও রোগই তো নয়। অথচ ধীরে ধীরে এটিই যেন হয়ে উঠছে প্রজন্মের জন্য অদৃশ্য এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারত বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে ১২৬তম সুখী দেশ। পরিসংখ্যানই যেন কথা বলছে প্রজন্মের এই দুরবস্থার প্রসঙ্গে। সুতরাং কাকে দায়ী করব আমরা? দেশ-দশ নাকি সমাজকে?

তার থেকে বরং সবার প্রথমে আপনাকে অর্থাৎ আমাকে অর্থাৎ নিজেকে অর্থাৎ নিজের মনকে জানা ও চেনা খুব জরুরি। তারপর অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা বন্ধ করা দরকার। ব্যাস, এতটুকুতেই যে কেউ অচিরেই এই সিনড্রোম থেকে বের হতে শুরু করেছে। মোদ্দা কথা প্রত্যেকেই যে অবস্থায় থাকি না কেন নিজের অবস্থান সম্পর্কে মনকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে সবসময়। জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করতে পারলেই এই সিনড্রোম থেকে বেরোনোর বর্ণমালা শেখা হয়েছে যে কারও।

অর্থাৎ পড়তে বসলে কষ্ট, বেকার থাকলেও কষ্ট, ব্যবসা করলেও কষ্ট, চাকরি করলেও কষ্ট। সবকিছুরই নিমিত্তে থাকে কষ্ট। কষ্ট আছে বলেই তো সুখের বেলা সবাই মাতোয়ারা। সবটাই মানতে হবে। যে পরিস্থিতি হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখতে হবে। মন কী চায়, তাই করা উচিত প্রত্যেকেরই। নতুন বছরে এই 'ভাল্লাগে না' নামক তথাকথিত রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলা যেতে পারে নিজস্ব আত্মোপলব্ধি।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। এক ধরনের জামা, কামিজ বা কুর্তা ৩। প্রতিকূল পরিস্থিতি, কাঁটা বা বাধা ৫। পরস্পরকে আঁকড়ে বা জড়িয়ে ধরা ৬। মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে যে পাখি ৭। যে ফুল গন্ধ ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ৯। ভীষণ দর্শন দেবী আদ্যাশক্তি বা মহাকালী ১২। টকটকে লাল নয়, একটু লালচে ভাব ১৩। কোনও অপরাধের শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড।

উপর-নীচ : ১। সব সময় বা দিনরাত ২। ভালো নয়, একেবারে তার বিপরীত ৩। শরীরের একটি অঙ্গ যকৃৎ বা লিভার ৪। বন্ধ বা আবদ্ধ অবস্থা, খেলাও হতে পারে ৫। প্রিয়তম, জীবন অথবা আত্মা ৭। সংখ্যা গণনা করা ৮। প্রতি বাড়িতে পূজিত হন যে দেবী ৯। একজন দেবী, ফলও হতে পারে ১০। এক মুহূর্ত বা খুবই অল্প সময় ১১। খোলা, উদার, প্রশস্ত বা মুক্ত।

সমাধান ■ ৪১১৪

পাশাপাশি : ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদম ৬। গলদা ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারা ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

বাঙালির বর্ষবরণের ইতিবৃত্ত

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস বহু পুরোনো। এই ইতিহাস নিয়ে অনেকের মনেই নানা মতভেদ রয়েছে। সেই সমস্ত তথ্যের বিষয়ে আলোকপাত করলেন আনন্দগোপাল ঘোষ

বাংলাদেশে তথাকথিত 'জুলাই বিপ্লব ২০২৪'-এর পূর্ব বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, ইশানবঙ্গ বা বরাকবঙ্গে, গোমতীবঙ্গে বাঙালির বর্ষবরণ নিয়ে প্রজ্ঞাবানরা ও সংবাদ জগতের কুশীলবরা অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ ফিচার লিখেছেন। এই সমস্ত লেখার মধ্যে থেকে যে কথার মান্যতা পেয়েছে তা হল মোগল সম্রাট আকবরের শাসন আমলেই বৈশাখ মাসে বাঙালির নববর্ষ শুরু হয়েছিল। এই অভিমতকে সর্বাংশে না হলেও খানিকটা মান্যতা দিয়ে পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস সাহিত্য, লোকাচারের আলোকে কিছু কথা নিবেদন করছি মনস্ক পাঠকদের বিচারের জন্য। তথাকথিত জুলাই বিপ্লব, ২০২৪ পূর্ব বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব দেখে এ বঙ্গের সারস্বত সমাজের একাংশ এতই উচ্ছ্বসিত যে তাঁরা নববর্ষের নবরূপে প্রকাশের সমস্ত কৃতিত্ব বাংলাদেশকে দিয়েছেন। তাঁদের এই আবেগায়িত মানসিকতাকে আংশিক সমর্থন করেও বলছি, তাঁরা বোধহয় বাঙালির পয়লা বৈশাখের উৎসবের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল নন।

বৈশাখ মাসে বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব পূর্ববঙ্গের, পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের নয়। প্রজ্ঞানাচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি একবার বিজ্ঞান চর্চাকারী রাজশেখর বসুকে বলেছিলেন, 'নববর্ষের উৎসব পূর্ববঙ্গাগত এবং ব্যবসায়ী সমাজের। তাঁদের দেখাদেখি এখানকার সমাজেও এখন প্রথাটি চালু হচ্ছে। আমরা ভুলে গিয়েছি বিজয়া দশমীতেই আমাদের বর্ষারম্ভ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুই বিদ্যাবানই পশ্চিমবঙ্গীয়। এখানে পশ্চিমবঙ্গীয় মানে পশ্চিমবঙ্গ নয়, রায়বঙ্গ।

পুরাণ তথা ধর্মশাস্ত্রে জানা যায় যে সত্যযুগে নববর্ষ শুরু হত বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায়। অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে। ত্রেতাযুগে কার্তিকী শুক্লা নবমী থেকে নববর্ষ শুরু হত। দ্বাপর যুগে ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী থেকে নববর্ষ চালু হত। আর শাস্ত্রানুসারে কলিযুগে নববর্ষ মাঘীপূর্ণিমা থেকে শুরু হওয়া উচিত বলে ধর্মবেত্তাদের একাংশ অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

একথাও ঠিক যে আমাদের দেশে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই নববর্ষের সূচনা হত একটা সময়। গাণিতিক হিসেব মতো অগ্রহায়ণই বাংলা বছরের প্রথম মাস। 'অগ্র' অর্থ প্রথম 'হায়ন' অর্থ বৎসর। কিন্তু বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত বৈশাখী পূর্ণিমা পুণ্যমাস। তাই বৈশাখ থেকেই নববর্ষের গণনা করার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল বলে ধর্মাচার্যদের সিংহভাগ অভিমত দিয়েছেন।

মনসাপুজো রায়বঙ্গে দুর্গোৎসবের মতো পালিত হয়। আবার শীতলাপুজো পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। এটি সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাবে। যেমন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি, পুরুলিয়ার ঝুমুর, বর্ধমানের বোলান, মালদার গম্ভীরা, মুর্শিদাবাদের আলকাপ, দিনাজপুরের খন গান প্রভৃতি। মূলকথা হল নববর্ষ উৎসব পূর্ববঙ্গের উৎসব। চর্যাপদের ঊষালগ্ন থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যাহ্নকালের বাংলার লোকায়ত ও লিখিত সাহিত্য সম্ভার অনুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বর্ষবরণের কোনও প্রয়াসই বাঙালিরা কখনও গ্রহণ করেননি। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যাহ্ন পর্বে অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি-প্রাবন্ধিক-গাল্পিকদের লেখনীতেও বর্ষবরণের কোনও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব অবশ্য উদযাপিত হত সর্বত্র। এটি অবশ্য গ্রামের শ্রমজীবী, কৃষিজীবী তথা নিম্নবর্গের ও বর্ণের মানুষই পালন করতেন। আধুনিক বাঙালি জীবনে বর্ষবরণের প্রচলন ঘটেছিল ব্রাহ্মসমাজের চিন্তক-ভাবুক-প্রচারকদের সনিষ্ঠ উদ্যোগে। সামাজিক সাংস্কৃতিক তাগিদেই ব্রাহ্মসমাজ নেতারা বর্ষবরণ উৎসব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই অভিমত দিয়েছেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বর্ষবরণের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে ব্রাহ্মসমাজ নেতা রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব উন্নতি বিধায়নী সভাই প্রথম ইংরেজ সাহেবদের নববর্ষ পালনের ধাঁচে বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ পালন করা হবে। এই সভা বাঙালিয়ানা ধর্মী আরও কিছু রীতির প্রচলন করেছিলেন। যেমন গুডমর্নিং-এর পরিবর্তে 'শুভরাত্রি' সম্ভাষণের প্রচলন করেছিলেন। যাই হোক, সমকালের তথ্যসূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে মহর্ষি ভবনে পয়লা বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে প্রথম পালিত হয়েছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথম দিনে।

বাংলাদেশের তথাকথিত জুলাই বিপ্লব, ২০২৪-এর উত্তরাধিকাররা কীভাবে ১৪৩২ নববর্ষ পালন করেন, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। এটিই প্রমাণ করবে বাংলাদেশিদের নববর্ষ উৎসব কতটা কৃত্রিম ও আরোপিত, আর কতটা মাটিজাত!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সমীর মৈত্র, সুমনা ঘোষদস্তিদার

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক)

ঝোড়ো হাওয়ার নতুন ছন্দ

চৈত্র বাতাস পিছু ফিরে ডাকে। সব যন্ত্রণাকে বলি সঙ্গে নাও। দুইয়ে মিলে স্বগত প্রসন্নতায় চোখ মেলি। নববর্ষকে নতুনভাবে আহ্বান করলেন মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

রাধা তুলসীর ফিকে সবুজে রোদের টান আর হাওয়ার প্রবল দমকের মাঝখানেই টুপটুপ জল ঝরেই যাচ্ছে ঝারা থেকে। মাটির সে ছোট পাত্রে দুব্বো লাগিয়ে দিয়েছে মা। চৈত্র মাসজুড়ে এই ফোঁটা ফোঁটা জল তুলসী গাছের শরীরকে শুকোতে দেবে না। অন্যদিকে, ছাদের আলসেতে সিমেন্ট অথবা কোথাও কাঠের পাটাতনে, জিভে জল এনে দেওয়া বিভিন্ন আচার শুকোচ্ছে জেঠিমার নজরদারিতে। সেখানেও ফুলমার ১০টা পাকাচুলে একজোড়া তেঁতুল আচারের বয়েম থেকে হাতে আসবে এমনি 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি।

এই চৈত্র-বৈশাখ যেন সত্যি মনের খাঁখাঁ ভাব চারিয়ে দেয় আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সর্বত্র। ওদিকে 'অষ্টপ্রহর' শুরু। চিরকেলে বৈষ্ণব বাড়িতে চন্দনের গন্ধ আর গাঁদা ফুলের আতিশয্য। এক সপ্তাহের কীর্তন গানে কত পদকারের পদ...রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা...বিদ্যাপতির পদ থেকে একেবারে অভিসার, নৌকা বিলাসে চলে যান কীর্তনীয়ারা। গেয়ে ওঠেন...'রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই...শ্রী রাধিকার মনের আগল খুলে তাঁর গান 'জয় রাধে জয় রাধে...রাধে গোবিন্দ বোল'। এই হরে রাম হরে কৃষ্ণের মাঝখানেই শিবের উপোস পেরোতে না পেরোতেই লাল সিঁদুর মাখা চড়কের কালো কাঠের কাঠামো হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু করে গাজনতলার পূজকরা। আমরা সাদা কার্ডে নিজেরা রঙে রেখায় ছবি আঁকি। পয়লা বৈশাখ চলে এল যে, এ বাড়িতে ছেলেদের নিয়ে রিহার্সালে বসে গেছে ছোড়দাদা, অন্য বাড়ির উঠোনে ভিড় করেছে মেয়েরা। সে বাড়ির পিসি নাটকের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন। রত্নাবলী। কোন বছর অরুণ বরুণ কিরণমালা অথবা নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।

বাতাসে বিদায়ি বসন্তের হাহাকারেও সম্মেলক প্র্যাকটিস চলে...'যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,/অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা...

কোনও এক বৈরাগী একতারা হাতে এসে দাঁড়ায় দরজায়। তাকে বরণ মানেই নতুন পোশাক। মার হাতে তৈরি সুতির কুচি দেওয়া ফ্রক..ঠিক যেন সিনডেরেলা, তুষারকণার পোশাক তখন। সকাল সকাল স্নান সেরে একগোছা কার্ড বগলদাবা করে বন্ধুদের বিলোনো। আর অদ্ভুত আধুনিক আধুনিক শব্দবন্ধে তখন ই-নববর্ষের ভালোবাসা প্রীতি জানানো।

ওসব আমার তৈরি কার্ডে লেখা চলবেই না...'গাছে গাছে ফুল ফুটেছে/নববর্ষের ডাক উঠেছে...' ওগুলো সবাই লেখে, সুতরাং অন্যকিছু, অন্য কথায় বন্ধুত্ব জানাও... বাবা শিখিয়েছিলেন। ওই তখন থেকেই নতুনের সন্ধানে... বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন

চৈত্র অবসান-
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান
কল্পনা কাব্যে কবি বর্ষ শেষে ঈশানের পুঞ্জমেঘ দেখেছিলেন। অন্ধ, বাধা বন্ধনহীন সে ছুটে আসে ঝরাপাতার সঙ্গে। 'বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া' ফেলে কে যেন আসে।

এ বৈশাখে তোমাকে নতুন করে পাব বলেই হালখাতার লালচে কাপড় বাঁধা নতুন খাতা খুঁজে বেড়াই। মিষ্টির প্যাকেট আর নতুন ক্যালেন্ডারে মুখ লুকোনো 'আমি'টার বয়স বেড়েছে কি না ভুলে যাই। ভুলতেই চাই। কখন যেন নভশ্চারী হয়ে যাই সুনীতা উইলিয়ামস-এর মতো। সঙ্গী বুচ উইলমোরকে নিয়ে শত ঝঞ্ঝাতেও যে তারা গ্রহ নক্ষত্রের দেশ পেরিয়ে হাসিমুখে আঁচল পেতে রাখা বসুধার কাছে ফিরে আসে... নতুন নভোযানে আবার নতুন প্রস্তুতি নিতে হবে বলে।

আমরা সবাই বিগত জাগতিক দুঃখ, যাবতীয় কষ্টগুলোকে হাওয়ায় ভাসিয়ে নতুন লেখার খাতায় ঝরাপাতার স্পর্শ দিই। কবির সঙ্গে বলি, জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক- বেদনার বহ্নিশিখায় পবিত্র হই এসো। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি। তোমার প্রলয় লীলা ভিতরের ঘুমিয়ে থাকা তারাগুলোকে কঠিন হয়ে আঘাত করুক। সৃষ্টিলীলার নতুন আনন্দসংগীত বেজে উঠুক।

চৈত্র বাতাস পিছু ফিরে ডাকে। সব যন্ত্রণাকে বলি সঙ্গে নাও। দুয়ে মিলে স্বগত প্রসন্নতায় চোখ মেলি। আপন মনেই নিভৃতে উচ্চারিত হোক,

'রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'

(লেখক সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী)

মুর্শিদাবাদ -বেলডাঙা কলেজ পাড়া রোড, পাঁচরাহা মোড় 83730 99944 - রঘুনাথগঞ্জ মেকেনজি পার্ক ময়দান রোড 83730 99927 - ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা,হাসপাতাল মোড়, বাজার কলকাতার পাশে 83730 99992 | মালদা - কালিয়াচক থানা রোড, কালিয়াচক হাই স্কুলের বিপরীতে 83730 99912 - সুজাপুর সুজাপুর বাজার, কসমো বাজারের পাশে, মালদা 83730 99916 - গাজোল থানা রোড, শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতনের বিপরীতে 83730 99915 | দক্ষিণ দিনাজপুর - বালুরঘাট মঙ্গলপুর, হিলি মোড়, রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের বিপরীতে 83730 99953 | উত্তর দিনাজপুর - কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বিবেকানন্দ মোড় 83730 99903 - রায়গঞ্জ থানা রোড,উকিলপাড়া 83730 99964 - রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) পি.আর.এম সিটি মল, এন.এস. রোড ,এইচ.ডি.এফ.সি ব্যাঙ্ক এর বিপরীতে 83730 99906 - ইসলামপুর এন.এস. রোড, বন্ধন ব্যাঙ্ক বিল্ডিং 83730 99965 । দার্জিলিং - শিলিগুড়ি সেলকন প্লাজা বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড 83730 99952 | জলপাইগুড়ি - মালবাজার রামকৃষ্ণ কলোনি ,রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের বিপরীতে 83730 99904 - জলপাইগুড়ি রুপশ্রী গোল্ডেন কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডি.বি.সি রোড 83730 99922 - ধুপগুড়ি ঘোষ পাড়া মোড়, হিরো শোরুমের নিকটে 83730 99960 | আলিপুরদুয়ার - ফালাকাটা সুভাষপল্লি মোড়, কুঞ্জনগর রোড 83730 99985 - আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন,মাধব মোড়ের নিকটে 83730 99943

নববর্ষের দিনে প্রাচীন ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমাদের দুর্বলতা, লজ্জা, লাঞ্ছনা দূর হয়ে যাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনটাই মনে করতেন। নববর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর আরও অনেক বিশ্বাস ছিল। লিখিলেন রতন বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের ভাবনা

বাঙালির জীবনে নববর্ষ একটি বিশেষ উৎসব। নববর্ষ বলতেই পয়লা বৈশাখ। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের নতুন জামাকাপড় কেনাকাটা আর ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন হালখাতার আসর। এই হালখাতা প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে হালখাতা বিষয়টি থাকার কথা নয়। জমিদারবাড়ি বলে কথা। তবে পয়লা বৈশাখে তিনি স্বদেশের কথা, সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন। বিশ্বকবির নববর্ষ ছিল ভিন্ন মাপের। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে নববর্ষে আশ্রমবাসীদের প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য ঐতিহ্যের কথা শোনালেন। পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন কারণ পুরাতনই চির নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। তিনি মনে করতেন, এই নববর্ষের দিনে প্রাচীন ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আমাদের দুর্বলতা, লজ্জা, লাঞ্ছনা দূর হয়ে যাবে। আমাদের দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারব। বছরের পর বছর নববর্ষ আসে-যায়। কবির ভাবনা বদল হতে থাকে।

কবির বয়স তখন ৪০, নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনে একটা গান গাওয়া হয়েছিল, ‘নববৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা-/তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, সব শিক্ষা।’ এ গানটিতে দেশপ্রেমের আর নববর্ষের কথা। তাঁর আরও একটা গান ১ বৈশাখ ১৩৪০, শেষ বয়সে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কবি মানব সাধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কে গানটি লেখেন, ‘ওই মহামানব আসে।/দিকে দিকে রোমান্স লাগে/ মর্ত্য ধূলার ঘাসে ঘাসে।’ দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা বারবার উঠে এসেছে।

ভালো লাগছে ভাবতে, শান্তিনিকেতনে ১ বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিশাল প্রান্তরের দিকে

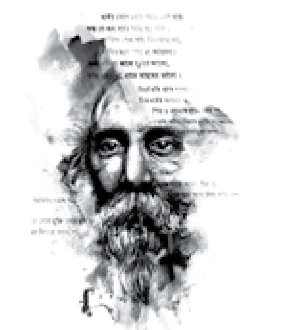

তাকিয়ে আছেন, তখন প্রাতঃকালের সূর্য মাথা ঠেকিয়ে ওঠেনি, তিনি এই বিশেষ মুহূর্তে আশ্রমবাসীদের পক্ষ থেকে প্রণাম জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর এই প্রণামটি সত্য হয়ে উঠুক, এই কামনা। নতুন বছরের ঊষালোকে নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে যেন প্রকাশিত হয়। কবি ভেবেই চলেছেন বিশ্ব প্রকৃতির চিরকালের খেলা। সেখান থেকে অমৃতধারা অবাধে সব জায়গায় বয়ে চলেছে। কোটি কোটি বছরে প্রকৃতি বুড়ো হয়ে যায়নি। মানুষ তো পুরোনো আবরণের মধ্য থেকে খুব সহজে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন।

বিশ্বজগতে নববর্ষ চিরকাল নদীর মতো অবিশ্রাম বয়ে চলেছে। একদিনের জন্যও নববর্ষের নতুনত্বে ব্যাঘাত ঘটে না। কবি তো গোটা বছরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে নতুন বর্ম পরার জন্য এসেছেন। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্ব লাভের দুঃসাধ্য সাধনা। তিনি ভাবছেন, জীবন যদি সত্য না হয়ে থাকে, তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক। সেই বেদনায় বহ্নিশিখায় তিনি পবিত্র হয়ে উঠবেন।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

চেনা জায়গায় দারুণ ঘোরাঘুরি

নববর্ষ মানেও দারুণ আনন্দ। আমরা ঘুরতে খুব ভালোবাসি। অচেনা জায়গাগুলিতে যেতে খুব ইচ্ছে করলেও অনেক সময় নানা কারণে সেই জায়গাগুলিতে আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে চেনা জায়গাগুলিই আমাদের ভরসা। লিখলেন জ্যোতি সরকার

আর পাঁচটা আনন্দোৎসবের মতো বাংলা নববর্ষ মানেও আমাদের দারুণ আনন্দ। অন্যান্য উৎসবের সময় যেভাবে হয়, সেভাবে এই সময়টাতেও আমরা ঘুরতে খুব ভালোবাসি। অচেনা জায়গাগুলিতে যেতে খুব ইচ্ছে করলেও অনেক সময় নানা কারণে সেই জায়গাগুলিতে আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে চেনা জায়গাগুলিই আমাদের ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানি মন্দির, ভারত-ভুটান সীমান্তে ৫৪টি সিঁড়ি পেরিয়ে ওঠা মাকড়াপাড়া কালী মন্দিরগুলিতে এই দিনগুলিতে বেশ ভিড় হয়। ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দিরে বাংলা নববর্ষের দিনে মানুষ দলে দলে উপস্থিত হয়। জল্পেশ সংলগ্ন জটিলেশ্বর মন্দিরও দারুণ ভিড় টানে। এই দিনে কোচবিহারের রাজবাড়িতে ভিড় উপচে পড়ে। বাণেশ্বর মন্দিরের আকর্ষণে বহু মানুষ সেই জায়গায় ছুটে যান। বেশ ভিড় হয় দার্জিলিংয়ের অপূর্ব কাঁচা চা বাগান, কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিশ্ববিখ্যাত টয়ট্রেন, কালিম্পংয়ের মনোরম পাহাড়ি দৃশ্য, ফুলের নার্সারি এবং ঐতিহ্যময় মঠ, ডেলো পাহাড় ও দুর্গা মন্দির, মিরিকের হ্রদ, ডুয়ার্স অঞ্চলের চা বাগান, গরুমারা ও জলদাপাড়া, সেবক ও তিস্তা দর্শনে।

ছাত্রছাত্রীরা নববর্ষের দিনে নতুন জামাকাপড় পরে। এই দিনে খাওয়াদাওয়া একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। আজ নতুন বছর শুরু। নতুন বছরে নতুন করে আশা নিয়ে আরও ভালোভাবে পথ চলা শুরু করার দিন। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য মানুষ বিভিন্ন রকম আয়োজন করে থাকেন। এই দিনে সকলে মিলে আনন্দ-উৎসব পালন করে, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটায়। আনন্দের হাটের পাশাপাশি বিষাদের পরিবেশও রয়েছে। আমাদের পৃথিবী অসুখে আক্রান্ত। বাংলাদেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। নতুন বছরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই ঈশ্বরের কাছে একমাত্র প্রার্থনা। ভারতে নানা ধর্মের মানুষ বাস করেন। ঐক্য ও সংহতি হল এই মহান দেশের মূল মন্ত্র। সকলের লক্ষ্য সবাই মিলে দেশকে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর চাইতে বড় প্রত্যাশা আর কী হতে পারে!

নতুন বছর মানেই নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, আর নতুন সুযোগের হাতছানি। প্রতিটি মানুষেরই নতুন বছর নিয়ে থাকে নানা প্রত্যাশা। কেউ চান আগের বছরের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে, কেউ চায় আরও সফলতা, আবার কেউ খুঁজে ফেরেন মানসিক শান্তি ও সুস্থতা। নতুন বছরে মানুষ চায় আরও বেশি সুখী হওয়ার সুযোগ, পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার সময়, আর বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা। সবার ভালো হোক। নতুন বছরে এর থেকে ভালো চাওয়া তো আর কিছু হতে পারে না। ঘোরাঘুরি আমাদের জীবনের অন্যতম এক বড় অধ্যায়। এই দিনে আরও ভালোভাবে ঘোরাঘুরি করে মন ভালো হোক। জীবনে আগামীর পথ চলার পর্ব আরও মসৃণ হোক।

শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
বিনয় বর্মন
২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি

SAMRIDHI NEURO AND ENT
Bringing Hope, Healing & Health Together
SAMRIDHI, Siliguri, West Bengal

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
বিবেকানন্দ সাহা
শিলিগুড়ি পুরনিগম

নববর্ষের শুভলগ্নে সকলের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার
সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন
রনজিত মণ্ডল
ACMOH ও সুপার, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে
বাংলা শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
উপপ্রধান · প্রধান

বাংলা শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন
এই শুভদিনে ক্লাব প্রাঙ্গণে সুইমিং পুলের শিলান্যাস
বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব
সাহেবগঞ্জ রোড, দিনহাটা

ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে
সকলকে জানাই বাংলা শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
উপপ্রধান · প্রধান

বাংলা নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সকলে ভালো থাকুন।
SHEMROCK FLORET SCHOOL
Godhuli Bazar, Dinhata

Rtn Ravindra Kumar Jain
Philanthropist

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা
অনিল যাদব, সম্পাদক
সংকট মোচন মন্দির, মাল্লাগুড়ি

শিলিগুড়ির সমস্ত বাসিন্দাকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সকল সদস্য, প্লাইউড ও লেমিনেট অ্যাসোসিয়েশন

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
CREATIVE CONSTRUCTION
Sutirtha Mukherjee: 98320-42000
Ankur Dutta: 98320-57221

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
অমিত জৈন
বিরোধী দলনেতা, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
মদন ভট্টাচার্য
সমাজসেবী

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
বিবেক সিং
৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শংকর ঘোষ
বিধায়ক, শিলিগুড়ি বিধানসভা

Hotel Vinayak Inn & Resturant Mughlai Darbar
Address: Ward-2, MN Saha Sarani, Pradhan Nagar

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
রামভজন মাহাতো
মেয়র পারিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সঞ্জয় পাঠক
১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
দীপঙ্কর অরোরা (মানিক)
সহসভাপতি, বিজেপি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি

শিলিগুড়ির সকল নাগরিককে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
বিহারী সেবা সমিতি
শিলিগুড়ি

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শিবিকা মিত্তাল
৪১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার, শিলিগুড়ি পুরনিগম

চম্পাসারি এসজেডিএ মার্কেট কমপ্লেক্সের সমস্ত ব্যবসায়ীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা চম্পাসারি পথি পার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি
বাপি সাহা, সম্পাদক · মদন ভট্টাচার্য, সভাপতি

আর. এম. ইম্প্রেশন

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা
AMBEY CAR HOUSE
Address: Pradhan Nagar, Baghajatin Colony, Ward-2

সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে
সকলকে জানাই বাংলা শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
রসোলী পাল, উপপ্রধান · নুরউদ্দিন, প্রধান

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
অরিন্দম ব্যানার্জি
সভাপতি, রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

Bar Cum Restaurant
সকলকে নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই
Rupashi Bangla
9002822461 (Hotel) 7001558050 (Manager)
Address: Fatapukur, Manipur, Pin: 735134
A unit of DIBE RESORTS PVT. LTD.

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
দিলীপ বর্মন
মেয়র পারিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
পিন্টু ঘোষ
৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার, শিলিগুড়ি পুরনিগম

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
কাজল ঘোষ
তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, ফাঁসিদেওয়া ব্লক

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সকল নাগরিককে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
যূথিকা রায়, প্রধান

বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ি
সম্পাদক, তাপস বিশ্বাস
এখানে থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
অরুণ ঘোষ
সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

ashma
শুভ নববর্ষ ১৪২৩
Toll Free: 1800-120-2133
www.ashmaindia.com
Manufacturer of all kind of Water Purifier & Kitchen Chimney's
CALL FOR DISTRIBUTORSHIP
SWAGATA ENTERPRISE
Ph: 7001934185 / 8101663132

সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
খগেশ্বর রায়
বিধায়ক, রাজগঞ্জ

আপনার খুশির নতুন ঠিকানা
Sonai Furniture
Quality Wrought Iron & Stainless Steel Furniture
AN ISO : 9001 - 2015,14001 - 2015 CERTIFIED COMPANY
www.sonaifurniture.co.in Helpline : 98324-46619, 98510-90273

শুভ নববর্ষ বনাম হ্যাপি নিউ ইয়ার

নতুন পোশাক পরে বড়দের প্রণাম করে বাবার হাত ধরে দোকানে দোকানে হালখাতা করতে যাওয়া। মিষ্টির প্যাকেট আর নতুন ক্যালেন্ডার হাতে বাড়ি ফেরা। সেই নববর্ষ আজ হারিয়ে যাচ্ছে। লিখলেন **উমা মাজী মুখোপাধ্যায়**

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।' না এভাবে এখন কেউ লেখেন না। খুব কম বাঙালিই এই পয়লা বৈশাখ কত বঙ্গাব্দে পা রাখবে বলতে পারবেন। চৈত্র মাসের আজ কত তারিখ? পয়লা বৈশাখ কবে? আমরা বলব ১৫ এপ্রিল ২০২৫ হচ্ছে বাঙালির শুভ নববর্ষ আর মাথা চুলকে অনেক ভেবে বলব ১৪৩২ বঙ্গাব্দে এই বর্ষ পা রাখছে। আমরা তবু বঙ্গাব্দটা ঢোঁক গিলে বলতে পারব কিন্তু নয়া প্রজন্ম? তাদের কাছে বাংলা নববর্ষ কিছু প্রভাব ফেলে কি?

বাংলা নববর্ষ কী রঙিন ভাবেই না আসত আমাদের ছোট্টবেলায়! নতুন পোশাক পরে বড়দের প্রণাম করে বাবার হাত ধরে দোকানে দোকানে হালখাতা করতে যেতাম। মিষ্টির প্যাকেট আর নতুন ক্যালেন্ডার হাতে ফিরতাম। নতুন ক্যালেন্ডার পাওয়ার কী আকর্ষণ! আজ ক্রমশই ফিকে হয়ে যাচ্ছে নববর্ষ যাপন। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, অনলাইনে কেনাকাটা। একটু নেহাত সময় পেলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মলে যাওয়া। না, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বা পাড়ার দোকানগুলোর সঙ্গে তত অন্তরঙ্গতা নেই। কিন্তু নিউ ইয়ার এখন এই প্রজন্মের বাচ্চাদের কাছে খুব জাঁকজমকভাবে আসে। মেরি ক্রিসমাস, হ্যাপি নিউ ইয়ারে মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ ভরে যায়। কলকাতার পার্কস্ট্রিট, শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে নিউ ইয়ারে আলোর ফোয়ারা। শব্দবাজি দিয়ে কী উন্মাদনার সঙ্গেই না নিউ ইয়ার বরণ করে নেয় এই প্রজন্ম। রেস্তোরাঁতে বুক করা, কেক, কমলালেবু আর বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারে উইশ করা! সারা পৃথিবীজুড়ে নিউ ইয়ারের উন্মাদনা আর নববর্ষ নেহাত বাংলার নববর্ষ! এই নববর্ষ একমাত্র বাংলাদেশে জাতীয় উৎসব! 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।' রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করা। সে এক উন্মাদনা। (জানি না এবছর বাংলাদেশে কীভাবে নববর্ষ বরণ হবে।)

কিন্তু ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা নববর্ষ শুধু এক নস্টালজিক ব্যাপার। নবপ্রজন্মকে ততটা প্রভাবিত করে না। এর কারণ বেশিরভাগ পরিবারে এখন দাদু-ঠাকুমার ছায়া নেই, পাড়া-সংস্কৃতি নেই, শুধুই ফ্ল্যাট কালচার। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। অনলাইন কেনাকাটা, মল কালচার। সিনেমা হলে না গিয়ে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখা! আত্মকেন্দ্রিকতা আর মোবাইলে সময় কাটানো! বাঙালিয়ানা ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে! কোথায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার! দাদু-ঠাকুমার মুখের রূপকথার গল্প - ব্যাঙ্গমা -ব্যাঙ্গমি, রাজপুত্র রাজকুমারী, সোনারকাঠি, রূপারকাঠি! এখন নিঃসঙ্গ বালক-বালিকার সঙ্গী হ্যারি পটার - উইজার্ড!

বৈশাখ মানেই নববর্ষ! রুদ্র বৈশাখ, ভৈরব বৈশাখ! রবীন্দ্রনাথ তপস্যাক্লিষ্ট ভীষণ ভৈরব শিবের সঙ্গে বৈশাখের তুলনা করেছেন। সেই প্রকট প্রকৃতির দাবদাহে ছায়া ছিল বাবা-মা, কাকা, পিসি, পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো। দীর্ঘ দুপুরে গল্পের বই পড়া। এখন প্রকৃতির সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক নেই। খেলার মাঠ নেই। বন্ধু নেই। ছোট্ট শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাটে মুখগুঁজে কার্টুন দেখা আর ইঁদুর দৌড়ে ফার্স্ট হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। আবার নস্টালজিক করে তোলে বৈশাখের মেদুরতা - অক্ষয় কুমার বড়ালের মধ্যাহ্ন কবিতা - 'নিঝুম মধ্যাহ্ন কাল অলস স্বপন জাল / রচিতেছি অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া।' বৈশাখের সঙ্গে নববর্ষের নিবিড় সম্পর্ক! বাংলার সঙ্গে নববর্ষের নিবিড় সম্পর্ক!

আজ বাংলা মিডিয়াম সরকার পোষিত স্কুলগুলোর মতোই বাংলা নববর্ষ ধুঁকছে - বেঁচে আছে বয়স্ক ও মধ্যবয়স্ক মানুষজনের আচারে আর সংস্কারে। বিশ্বায়ন সবকিছুকে গ্রাস করছে। স্নিগ্ধতা, ছায়া, নস্টালজিকতা! শুধু বাজারায়নের প্রতিযোগিতার কঠিন ক্লান্ত একঘেয়েমির দীর্ণতায় ফেলে যাচ্ছি আমাদের নতুন প্রজন্মকে। যেখানে স্নেহের থেকে সময়ের অঙ্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ! তবুও আমরা যারা বয়স্ক একটু চেষ্টা করেই দেখি না যাতে দেশীয় ঐতিহ্যের সবুজ চারা দিয়ে এই প্রজন্মকে একটু ঘিরে রাখা যায়। জানি পারব না। কারণ গ্লোবালাইজেশনের গভীর স্রোতের টানে সব বট-অশ্বত্থের মূল থেকে ছিন্ন করে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন ভাঙনের দিকে আমরা নিজেরাও তা জানি না। তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী!

(লেখক শিক্ষাবিদ)

পয়লা বৈশাখ বলতেই স্বপ্ন দেখার দিন

বৈশাখ মানেই কালবৈশাখী ঝড়, বিধ্বস্ত প্রকৃতিতে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা। নববর্ষকে ফিরে দেখলেন **নিখিলরঞ্জন গুহ**

প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মতে নতুন বছরকে বরণ করার রেওয়াজ আছে। নামে পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা বর্ণময় হয়ে ওঠে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাঙালিদের সংযোগ বৃদ্ধি এবং এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলায় খ্রিস্টীয় সনের প্রচলন হলেও তা বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ বাংলা নববর্ষকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই প্রতিবছর এই দিনটি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাংলার মানুষের কাছে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়।

ইতিহাসবিদ অনেকেরই অভিমত, কৃষিপ্রধান দেশে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোগল সম্রাট আকবর পয়লা বৈশাখকে বছরের শুরু হিসেবে প্রথম চালু করেন ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাস বলছে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজিকে সম্রাট আকবর হিজরি সাল এবং সৌরবর্ষ নির্ভর বাংলা বর্ষপঞ্জিকে ভিত্তি করে নতুন বর্ষপঞ্জি তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই থেকে নববর্ষের শুরু বলতে পয়লা বৈশাখকেই বোঝায়। তবে বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক প্রবর্তিত বাংলা বর্ষপঞ্জি (বঙ্গাব্দ) বাংলায় চালু ছিল। প্রচলিত বাংলা বর্ষপঞ্জিতে অগ্রায়ণকে (অগ্র +হায়ন) প্রথম মাস হিসেবে ধরা হত। যেহেতু তখন ফসলই রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল সেইহেতু তা সংগ্রহের সুবিধার কথা ভেবে পয়লা বৈশাখকেই বছরের শুরু হিসেবে ধরা হয়।

দিনটির উৎপত্তিকালের দিনক্ষণ নিয়ে চর্চায় না গিয়েও বলা যায় এই দিনটি বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে একটা পৃথক অনুভূতি সৃষ্টি করে যা আট থেকে আশি প্রত্যেকের মনকেই নাড়া দেয়। চৈত্র মাস থেকেই বাঙালির ঘরে ঘরে তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে থাকে। এই দিনটি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনে রং ধরায়। বাঙালির ঐতিহ্য নতুনভাবে নিজেকে বর্ণময় করে তোলে। একে অপরকে 'শুভ নববর্ষ' সম্ভাষণে প্রীত করে, মঙ্গল কামনা করে। বৈশাখ মানেই কালবৈশাখী ঝড়, বিধ্বস্ত প্রকৃতিতে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা, নতুন প্রেরণায় সৃষ্টির আনন্দে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে আশায় বুক বাঁধা। এই দিনটি যেন ধূসর জীবনে পরস্পর বিদ্বেষ ভোলার দিন। দিনটিকে উপভোগ করতে বাড়ির জেষ্ঠদের কতই না ব্যস্ততা। সকলের মুখে হাসি ফোটাতে তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নতুন বছরকে আঁকড়ে ধরে বেলাশেষে যেন গ্রাম থেকে শহর, সবখানেই তার জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে উসকে দেয় এই দিনটি। বিভিন্ন সংস্থার ধরে এই দিনটি নানাভাবে রঙিন হয়ে ওঠে। প্রভাতফেরি, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাপিত দিনটি যে শুধু বঙ্গসংস্কৃতির ধারক হয়েই তার অস্তিত্বের জানান দেয়।

এছাড়া একটা সুন্দর বছরের জন্য প্রত্যাশার ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়, এই সময় বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী সহোদর ভ্রাতা গণেশের উপাসকদের মুখেও হাসি ফোটে। নববর্ষের এই দিনটি বণিকের সঙ্গে ক্রেতাসাধারণের মধুর সম্পর্ক স্থাপনের দিনও বটে। নতুন খাতাখোলা এই সময় একটা উৎসবের রূপ নেয়। ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করান, পুরোহিত ডেকে গণেশপুজো করে নতুন খাতা খোলেন। ক্রেতারাও সাধ্যমতো তাঁদের বকেয়া শোধ করেন। বঙ্গ ব্যবসার জগতে এ এক অপূর্ব দৃশ্য। বাড়িতে বাড়িতে হালখাতার চিঠির উপস্থিতি জানান দেয় তার আগমন বার্তা। খুদেদের চোখগুলি আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সেদিনের খুদে আজ প্রৌঢ়, সোনাঝরা অতীতের সুখস্মৃতির পরম্পরায় খুদেদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়। পয়লা বৈশাখ ভেদাভেদ নয়, উদযাপনের দিন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যার একটাই মন্ত্র, 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। এই দিনটি যে বঙ্গসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয় না।

(লেখক সমাজকর্মী)

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
হেমন্ত গৌতম
সহসভাপতি
বিজেপি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গুরপ্রীত সালুজা
রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য, বিজেপি যুব মোর্চা

শ্রীকৃষ্ণ ভান্ডার
কদমতলা, সুনীল সরণী, কোচবিহার
সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
আনন্দময় বর্মন
বিধায়ক, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শোভা সুব্বা
মেয়র পারিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম

২৪-২৫ অর্থবর্ষে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবার জন্য মহকুমা পরিষদ এলাকায় সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত
পরপর দুই বছর Tax Collecting-এ গোটা রাজ্যে প্রথম
বেস্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড জয়ী
পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল নাগরিককে নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
মহম্মদ সাহিদ
পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

DWARIKA GROUP OF COMPANIES
Building Future
শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

KINS HEALTH ENHANCING LIVES
শুভ নববর্ষ
নববর্ষের প্রতিটি ক্ষন সুস্থতায় কাটুক জীবন
KINS HOSPITAL | KINS DIABETES | KINS DIAGNOSTIC
KINS CLINIC | KINS
Sevoke More, Hill Cart Road | Jhankar More, Burdwan Road Siliguri
+91 9735987500 | +91 9733781000

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
PADMINI JEWELLERS
HOROSCOPE CONSULTATION & BIRTH CHART PREDICTION
From 21-23 Apr (Mon-Wed), In Siliguri
Renowned Astrologer Mahendra Soni
Book your Slot Today
90833 52073
Opp. Janapath Samachar, Seth Srilal Market, Siliguri
PADMINI JEWELLERS
SMART BANO, INVESTMENT KE LIYE GOLD HI CHUNO!
Invest Smart, Shine Bright With Padmini Digi Gold App
(Launching Tomorrow, On Ram Navami)
SCAN TO DOWNLOAD
App Store Google play

Berlin COFFEEHOUSE
শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ERROR BREW & PUB
শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
কমল আগরওয়াল
মেয়র পরিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
বিকাশ তিওয়ারি
জয়হিন্দ বাহিনী
শিলিগুড়ি টাউন-১ সভাপতি

DEEPAK GROUP
শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

NE
ANMOL KC & BHUWAN KC
16TH APRIL
NEPALESE NEW YEAR
CLUB GRAVITY
79085 23916 | 91443 95663 | CITY CENTRE, NEW BUILDING, LEVEL 2, SILIGURI

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
FIRANGEE
THE PUB, COCKTAILS & CUISINES

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
জীতেন্দ্র সরীন
পরামর্শ কমিটির সদস্য, ভারতীয় খাদ্য নিগম, ভারত সরকার

STI
SARKAR TILES INDUSTRY
Shyamal Sarkar, Director
শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
Siliguri Industrial Estate, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri
CALL: 9832092824
Email: sarkartiles.siliguri@gmail.com

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
PREMIUM DALMIA
Maida Atta SOOJI
Dr. Kalinath Road, Siliguri - 734 005
+919933002762 | +919832049484 | +918101710106

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
SAVIN KINGDOM
Family-Fun-Centre
AMUSEMENT PARK • MULTIPLEX • WATER PARK
Call: 0353-2514228/4229, 9233420003
Darjeeling More, Dagapur, P.O. Pradhan Nagar, Siliguri

ডাবগ্রাম (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সকল নাগরিকদের জানাই বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

AASTHA MEDICAL
CHEMIST & DRUGGIST
SINCE 2017
UP TO 22% OFF
FREE DELIVERY
শুভ নববর্ষ
OUR BRANCHES
SF ROAD BRANCH
Station Feeder Road
Thana More, Near Siliguri Thana
Phone No: 83709 99933
PRADHAN NAGAR BRANCH
Pradhan Nagar, Opposite Old Police Station, Near Simla Hotel
Phone No: 99072 81821
SEVOKE ROAD BRANCH
Spectrum House Building Under Axis Bank
Phone No: 62957 30950
SALBARI BRANCH
Salbari, Opposite Green Wood Hotel, Gita Niwas
Phone No: 91444 07701
JALPAIGURI BRANCH
Jalpaiguri D.B.C Road, Cosmos Arcade, Opp. Rupashree Mall
Phone No: 91444 07702
COLLEGE PARA BRANCH
College Para, Baghajotin Road, Near SBI Court Branch
Phone No: 70291 87515
JAIGAON BRANCH
Deokota Toll, Beside M Bazar, NS Road Jaigaon / Phone No: 91444 07703
SHORTLY OPENING AND PROCESSING TO MALBAZAR & HAKIM PARA BRANCH

ALAM NURSING HOME
Islampur, Uttar Dinajpur
9932263281, 9064195744, 7602309306
• LASERS (Thulium Laser Fibre) For UROLOGY & DIODE LASER FOR PILES & FISTULA. Coming within 1.5 months.
• Dr. ALAM Started Surgery at Alam Nursing Home from October 1988.
• Now the Senior most Surgeon in North Bengal.
• Dr. Alam attending atlest 2-3 National Conferences and 2-3 Trainings in Reputed Institutions of INDIA like Mumbai & Chennai in different Departments.
• Our all Instruments of different Departments are of Reputed Companys like. Dragger, Hamilton, Olympus, Storz, Siemens, Shalya, Johnson's & johnsons.
• Our Operative Results are as per National Standard.
NOW THE BEST SURGICAL CENTRE IN NORTH BENGAL

আপনাকেও পুড়তে হবে, ইউনূসকে হুঁশিয়ারি হাসিনার

নববর্ষের শোভাযাত্রায় রাজনীতির ছোঁয়া

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখ, ১৪৩২। পুরোনো ধারা মেনে সোমবারই বাংলা নববর্ষ পালিত হল বাংলাদেশে। তবে বর্ষবরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নানা খণ্ডদৃশ্য শেখ হাসিনা পরবর্তী 'নতুন' বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিল। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বর্ষবরণের সবচেয়ে বড় শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে। মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম বদলে বর্ষবরণ মিছিলের নাম রাখা হয় 'আনন্দ শোভাযাত্রা'। সেখানে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে পিছনে ফেলে প্রচারের আলো কেড়েছে হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের প্রতীকগুলি।

শোভাযাত্রার ক্যাচলাইন করা হয়েছে 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। মিছিলের সারিতে রাখা হয়েছিল শেখ হাসিনার আদলে তৈরি ফ্যাসিবাদের প্রতিকৃতি। কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের জল খাওয়াতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মির মুগ্ধ নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর স্মরণে শোভাযাত্রায় বিরাট জলের বোতলের প্রতিকৃতি রাখা হয়। জুলাই বিপ্লবের একাধিক স্মারক এবং প্যালেস্তাইন আন্দোলনের প্রতীক কাটা তরমুজের প্রতিকৃতিও ছিল। শোভাযাত্রার পিছনের সারিতে ছিল পালকি, পায়রা, ইলিশ মাছের প্রতিকৃতি। তবে এবারের শোভাযাত্রায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি কম চোখে পড়েছে।

শোভাযাত্রায় 'ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি'। সোমবার ঢাকায়।

মেছিল চারুকলা অনুষদ থেকে শাহবাগ মোড় ঘুরে শহিদ মিনার পর্যন্ত যায়। সেখানে থাকা দোয়েল চত্বর ছুঁয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে। ঢাকার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে হলেও দেশের একাধিক জায়গায় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গিয়েছে মৌলবাদীদের হুমকি-হামলার মুখে। চট্টগ্রামের ডিসি হিলে প্রতিবছর বড় করে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হয়। রবিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় মৌলবাদ সমর্থক ছাত্র-জনতা। চট্টগ্রামের সিআরবি এলাকা এবং রমণা বটমূলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হলেও সেখানে মানুষের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে বার্তা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'জনেই। ইউনূসের গোটা বক্তব্যজুড়েই ছিল ছাত্র-জনতার আন্দোলনের স্মৃতিচারণ। তিনি বলেন, 'চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান আমাদের সামনে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ যেন আমরা না হারাই। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়াই হোক এবারের নববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।' তাঁর কথায়, 'পহেলা বৈশাখ সম্প্রীতির দিন, মহামিলনের দিন। আজকে সবাইকে আপন করে নেয়ার দিন। এবারের নববর্ষ, নতুন বাংলাদেশের প্রথম নববর্ষ।'

রবিবার এক ভিডিওবার্তায় ইউনূসকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হাসিনা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে আমরা প্রত্যেক জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স তৈরি করেছিলাম। সেগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' ইউনূসের উদ্দেশে হাসিনা বলেন, 'আপনি যদি আগুন নিয়ে খেলেন, তাহলে আপনাকেও পুড়তে হবে।... সুদখোর, ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী,

> আপনি যদি আগুন নিয়ে খেলেন, তাহলে আপনাকেও পুড়তে হবে।... সুদখোর, ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করেছেন এবং দেশকে ধ্বংস করতে বিদেশের টাকা নিচ্ছেন।
>
> **শেখ হাসিনা**

আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করেছেন এবং দেশকে ধ্বংস করতে বিদেশের টাকা নিচ্ছেন।'

কোটাবিরোধী আন্দোলনে নিহত আবু সইদের মৃত্যু নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন হাসিনা। তাঁর দাবি, পুলিশের গুলিতে নয়, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরের আঘাতে মারা গিয়েছিলেন আবু। হাসিনা বলেন, 'আবু সইদের রবার বুলেট লেগেছিল। পুলিশ বুলেট ব্যবহার করেনি। যখন ওরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ছিল, তখন আবু সইদের মাথা থেঁতলে গিয়েছিল পাথরে।'

ভক্তের ডাকে... রামপাল কাশ্যপের ধনুকভাঙা পণ ছিল নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী না হওয়া অবধি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত তিনি খালি পায়ে থাকবেন। সেই প্রতিজ্ঞার ১৪ বছর পর হরিয়ানায় কাশ্যপের সঙ্গে দেখা করে মোদি নিজের হাতে জুতো পরিয়ে দিলেন তাঁর পায়ে।

তপশিলি জাতি সংরক্ষণে উপশ্রেণি চালু তেলেঙ্গানায়

হায়দরাবাদ, ১৪ এপ্রিল : তপশিলি জাতির জন্য বরাদ্দ আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিকতর 'ভারসাম্য' আনার চেষ্টা! পথ দেখাল তেলেঙ্গানা। সোমবার সংবিধানের রূপকার বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১৩৪ তম জন্মদিবসে কার্যকর হল 'তেলেঙ্গানা তফশিলি জাতি (সংরক্ষণের যুক্তিসঙ্গতকরণ) আইন, ২০২৫'। তেলেঙ্গানা হল প্রথম রাজ্য যেখানে তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য শ্রেণিভিত্তিক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে এই উপশ্রেণি সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর দাবি, এটি তফশিলি জাতির মধ্যে আন্তঃবর্গ বৈষম্য মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নয়া আইন অনুযায়ী তেলেঙ্গানায় তপশিলি জাতির জন্য বরাদ্দ ১৫ শতাংশ সংরক্ষণকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রাখা হয়েছে ১৫টি সম্প্রদায়কে। তপশিলি জাতিতে ওই সম্প্রদায়গুলির অবদান ৩.২ শতাংশ। তাদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রাখা হয়েছে ১৮টি তপশিলি সম্প্রদায়কে যাদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৯ শতাংশ। এই সম্প্রদায়গুলির মোট জনসংখ্যা তেলেঙ্গানার তপশিলি জাতিভুক্তদের ৬২.৭ শতাংশ। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ২৬টি সম্প্রদায়, যাদের অনুপাত ৩৩.৯ শতাংশ। তাদের জন্য বরাদ্দ সংরক্ষণের পরিমাণ ৫ শতাংশ।

তপশিলি সম্প্রদায়গুলির জন্য আনুপাতিক হারে আসন বরাদ্দের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছিল মাদিগা সংরক্ষণ পোরাতা সমিতি (এমআরপিএস)।

পালটা আম্বেদকর নিয়ে কটাক্ষ পদ্মকে

মোদির ৫০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ কংগ্রেসকে

হিসার, ১৪ এপ্রিল : ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় সুর চড়াচ্ছে বিরোধী দলগুলি। এই ইস্যুতে কংগ্রেস, তৃণমূলের একাধিক নেতা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। দলগতভাবে আইনি লড়াইয়ে নেমেছে ডিএমকে ও আরজেডি। তবে বিরোধী শিবিরের চেয়ে দলগতভাবে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকেই বেশি করে নিশানা করছেন বিজেপি নেতারা। সেই ধারা মেনে সোমবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জবাব দিতে দেরি করেনি মল্লিকার্জুন খাড়গের দলও।

হরিয়ানার হিসার বিমানবন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

> ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাবাসাহেব। কংগ্রেস সেই ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

কংগ্রেসের মুসলিম প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলকে তাঁর প্রশ্ন, কংগ্রেস কেন কোনও মুসলিম নেতাকে সভাপতি করে না? কংগ্রেসকে দলীয় প্রার্থীদের ৫০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায় থেকে করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মোদি। এদিন বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। তাঁর কথায়, ঘটনাচক্রে সোমবার ছিল প্রয়াত বাবাসাহেবের জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাবাসাহেব। কংগ্রেস সেই ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' তাঁর কথায়, 'কংগ্রেস আমাদের পবিত্র সংবিধানকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। যখনই ওদের মনে হয়েছে ক্ষমতা ধরে রাখা অনিশ্চিত, তখনই ওরা সংবিধানকে পদদলিত করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকবিধির কথা বলে, কিন্তু কংগ্রেস কখনও তা বাস্তবায়িত করেনি। আজ উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন নাগরিকবিধি কার্যকর হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কংগ্রেস এর বিরোধিতা করেছে।' কংগ্রেস দেশে ভোটব্যাংক রাজনীতির ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিআর আম্বেদকর ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাতিল করেছিলেন। কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি মুসলিমদেরও ক্ষতি করেছে। কংগ্রেস কেবল কিছু

> প্রতিটি ভারতীয়র জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাবাসাহেবের সংগ্রাম সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে আমাদের পথ দেখাবে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

মৌলবাদীকে খুশি করেছে।

মোদির কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর মতে, বিজেপি নেতাদের আম্বেদকর স্তুতি শুধুই মৌখিক। বাবাসাহেবের ইচ্ছাপূরণের জন্য বর্তমান সরকার কিছুই করেনি। কংগ্রেস প্রধান বলেন, 'মোদি সরকার আম্বেদকরের নাম নেয়, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি নয়। ওঁরা শুধু কথাই বলেন।' জন্মদিবসে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং প্রতিটি ভারতীয়র জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাবাসাহেবের সংগ্রাম সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে আমাদের পথ দেখাবে।'

প্রয়াত নোবেলজয়ী সাহিত্যিক

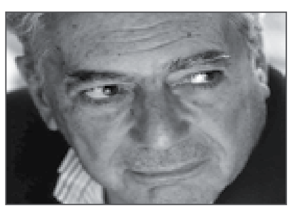

লিমা, ১৪ এপ্রিল : জীবনাবসান ঘটল নোবেলজয়ী পেরুভিয়ান সাহিত্যিক মারিও বার্গাস লোসার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। রবিবার লিমায় মৃত্যু হয়েছে লোসার। তাঁর ছেলে আলভারো লোসা সমাজমাধ্যমে একটি চিঠি শেয়ার করে লিখেছেন, প্রয়াত সাহিত্যিকের মরদেহ দাহ করা হবে, কিন্তু কোনও অনুষ্ঠান হবে না।

মারিও বার্গাস লোসা 'দ্য টাইম অফ দ্য হিরো', 'ফিস্ট অফ দ্য গোট' সহ বহু বিখ্যাত উপন্যাসের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন পাঠকদের হৃদয়ে। ২০১০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান তিনি। তবে তার আগেই তিনি ছিলেন ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্যে অন্যতম প্রধান মুখ।

১৯৬৩ সালে 'দ্য টাইম অফ দ্য হিরো' প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতির সূচনা। বইটি পেরুর একটি সামরিক অ্যাকাডেমির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা হয়, যা সেই সময় পেরুর সামরিক বাহিনীর রোষের মুখে পড়ে। বইয়ের প্রায় হাজারখানেক কপি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

শুরুর দিকে কিউবার বিপ্লবের সমর্থক হলেও পরে কাস্ত্রোর সমালোচক হন লোসা। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস হারিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাজার অর্থনীতির পক্ষে কথা বলতে শুরু করে বিতর্কের মুখে পড়েন। ১৯৯০ সালে পেরুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলেও হেরে যান আলবের্তো ফুজিমোরির কাছে।

বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার মেহুল চোকসি

পিএনবি'র সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ

নয়াদিল্লি ও ব্রাসেলস, ১৪ এপ্রিল : শেষপর্যন্ত বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হলেন পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসি। শনিবার বেলজিয়াম থেকে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেহুলকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিনকয়েক আগে স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে মেহুল বেলজিয়ামে রয়েছেন বলে স্বীকার করেছিল সেদেশের প্রশাসন। তারপরেই ভারতের তরফে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত মেহুলকে প্রত্যর্পণের জন্য বেলজিয়ামকে অনুরোধ জানানো হয়। গ্রেপ্তার করা হয় মেহুলকে।

সূত্রের খবর, মুম্বই আদালতের তরফে জারি করা ২টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর প্রত্যর্পণের জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ শুরু করেছে ভারত। তাঁকে হেপাজতে নিতে দ্রুত বেলজিয়াম রওনা হতে পারে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল। এদিকে প্রত্যর্পণ এড়াতে মরিয়া চেষ্টা করছেন মেহুলও। তাঁর আইনজীবী বিজয় আগরওয়াল দাবি করেছেন, ৬৫ বছর বয়সি মেহুল ক্যানসার আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই মেহুলকে গ্রেপ্তার করে বেলজিয়াম পুলিশ। যদিও স্থানীয় সূত্রে খবর, চিকিৎসা সংক্রান্ত যে নথি মেহুল পুলিশকে দিয়েছিলেন সেটি ভুয়ো।

আগরওয়াল অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে রাজি হননি। তিনি জানিয়েছেন, বেলজিয়ামের আদালতে তাঁর মক্কেল ভারতের প্রত্যর্পণ আর্জি এবং গ্রেপ্তারি দুয়েরই বিরোধিতা করবেন। আইনজীবীর কথায়, 'মেহুল চোকসি কখনোই বিচারপ্রক্রিয়া এড়াতে চান না। তিনি খুব অসুস্থ। তাঁর ক্যানসারের জন্য চিকিৎসার জন্য বেলজিয়াম থেকে সুইজারল্যান্ড যেতে চেয়েছিলেন তিনি।' অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে ভারত সরকার মেহুলকে ফেরাতে চাইছে বলে দাবি করেছেন আগরওয়াল।

পিএনবির আর্থিক জালিয়াতির ঘটনায় নাম জড়ানোর পর গুজরাটের হিরে ব্যবসায়ী মেহুল ২০১৮-তে ভারত ছেড়ে ক্যারিবিয়ান দেশ অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডায় পালিয়ে যান। দীর্ঘদিন থাকার পর সেখানকার নাগরিকত্ব পান। সেদেশের আদালত মেহুলকে জোর করে অন্য কোনও দেশে পাঠানো যাবে না বলে রায় দিয়েছিল। তারপরেই মেহুলের বিরুদ্ধে রেডকর্নার নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয় সিবিআই। এর পরেও বিশ্বের কোথাও যেতে বাধা ছিল না মেহুলের।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সিবিআইয়ের রেডকর্নার নোটিশ প্রত্যাহার ছিল একটি টোপ। সেই ফাঁদে পা দেন মেহুল। ২০২৩-এ স্ত্রী তথা বেলজিয়ামের নাগরিক প্রীতির সাহায্যে 'এফ রেসিডেন্সি কার্ড' জোগাড় করেন। তখন থেকে সেদেশে ছিলেন।

অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা থেকে বের হওয়ার পরেই মেহুলকে বাগে পেতে ফের সক্রিয় হয় সিবিআই। গুজরাটের পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল বেলজিয়ামের স্থায়ী নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই তাঁর প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা করছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। পিএনবি মামলায় অপর অভিযুক্ত নীরব মোদিও ভারত থেকে পালিয়ে ব্রিটেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২০১৯-এর মার্চে লন্ডন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তখন থেকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার জেলে রয়েছেন নীরব। তাঁর প্রত্যর্পণের জন্য ব্রিটেনে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই।

ফের সলমনকে খুনের হুমকি

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল : সলমন খানের প্রাণনাশ নিয়ে লাগাতার হুমকি চলছেই। এবার তাঁর গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া ও বাড়িতে ঢুকে মারার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের ওরলি থানার পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনে রবিবার বার্তাটি এসেছে। কন্ট্রোল রুমের এক অফিসার জানিয়েছেন, এক অজ্ঞাতপরিচয় বার্তাটি দিয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতনদের জানানো হয়েছে। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫১ (২), (৩) ধারা অনুযায়ী অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। চলছে তদন্ত। বলিউড তারকা সলমন খান এর আগেও একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন। অতি সম্প্রতি লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠী মুম্বই পুলিশের ট্রাফিক হেল্পলাইনে সলমনকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে পানভেলের খামার বাড়িতে বিষ্ণোই গোষ্ঠী তাঁকে মেরে ফেলার ছক কষেছিল। নবি মুম্বই পুলিশ তা ধরে ফেলায় সলমন বেঁচে যান। গত এপ্রিলে সলমনের বান্দ্রার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

১৮০০ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার

আহমেদাবাদ, ১৪ এপ্রিল : গুজরাট উপকূলে যৌথ অভিযান চালিয়ে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাট সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) প্রায় ৩০০ কেজি মেথামফেটামিন উদ্ধার করেছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১,৮০০ কোটি টাকা।

এটিএস-এর এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, এই মাদক পাকিস্তান থেকে পাচার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ভারতীয় টহলদার বাহিনীকে দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা মাছ ধরার একটি নৌকা থেকে সেগুলি সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানি জলসীমায় পালিয়ে যায়। পরে সমুদ্র থেকে উদ্ধার হওয়া মাদক এটিএস-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে এই অভিযানের কথা জানিয়ে লেখেন, 'গুজরাট উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে ১,৮০০ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার এই ধরনের যৌথ অভিযানের সাফল্যের প্রমাণ করে। এর আগেও কোস্ট গার্ড, এনসিবি এবং এটিএস-এর যৌথ উদ্যোগে বহু বড় মাদক পাচার রোখা গিয়েছে।' গুজরাট উপকূল প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই এলাকাটি নানা কারণে চোরাকারবারিদের কাছে প্রায় সিদ্ধ রুট হয়ে উঠেছে।

জনসংযোগ নেই, দায়হীন নেতারা কৈলাস সত্যার্থী

দুবাই, ১৪ এপ্রিল : নাগরিকদের মঙ্গলের কথা কি আদৌ ভাবেন জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রনেতারা? নাকি তাঁরা ভাবেন কেবল নিজেদের স্বার্থ নিয়েই? নাহলে কেন তাঁদের কাজ জনতাকে খুশি করতে পারে না? কারণ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি তথা আইনপ্রণেতাদের দুস্তর ব্যবধান। নির্বাচিন বাধ্যবাধকতা ছাড়া তাঁরা নাগরিক সমাজের কাছে ঘেঁষেন না। ফলে জবাবদিহির দায়ও তাঁদের থাকে না। এই দূরত্ব যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে। এসব কথাই সম্প্রতি শোনা গেল এক আলোচনাসভায় নোবেলজয়ী সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থীর গলায়।

দুবাইয়ে 'গ্লোবাল জাস্টিস, লাভ অ্যান্ড পিস সামিট'-এ অংশ নেন সত্যার্থী সহ ১১ জন নোবেলজয়ী। রবিবার ছিল আলোচনার শেষদিন। সেখানে সমাজে পরিবর্তন আনার পথে প্রশাসনিক জটিলতা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে তাঁদের

লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন তাঁরা। সত্যার্থী বলেন, 'আমরা নিয়মকানুন ও আইন নিয়ে অনেক কথা বলি, কিন্তু তার চেয়েও গভীরে থাকা নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। এখনকার সমাজে বিশেষ করে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, সেই স্তরে নৈতিক জবাবদিহি অনেকটাই অনুপস্থিত।'

সত্যার্থীর মতে, এই সংকট মোকাবিলায় তিনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করেছেন, যার নাম 'সত্যার্থী মুভমেন্ট ফর গ্লোবাল কমপ্যাশন'। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে একমঞ্চে নিয়ে আসা হবে নোবেলজয়ী ও রাষ্ট্রনেতাদের। যৌথভাবে তাঁরাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন। ভারতের শিশু অধিকার আন্দোলনের পথিকৃতের কথায়, 'কমপ্যাশনের অর্থ কেবল সহানুভূতি বা দয়া নয়। এটা এমন এক শক্তি, যা অন্যের যন্ত্রণাকে নিজের মনে করে সচেতনভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি এই কমপ্যাশনের সংজ্ঞা নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চাই। কারণ, এর মধ্যেই বদলের শক্তি লুকিয়ে আছে।' সত্যার্থী জানান, ইতিমধ্যে এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ভারতের বিভিন্ন এনজিও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদরা। কিন্তু তা আরও বড় পরিসরে সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

অমরনাথযাত্রার রেজিস্ট্রেশন

শ্রীনগর, ১৪ এপ্রিল : হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র অমরনাথে যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের নাম নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবছর অমরনাথ যাত্রার শুরু ৩ জুলাই। শেষ হবে ৯ অগাস্ট। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধা-পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য পুণ্যার্থীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি, স্বাস্থ্য নিয়ে বাধ্যতামূলক শংসাপত্র সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য লাগবে। রেজিস্ট্রেশন ফি ২২০ টাকা। প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে যাত্রা শুরুর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন কার্ড (আরএফআইডি) সংগ্রহ করতে হবে। ওই কার্ড ছাড়া কোনও যাত্রী যাত্রার অনুমতি পাবেন না। কার্ডটি সংগ্রহের সময় লাগবে আধার কার্ড। পর্যাপ্ত গরম পোশাকের সঙ্গে রাখতে হবে রেনকোট। মদ্যপান, ধূমপান চলবে না। পাঁচজন বা তার বেশি দলের জন্য গ্রুপ রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পুতিনের কাণ্ড এসে দেখে যান

ট্রাম্পকে জেলেনস্কি

কিভ, ১৪ এপ্রিল : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে মস্কো ও কিভকে শান্তিচুক্তিতে রাজি হতে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছেন। ইউক্রেন যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। শীঘ্রই ট্রাম্প-পুতিনের এই ইস্যুতে বৈঠকও রয়েছে। কিন্তু গতকাল রুশ ক্ষেপণাস্ত্রে ইউক্রেনে রুশিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৪ জন। আহতের সংখ্যা শতাধিক। এই আবহে রাশিয়ার সঙ্গে কোনও সিদ্ধান্ত বা চুক্তিতে পৌঁছোনোর আগে ট্রাম্পকে ইউক্রেন সফরের আমন্ত্রণ জানালেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেছেন, 'দয়া করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একবার দেখতে আসুন। সাধারণ নাগরিক, মৃত শিশুদের দেখতে আসুন। দেখুন ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল, গির্জার অবস্থা।' সুমির ওপর রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হানা আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। ট্রাম্প সুমির ঘটনাকে 'ভয়ংকর' বলে অভিহিত করেছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কথায়, 'পুতিন আসলে ট্রাম্পের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছেন না।' জার্মানির ভাবী চ্যান্সেলার ফ্রেডরিক মার্জ বলেছেন, 'পুতিন ইউরোপের শান্তি প্রস্তাবকে দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন।' ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেছেন, 'অবিলম্বে শর্ত ছাড়া পূর্ণ যুদ্ধবিরতি দরকার।' পুতিন যা করেছেন তা 'কাপুরুষোচিত', বলেছেন ইতালির জর্জিয়া মেলোনি।

যে রাঁধে... ফ্যাশন এবার ঢুকে পড়ল মহাকাশের আঙিনায়। ব্লু অরিজিনের তৈরি নিউ শেপার্ড রকেটে চেপে উড়ে যাওয়ার আগে শুধু রকেট নয়, নজর কাড়ল মহিলা নভশ্চরদের পোশাকও। ডিজাইনার স্পেসসুট পরে পপস্টার কেটি পেরি ও ব্লু অরিজিন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের সঙ্গিনী লরেন সানচেজ ক্যামেরার সামনে আসতেই যেন নতুন দিগন্ত খুলে গেল ফ্যাশন দুনিয়ার। স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠল তাঁদের পরনের স্পেসস্যুট। সোমবার মহাকাশ ঘুরে এলেন কেটি পেরি, সাংবাদিক গেইল কিং, লরেন সানচেজ, মানবাধিকার কর্মী আমান্ডা ঙুয়েন, মহাকাশ প্রকৌশলী আইশা বোয়ে এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক কেরিয়ান ফ্লিন। ছয় নভশ্চরের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক বানিয়েছেন 'অস্কার দে লা রেন্তা' এবং 'মন্সে'র সহপরিচালক ফ্যাশন ডিজাইনার ফার্নান্দো গার্সিয়া ও লরা কিম। তাঁরাই এই অভিযানের মাস্টারমাইন্ড।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

শিলিগুড়ি

■ 'সেনকো অলংকার'-এর পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্থতা কামনা করি। বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি। Ph : 0353-2526070.

■ কুপার স্পিচ থেরাপি সেন্টার-এর পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্থ জীবন কামনা করি। শিলিগুড়ি। (M) 78108-94426.

■ সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীদের শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। 'নেহা অ্যাড এজেন্সি' চিলড্রেন পার্ক, শিলিগুড়ি। (M) 9232731429.

■ 'প্রিন্স মোটর'-এর পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্থতা কামনা করি। রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি ও শাখা : ওদলাবাড়ি (ডাকস মল)। (M) 9832603303.

■ সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীদের শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সুপার স্টকিস্ট : 'ফরেস্ট ধূপ/আগরবাতি' ও 'লোকনাথ ট্রেডিং', বিধান রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9734101079.

■ Roy Ad Agency, শিলিগুড়ি সকলকে জানায় বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। (M) 9832096757.

■ শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, 'মডার্ন বুক হাউস', 63 রাসবিহারী সরণি, শিলিগুড়ি। (M) 9474380032.

■ শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সকল নগরবাসীকে শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি সুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই-'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলী রেস্টুরেন্ট-(Veg/N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। 9434498494, 9832015583, 9434209661.

■ 'Shreemaa Weighing Scales'-এর পক্ষ থেকে নববর্ষের প্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এখানে সুলভ মূল্যে উন্নতমানের ডিজিটাল কাটা মেশিন পাওয়া যায়। শমীক ঘোষ : 9749797970, নীলাদ্রি ঘোষ : 8250450521, 2 No. ক্যালটেক্স মোড়, মালবাজার।

■ 'Gouri Advertising'-এর পক্ষ থেকে আমার সকল বিজ্ঞাপনদাতা ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের জানাই শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন রইলো। নীলাদ্রি ঘোষ : 9832589156, শিলিগুড়ি।

■ ভবানী দে'র চিকিৎসায় ইতিমধ্যে যে সকল রোগী মা হয়েছেন বা মা হতে চলেছেন তাঁরা দেশেই থাকুন বা বিদেশেই থাকুন তাঁদের সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। ভবানী দে, শিলিগুড়ি। (M) 9475084184.

ধূপগুড়ি

■ শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে গাদং-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সকল বাসিন্দাকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর দলমত নির্বিশেষে নিয়ে আসুক সুখ-সমৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জোয়ার-নিরুপমা রায় বর্মন (প্রধান), বিভাষ রায়-উপপ্রধান। কথাপাড়া।

■ শুভ নববর্ষে সকলের জন্য রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর নিয়ে আসুক সকলের জন্য সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। শ্রীমতী-চন্দনা রায় (প্রধান), সঞ্জীব রায় (উপ-প্রধান), সাপ্টিবাড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত।

■ আমার সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অলোক দে, LICI Agent. (M) 9734099996.

■ জননী হোটেল ও উত্তরায়ণ লজ-এর পক্ষ থেকে সকলের জন্য রইল শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সুস্বাদু আহার ও রাত্রিযাপনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। (M) 9832415577.

■ নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। LICI Agent, দীপক বণিক। (M) 7602597685.

■ সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। গৌতম দে (রঞ্জন), U.I.Ins. Co. Ltd., নবজীবন সংঘ। (M) 9434606480.

■ আমার সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিকাশ সরকার। LICI Agent, সজনাপাড়া। (M) 8637062660.

■ তিরুপতি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পেপসি ও আইসক্রিম প্রস্তুতকারক। ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি।

■ বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন দেবার জন্য যোগাযোগ করুন। অভয় চন্দ্র বসাক। (M) 9733024734.

■ শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈশ্বরের কাছে সকলের সুস্থতা কামনা করি। দিলীপ ঘোষ।

ফালাকাটা

■ শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় M.P.Steel Furniture ও Manoranjan Electronics সকল গ্রাহকদের সাদর আমন্ত্রণ রইল। নেতাজি রোড, ফালাকাটা। (M) 9475811436.

■ শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় ডাঃ গোপাল বিশ্বাস, Dental Clinic, Madari Road, Falakata. (M) 9475107147.

মাথাভাঙ্গা

■ সমস্ত অন্ধকার কেটে যাক, আলোয় ভরে উঠুক নতুন বছর। নিত্যজিৎ বর্মন, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, শিকারপুর অঞ্চল।

■ সাম্প্রদায়িকতা নয়, সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হোন। নতুন বছরে এই কামনা করছি। অজিত বর্মন, সম্পাদক, সন্তানদল উত্তরবঙ্গ কমিটি।

■ একটি আনন্দদায়ক নতুন বছরের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা। সঞ্জিত দাস, সহসভাপতি, সন্তানদল, কেন্দ্রীয় কমিটি।

■ গোলাপের সুবাসে ভরে যাক আঙিনা, মিষ্টির মতো মধুর হোক সম্পর্ক। নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিপিন বর্মন, সদস্য মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি।

■ মাটির ঘ্রাণ, কাঁচা আমের স্বাদ আর বৈশাখী উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হোক মন। শুভ নববর্ষ। সঞ্জয়কুমার বর্মন, পঞ্চায়েত সদস্য, নয়ারহাট।

তুফানগঞ্জ

■ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মেসার্স সাহা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি/পেপার হাউস, কাছাড়ি মোড়। মোঃ ৮৯৭২০২০৬০০.

■ শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। নিউ সুদীপ্তা এন্টারপ্রাইজ, তুফানগঞ্জ অন্তরঙ্গ শপিং কমপ্লেক্স, মারুগঞ্জ ও বোচামারি শাখা। মোঃ ৯৯৩২৮৯১৩৫০.

দিনহাটা

■ বাংলা নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে আমাদের সকল সম্মানীয় গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার। এই শুভদিনে সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। গিরিধারীমল ভৌরীলাল, রংপুর রোড, দিনহাটা।

■ নববর্ষের পুণ্যলগ্নে আমাদের সকল সম্মানীয় গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি, রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সুবর্ম জয়ন্তী বর্ষের প্রাক্কালে সকলকে জানাই অগ্রিম অভিনন্দন। নিউ বুক স্টল, মেইন রোড, দিনহাটা।

■ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সেইসঙ্গে কামনা করি সকলের সুস্বাস্থ্য। বিভুরঞ্জন সাহা, মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়, দিনহাটা।

■ বাংলা নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আজ এই শুভদিনে সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। দীপক সেন, সুকারুরকুঠি, দিনহাটা।

■ নববর্ষের শুভলগ্নে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা, নমস্কার ও ভালোবাসা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক এই কামনা করি। ভারতী সেন, প্রধান, সুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত, দিনহাটা।

■ বাংলা নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। বিষ্ণু কুমার সরকার, চেয়ারম্যান, দিনহাটা-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

■ বাংলা শুভ নববর্ষে সকল ব্যবসায়ীবন্ধু ও দিনহাটাবাসীকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার। এই শুভ দিনে সকলের সুস্থজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করি। রানা গোস্বামী, সাধারণ সম্পাদক, দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি।

■ নববর্ষের প্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেইসঙ্গে কামনা করি সকলের সুস্থ জীবন ও সমৃদ্ধি। বাবুল সাহা, কাউন্সিলার, ওয়ার্ড নং ৮, দিনহাটা।

■ আমাদের সকল সম্মানীয় গ্রাহক ও দিনহাটাবাসীকে জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার। টাউন স্টোর্স, মেইন রোড, দিনহাটা।

■ নববর্ষের প্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। বিশু রায় প্রামাণিক, সভাপতি, সিতাই ব্লক যুব তৃণমূল।

■ বাংলা নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার। রণজিৎ মণ্ডল, সুপার, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল।

■ নববর্ষের পুণ্যলগ্নে সকল বিমাগ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। ফণীভূষণ বর্মন, এজেন্ট, LIC, দিনহাটা।

■ নববর্ষের পুণ্যপ্রভাতে সকল দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ডালিয়া চক্রবর্তী, দিনহাটা তৃণমূল ব্লক মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী (১বি) ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, দিনহাটা-১নং পঞ্চায়েত সমিতি।

■ বাংলা নববর্ষে পুর এলাকার বাসিন্দাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন। অপর্ণা দে নন্দী, চেয়ারম্যান, দিনহাটা পৌরসভা।

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। বড়দের জানাই প্রণাম। সাবির সাহা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, দিনহাটা পৌরসভা।

■ পুরোনো বছরের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কামনা করি। সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অনন্ত বর্মন, সভাপতি, দিনহাটা-১ বি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

■ শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক, সুখ, সমৃদ্ধে ভরে উঠুক। বি. আচার্য, জ্যোতিষ ভবন, শহিদ কর্নার, দিনহাটা।

■ বাংলা নববর্ষে দিনহাটাবাসীকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা। আগামী দিনগুলো সকলের আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

■ বাংলা নববর্ষের পূর্ণ লগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। নতুন বছর সকলের কাছে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। তপতী রায়, সভাপতি, দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতি।

■ বাংলার নতুন বর্ষ সকলের কাছে সুন্দর হয়ে উঠুক। শুভ এই দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মিলন সেন, সভাপতি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন, দিনহাটা-২ ব্লক।

■ নববর্ষের শুভ দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক। পঙ্কজ মহন্ত, চেয়ারম্যান, তৃণমূল কংগ্রেস, আটিয়াবাড়ি-২ অঞ্চল কমিটি।

■ নববর্ষের প্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। দীপক কুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, দিনহাটা-২ ব্লক।

■ সকল বিমা গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ভবানী বর্মন, এজেন্ট, LIC, দিনহাটা।

■ নববর্ষের শুভ দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা। রুমা খাসনবীশ, প্রধান, দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত।

■ দিনহাটার সকল নাগরিককে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। ভবরঞ্জন বর্মন, উপপ্রধান, বড়শাকদল গ্রামপঞ্চায়েত, দিনহাটা।

■ বাংলার শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও সুভেচ্ছা। অনন্ত বর্মন, বড়ভিটা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, মাতালহাট।

■ শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। জয়শ্রী সরকার, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

■ বাংলার শুভ নববর্ষের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। মিঠু দাস, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

■ সম্মানীয় বিমা গ্রাহক ও সুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সন্তোষ কুমার ঘোষ, এজেন্ট LIC, গিতালদহ, দিনহাটা।

■ সম্মানীয় সকল গ্রাহক ও সুভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা। দি গণেশ মেডিকেল স্টোর্স, হাসপাতাল মোড়, দিনহাটা।

■ নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। সুদেব কর্মকার, কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, দিনহাটা।

■ বাংলার শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মজিদুল হক (মজি), সহ-সভাপতি, দিনহাটা ভিলেজ ১ অঞ্চল তৃণমূল।

■ বাংলার শুভ নববর্ষে সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি। সেই সাথে সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সোনম কালোয়ার, প্রধান, গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, দিনহাটা।

■ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সুভাষ চন্দ্র বর্মন, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, পুঁটিমারি-১ অঞ্চল।

■ সকলকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সঞ্জীব চৌধুরী, SBA, LIC, দিনহাটা।

■ শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রাণেশ কুমার সাহা, উপদেষ্টা-জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা। দিনহাটা।

■ নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। লিটন মণ্ডল, সভাপতি, তৃণমূল, দিনহাটা ভিলেজ ১ অঞ্চল কমিটি।

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের কাছে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি। সুভাষিণী বর্মন, সভাপতি, দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতি।

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। চঞ্চল কুমার রায়, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, বামনহাট-২ অঞ্চল।

■ নববর্ষের শুভদিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক, সুখ, সমৃদ্ধে ভরে উঠুক। সুনীল রায় সরকার, সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, ভেটাগুড়ি-২ অঞ্চল কমিটি।

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। জাকারিয়া হোসেন, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

■ শুভ নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি। রাখাল রায়, সভাপতি, তৃণমূল, গোসানিমারি-১ অঞ্চল কমিটি।

■ পুরোনো বছরের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ফাতেয়া রাব্বানা, প্রধান-গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। দিনহাটা।

■ নববর্ষের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভেচ্ছা। সঞ্জীব সাহা, বাবা লোকনাথ ফার্নিচার ইউনিট, সাহেবগঞ্জ রোড, নাট্য সংস্থার বিপরীতে।

■ নববর্ষের সুপ্রভাতে সকল ব্যবসায়ীবন্ধু সহ দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও সুভেচ্ছা। সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। নতুন বছর সকলের সুন্দর হয়ে উঠুক। পবন আগরওয়ালা, দিনহাটা।

সঞ্চালনায় মঞ্চ মাতাবে খুদে হার্ষা

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল : 'হাই আমি হার্ষা। কোচবিহার থেকে ডান্স বাংলা সুপারস্টারে অ্যাঙ্কারিং করতে যাচ্ছি। তোমরা সবাই আমাকে সাপোর্ট করো, আর অনেক ভালোবাসা দিও।' নিশিগঞ্জের খুদে হার্ষা মালাকারের বাড়িতে ঢুকলেই এখন শোনা যাবে খেলতে খেলতে ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করতে করতে সে এই লাইনগুলিই বলছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া ছোট্ট হার্ষা সম্প্রতি জনপ্রিয় একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের নাচের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার দায়িত্ব পেয়েছে। সে নিজেও নৃত্যশিল্পী। নববর্ষ থেকেই তার টানা শুটিং শুরু হবে। তাই সেই আনন্দেই সে আত্মহারা। অন্যদিকে এলাকার জনপ্রিয় খুদের এই সুযোগে নিশিগঞ্জের মানুষও উচ্ছ্বসিত। ডান্স বাংলা সুপারস্টার জুনিয়ার শীর্ষক অনুষ্ঠানটি আগামী মে মাস থেকে একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। অনুষ্ঠানটির পরিচালক দীপক মালো সোমবার বললেন, 'কোচবিহারের নিশিগঞ্জের শিশুশিল্পী হার্ষা রিয়েলিটি শো সঞ্চালনা করবে। তার বাচনভঙ্গি ও নাচের পারদর্শিতার জন্যই সে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার এই গুরুদায়িত্ব পেয়েছে।'

আগামী ১৯ এপ্রিল গ্রুমিং শেষে অনুষ্ঠানের শুটিং শুরু হতে চলেছে। এদিন হার্ষার মা অনামিকা পাল মালাকার বলেন, 'ছোট থেকেই হার্ষা নাচ শেখে। আট বছরের মেয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার জিতেছে। আমি ওকে প্রতিযোগী হিসাবে অডিশন দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরিচালক তাকে সঞ্চালক হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাই আমরাও সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইনি।' এর আগে ছোট তারা হিসাবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ হার্ষার প্রতিভা খুঁজে বের করেছিল। নিশিগঞ্জের এই খুদে এলাকারই সারদা শিশু তীর্থ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। তার দিদি বিস্মিকা এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। হার্ষার বাবা তপন মালাকারের নিশিগঞ্জ বাজারে একটি মুদির দোকান রয়েছে। তাঁর কথায়, 'মেয়ে ভালো নাচে। কিন্তু এত অল্প বয়সে টিভির অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করার সুযোগ পাবে তা ভাবতেই পারিনি।'

হার্ষা স্থানীয় শিল্পী শুভঙ্কর বর্মন, নারায়ণ কর্মী ও পাপন রায়ের কাছে নাচ শিখছে। সঞ্চালনার পাশাপাশি তাকে অনুষ্ঠানের মঞ্চে নাচতেও হবে। তাই বাড়িতে সে বর্তমানে জোরদার অনুশীলন চালাচ্ছে বলেই তার মা জানান। ১৬ এপ্রিল হার্ষা কলকাতায় রওনা দেবে। অনুষ্ঠানের পরিচালক জানিয়েছেন, বাংলা, অসম ও ত্রিপুরার বাছাই করা ৩০ জন প্রতিভাবান শিশু নৃত্যশিল্পী এবার অনুষ্ঠানের মঞ্চ কাঁপাবে। ৫০ পর্বের শেষে তাদের মধ্যে তিনজন সেরাকে বেছে নেওয়া হবে।

আদিবাসী পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং

বীরপাড়া, ১৪ এপ্রিল : নাওয়া বিহান নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার বীরপাড়ার সারনা এসটি ক্লাবে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং, মোটিভেশন এবং গাইডেন্স নিয়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ওই সংগঠনটি তৈরি করেছেন। সংগঠনের সদস্য, উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক শক্তি বরা জানালেন, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর কোন শাখা কিংবা কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সুবিধা হবে এদিন তা চা বলয়ের শতাধিক পড়ুয়াকে বোঝানো হয়।

শিবিরে ছিলেন ১৯ জন রিসোর্স পার্সন। তাঁদেরই একজন নীলিমা বারলা। তিনি ভুটান, থাইল্যান্ড এবং সৌদি আরবে অধ্যাপনা করেছেন। ঘোষপুকুর কলেজের অধ্যাপিকা পূজা এক্কা, ফালাকাটা পলিটেকনিকের অধ্যাপক লক্ষ্মণদেব ওরাওঁ প্রমুখ পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের দিকগুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয় ওরাওঁ, সভাপতি মহেশ মাহাতোরা জানান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি এবং চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি সম্পর্কে এদিন জানানো হয় পড়ুয়াদের। ওদের বক্তব্য, সংরক্ষণের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে পেশাগত জীবনে উঁচু পদ লাভে এখনও পিছিয়ে ডুয়ার্স-তরাইয়ের আদিবাসী সম্প্রদায়। অশিক্ষার কারণে অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব রয়েছে। আর্থিক সংগতির অভাবই এক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা। তাই প্রতি বছর এধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা অচিন্ত্য গোপ - কে 17.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75H 36201 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে একটা বিরাট সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আমার জীবনকে উন্নত করতে, আমার পরিবারের উন্নতি করতে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চাই। এই সুযোগের জন্য আমি সর্বদা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৪ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের অস্থির পরিস্থিতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কালচিনি ব্লক বিজেপি ১ নম্বর মণ্ডল কমিটি। জয়গাঁ শহরের দেওকোটা টোল এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। তাদের অভিযোগ, আন্দোলনের নামে অরাজকতা শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা ভীত, এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও রাজ্য সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি বাজারে সোমবার মিছিল ও বাসস্ট্যান্ডে ১৫ মিনিটের পথ অবরোধ করল বিজেপি।

বিএসএফ

প্রথম পাতার পর

অনুমতি নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু কেউ আইন নিজে হাতে তুলে নেবেন না। দাঙ্গা করবেন না, অশান্তি করবেন না। অনেকে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্ররোচনায় পা দেবেন না।' বিধানসভার বাইরে সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, এই হামলায় প্রত্যক্ষভাবে জেলা তৃণমূল নেতারা যুক্ত। তিনি বলেন, 'হামলাকারীদের তালিকা আমরা তৈরি করেছি। একজনকেও ছাড়া হবে না। ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। সুদে-আসলে উশুল করব।' বিজেপির দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠানো কেন্দ্রীয় এজেন্সির রিপোর্টেও তার প্রমাণ আছে।

আগামী ১৭ এপ্রিল জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এনআইএ তদন্ত ও এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানানো হবে বলে বিজেপি জানিয়েছে। কান্দিতে বিক্ষোভের জেরে কুলি যাওয়ার রাস্তায় এদিন দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের এডিজি রবি গান্ধি, আইজি (দক্ষিণবঙ্গ) করনী সিং শেখাওয়াত পরে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন।

রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। যে রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সদস্য হোক, আমরা দেখব না, দোষীদের দরকার হলে পাতাল থেকে খুঁজে বের করব।' দু'দফায় ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর পর সামশেরগঞ্জে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় ঝাড়খণ্ড থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডেলটা ও কোবরা বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়।

এতে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'আমার মনে হয়, এরপর ওখানে আর একটা ইটের শব্দও পাওয়া যাবে না।' যদিও এডিজি বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমে একদল লোক লাগাতার ভুয়ো খবর ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সেসব বিশ্বাস করে মানুষ আরও বিপদে পড়ছেন।' হামলাকারীদের প্রতি শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'যাঁরা আগুন লাগিয়েছেন, তাদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এইসব পরিবারের অনেকে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। আমরা ওইসব রাজ্যের সরকারকে বলব, যাতে ফিরে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ দিতে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে।' মুর্শিদাবাদের আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা এখন ভরসা করছেন বিএসএফকে। ধুলিয়ানে বিডিও অফিস থেকে এগিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এজারাত শেখ বললেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। তাই একটু শান্তি।' ঘোষপাড়া থেকে এগিয়ে রাস্তার পাশে গুমটি দোকান ইজারুলের। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন দোকান বন্ধ রেখেছিলাম। তবে পরিস্থিতি একটু ভালো বলে খুলেছি। বিকেলে আবার বন্ধ করে দেব। বাহিনী স্থায়ীভাবে থাকলে শান্তি থাকবে এলাকায়।' এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জানিয়েছেন, রবিবার মধ্যরাতে ১৭টি ঘরছাড়া পরিবারকে বৈষ্ণবনগর থেকে ধুলিয়ানে ফিরিয়েও এনেছে পুলিশ।

(তথ্য সহায়তাঃ অরূপ দত্ত, দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, অর্ণব চক্রবর্তী ও পরাগ মজুমদার)

জ্যোতিনগরে বিবাদের জেরে ভেঙেছে টোটো। পাশ দিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে উত্তেজনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সোমবার ভোররাত থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বচসা থেকেই দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত। একসময় দু'পক্ষের মধ্যে ঢিল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। ঘটনায় দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন একপক্ষের তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে একদল দুষ্কৃতী। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বাড়ির ভেতরে ও বাইরে থাকা একাধিক টোটোর কাচ। একজনের বাড়ির সামনে দোকানের শাটার ভেঙে লুটপাটের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন সকালে দফায় দফায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এমনকি স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি দেখতে গেলে, একটি পক্ষ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করে। পুলিশ অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঝামেলা চলাকালীন ওয়ার্ড কাউন্সিলার সদর্থক কোনও ভূমিকা নেননি। উলটে তিনিও ঢিল মেরেছেন বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার। তিনি বলেন, 'প্রশাসন জানে, কাউন্সিলার হিসেবে আমার ভূমিকা আজ কেমন ছিল। তাই এসব কথার কোনও মানে হয় না।' এদিকে, গুজবে কেউ যাতে কান না দেন, সেজন্য শহরবাসীকে বার্তা দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'সকলের কাছে অনুরোধ করব, কেউ কোনও ধরনের গুজবে কান দেবেন না।' যদিও গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'শনিবার রাত থেকেই এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। তাই পুলিশকে আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। বহিরাগত কিছু লোক ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। তাই প্রশাসনের উচিত এব্যাপারে আরও নজর দেওয়া।' ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। শনিবার রাতে জ্যোতিনগর নদীর ঘাট এলাকায় মদের আসরের বিরুদ্ধে দুই তরুণ প্রতিবাদ করেন। এরপর তাঁদের মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন ভোরবেলা সেই উত্তেজনা নতুন করে বেড়ে যায়। একপক্ষের অভিযোগ, স্থানীয় জ্যোতিনগর মাঠে চড়কপুজোর প্রস্তুতি চলাকালীন কয়েকজন অশ্রাব্য গালিগালাজ করে উসকানি দিতে শুরু করে। অপর পক্ষের অভিযোগ, জ্যোতিনগর মাঠ

জ্যোতিনগরে ২ গোষ্ঠীর বিরোধ

এলাকায় এক তরুণকে কয়েকজন মারধর করছিল। এরপর স্থানীয় কয়েকজন ওই তরুণকে বাঁচাতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, মাঠ থেকে দু'পক্ষের মারামারি চলে আসে নদীর চরে যাওয়ার রাস্তায়। সেখানে পরপর তিনটে বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আহত এক পরিবারের সদস্য অভিযোগ করেন, 'আমাদের বাড়ির দোকানের তালা ভেঙে শাটার তোলা হয়। এরপর অবাধে লুটপাট চলে।' তখন সেখানে গুটিকয়েক পুলিশ থাকলেও তারা নিষ্ক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ করেছে ওই পরিবার। পুলিশের বিশাল বাহিনী এলাকায় উপস্থিত হয়। আসেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার, ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে জ্যোতিনগরের ঘটনাও যাতে অন্য মাত্রা না নেয়, সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে এসিপি (পূর্ব-১) রবিন থাপাকে এখনই রিলিজ করছে না শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

গোষ্ঠী বিবাদে মালদায় জখম

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ এপ্রিল : হাজরার শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর বিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি এলাকার তুলসীমোড়। অভিযোগ দুইপক্ষ নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই বাড়তে থাকে উত্তেজনা। তবে খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। পুরো এলাকা এখনও থমথমে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সোমবার দুপুর নাগাদ তুলসীমোড় দিয়ে চড়কপুজোর হাজরার শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। অভিযোগ, শোভাযাত্রায় গাজন সন্ন্যাসীদের লাঠি ঘোরানোর সময় অন্য গোষ্ঠীর

> একটা ঘটনা ঘটেছে। এলাকার মানুষ দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার পুরসভা

এক কিশোরের গায়ে লাঠি লেগে যায়। এনিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। বাকবিতণ্ডা থেকে এক সময় হাজরার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক দোকানদার ঘটনার সূত্রপাতের বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, হাজরার শোভাযাত্রার লাঠি কোনও ছেলের গায়ে লেগে যাওয়া থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত।

পরে হাজরার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনকে মারধর করা হয়। এর আগে এই এলাকায় এধরনের ঘটনা ঘটেনি। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে স্থানীয়দের তরফেও।

এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলার কৃষ্ণা নাথের মন্তব্য, 'শুনতে পেলাম, এই রাস্তা দিয়ে চড়কপুজো বা নীলপুজোর শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সেই সময় আরেক গোষ্ঠীর লোকজন নাকি ওদের মারধর করেছে। পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে। পুলিশের আধিকারিকরা থানায় অভিযোগ জানাতে বলেছেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে।' 'ঘটনার পর বিকেলেও তুলসীমোড় এলাকায় পুলিশ পিকেট লক্ষ করা গিয়েছে। এলাকায় কোনওরকম জমায়েত কিংবা গুজব ছড়ানো রুখতে সাদা পোশাকেও পুলিশ ওই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নববর্ষের আলপনায় তুলি ছোঁয়ালেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সংস্কৃতিই হাতিয়ার জীবন সিংহের

রাজবংশীদের ঐক্যবদ্ধের প্রয়াস

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৪ এপ্রিল : অন্তরালে তিনি। তবু অনুগামীদের ওপর প্রভাব এতটুকু কমেনি কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহের। তাই কখনও পৃথক রাজ্যের দাবি তোলা হোক কিংবা তাঁর নির্দেশে কোনও কর্মসূচি, সবক্ষেত্রেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন অনুগামীরা। এবারও তার অন্যথা হল না। জীবন সিংহের নির্দেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে মাদারিহাটের পশ্চিম খয়েরবাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বিষমাপুজো থেকে শুরু করে চাউল কালাই বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করেই যে রাজবংশীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছেন জীবন সেটা স্পষ্ট।

চৈত্র সংক্রান্তিতে রাজবংশীরা বিষমাপুজো করে থাকেন। হরগৌরীর মূর্তিকেই তাঁরা বিষমা রূপে পুজো করে। এদিন পশ্চিম খয়েরবাড়িতে বিষমাপুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন। জীবন সিংহের নির্দেশেই যে ওই অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা জানিয়েছে ওই সংগঠন। এদিন ভাওয়াইয়া গান, নাচ এবং 'ক্ষত্রিয় রক্ষা' নামে একটি নাটক পরিবেশিত হয়। রীতি মেনে শুকটা, সিদল, সাতসাগি, ছেকা দিয়ে ভূরিভোজ সারেন অনুষ্ঠানে আগতরা।

সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, 'জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পৃথক রাজ্যের দাবিতে রাজবংশী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে চান জীবন। তাই সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করেছেন তিনি। আজ বিষমাপুজো উপলক্ষ্যে ব্লকে ব্লকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে।'

রাজবংশীদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে কোনও খামতিই রাখা হয়নি এদিন। চৈত্র সংক্রান্তিতে চাউল কালাই খাওয়ার রীতি প্রচলিত রাজবংশী সমাজে।

এমনকি, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষাভাষী মুসলিমরাও চাউল কালাই খান। চাল, চিঁড়ে, বিভিন্ন ডাল একসঙ্গে ভেজে তৈরি করা হয় চাউল কালাই। এদিন অনুষ্ঠানে চাউল কালাই বিতরণ করা হয়। সংগঠনের এথনিক কালচারাল সম্পাদক দীপেন রায় বলেন, 'একসময় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে রাজবংশী সমাজে শিকার করে মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তবে বন্যপ্রাণ আইনের জেরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে আজও চৈত্র সংক্রান্তিতে মাংস দিয়ে ভূরিভোজ সারেন তাঁরা।'

এতদিন রাজবংশীরা নিজেদের বাড়িতে দিনটি পালন করতেন। তবে এবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটি উদযাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ভানু রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল কামতাপুর কোচ রাজবংশী সমাজ নামে আরেক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসমের বাসিন্দা অনিল রায়ও।

পশ্চিম খয়েরবাড়িতে চৈত্র সংক্রান্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

নদীর কুচো মাছের সঙ্গে কচু মিশিয়ে কয়েক ধাপে তৈরি করা হয় সিদল। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। এছাড়া, সাত রকমের শাক একসঙ্গে রান্না হয়। এটি পরিচিত সাতসাগি নামে। এদিন পাতে ডাল, সবজি, পাঁপড়ের সঙ্গে শুকটা, সিদল, সাতসাগি, ছেকা পরিবেশন করা হয়। পাটশাক কিংবা বাঁধাকপির সঙ্গে আলু, শিমের বীজ, শুঁটকি মাছ এবং সোডা মিশিয়ে তৈরি করা হয় ছেকা নামের একটি পদ বলে জানান রাঁধুনি খগেশ্বর রায়।

রাজবংশী সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠান বলে জানিয়েছেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি সুরেশ রায়।

আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৪ এপ্রিল : ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বিআর আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী সোমবার আলিপুরদুয়ারে পালিত হল শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার হলের পাশে আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পঞ্চানন স্মারক সমিতি ও এসসি-এসটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী ও অন্যরা।

অন্যদিকে, কালচিনি চা বাগানের কামরা লাইনে বিরসা ক্লাব ময়দানে সাদরি সাহিত্য বিকাশ সমিতির তরফে আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখানে প্রায় ১০০ জন পড়ুয়াকে পাঠ্যসামগ্রী বিলি করা হয় বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সহ সভাপতি প্রকাশ লোহার। ডিমা চা বাগানের বিচ লাইনে সাদরি সাহিত্য বিকাশ সমিতি ও নায়েক কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে দিনটি পালিত হয়। কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা তাঁর দপ্তরে আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়েও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে ভাটিবাড়িতে আম্বেদকরের জন্ম দিবসে শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আশ্বাস

বীরপাড়া, ১৪ এপ্রিল : বীরপাড়ায় লেভেল ক্রসিংয়ের জায়গায় ওভারব্রিজ তৈরির জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ করছে রেলমন্ত্রক। সোমবার বিকেলে বীরপাড়ায় একথা জানান রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। তিনি বলেন, 'রাজ্য প্রশাসন এনিয়ে আগেই এনওসি দিয়েছে। রেলমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ডিপিআর তৈরির কাজ করছে। এরপরই বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।'

ওভারব্রিজ না থাকায় লেভেল ক্রসিংয়ে যানজটে ভুগছেন হাজার হাজার মানুষ। মাঝে মাঝে যানজটে আটকে পড়া অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।

বাঙালিয়ানা

প্রথম পাতার পর

টাকা থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। 'চাহিদা এত বেশি যে দিনরাত কাজ করতে হচ্ছে।' তাঁর গলায় ঝরে পড়ে আত্মবিশ্বাস।

বছরের শুরুটা অনেকেই চান সিদ্ধিদাতার আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করতে। তাই লকেট হিসেবে গণেশের জনপ্রিয়তা তো থাকবেই। বলছিলেন পূজা মণ্ডল। তরুণী এই শিক্ষিকার কথায়, 'পয়লা বৈশাখের সাজ একটু অন্যরকম তো হতেই হবে।'

এত গেল বিভিন্ন মোটিফের ব্যবহার। আলিপুরদুয়ার শহরে আরেকটি কায়দাও এখন ট্রেন্ডিং। তা হল নিজের পোশাকের একটা অংশ দিয়ে গয়না বানানো। শিল্পী প্রিয়স্মিতা সরস্বতী বলছিলেন, 'অনেকে নিজের শাড়ি থেকে অল্প কাপড় কেটে দিয়ে দেন। যাতে সেখান থেকেই ম্যাচিং গয়না তৈরি করা যায়। এতে পুরো লুকটা হয়ে ওঠে একেবারে পারফেক্ট।' শুধু কাপড় নয়, কড়ি দিয়ে, পাট দিয়ে করা নানা ডিজাইনের প্রতিও আগ্রহ বেড়েছে নতুন প্রজন্মের। শাড়ির রং, ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেব্রিক দিয়ে হাতের, কানের, গলার গয়না তৈরি করেন দেবযানী মিশ্রও। জানালেন, গামছা প্যাটার্নের ওপর তৈরি গয়না এখন খুবই জনপ্রিয়। লাল-সাদা শাড়ির সঙ্গে চমৎকার মানায় এই গয়না।

এই পরিবেশবান্ধব ও ট্রেন্ডি গয়নার কদর কি কেবলই আধুনিক প্রজন্মের কাছে? এই 'স্বতঃসিদ্ধান্ত' মানতে নারাজ অঙ্কনা মালাকার। মধ্যবয়সি এই বাচিকশিল্পীর কথায়, 'শুধু শাড়ি বা পোশাক দিয়ে বৈশাখী সাজ সম্পূর্ণ হয় না। সেই সাজ হৃদয়ের ভাষা খুঁজে পায় প্রিয় গয়নায়। আর মনের কাছাকাছি থাকা নববর্ষের সাজ যে অন্যরকম হবে, তা বলাই বাহুল্য।'

ছেলেধরা

প্রথম পাতার পর

পালাচ্ছিল বলে শুনি। সবাই মিলেই তাকে আটক করা হয়। তবে তাকে দেখেই বুঝতে পারি যে ওই ব্যক্তির মানসিক সমস্যা আছে। তাই পুলিশের হাতে তুলে দিই।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তার প্রাথমিক চিকিৎসাও করানো হয়। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে যাতে কোনও ধরনের গুজব না ছড়ায় সে বিষয়ে সচেতনতা শুরু করে পুলিশ। অনেকের ফেসবুক থেকে তা ডিলিট করার অনুরোধ জানায় পুলিশ। পুলিশের অনুরোধে ওই ভিডিও অনেকে ডিলিট করে দেন।

দিল্লি যাত্রা চাকরিহারাদের

প্রথম পাতার পর

তারা গাজিয়াবাদ থেকে সিবিআইয়ের উদ্ধার করা হার্ডডিস্কে প্রাপ্ত ওএমআর শিটের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করার অভিযোগে সোমবার চার আমলার কাছে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ওই চারজন হলেন রাজ্য স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব বিনোদ কুমার, রাজ্য স্কুল শিক্ষা কমিশনার অরূপ সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

নোটিশ দিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতির মূল মামলাকারী ববিতা সরকার সহ চারজন। তাঁদের নোটিশ পাঠান আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এবং গোপা বিশ্বাস। নোটিশে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশকে পুনরায় স্কুলে যোগদান করানো নিশ্চিতভাবে আদালত অবমাননা।

শুভেন্দু কটাক্ষ করলেও আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'। বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠানো ই-মেলে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। তবে আদালত চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের মিছিল থেকে সোমবার অভিযোগ করা হয়, তাঁদের সামাজিক সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে। সিবিআইয়ের যে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত তাঁদের 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়েছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে মিছিলে।

'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম ২০১৬'-র এক সদস্য অভিযোগ করেন, 'ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের অযোগ্য বলা হচ্ছে। ওএমআর শিট ম্যানুপুলেট করা হয়েছে। সিবিআই ভুল তথ্য দিচ্ছে। আমরা রিভিউ পিটিশন করব।'

অন্যদিকে, দিল্লি যাওয়ার আগে, 'অযোগ্য'দের উদ্দেশে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-এর সদস্য মীনাক্ষী হালদার বলেন, 'সিবিআই তদন্তে ১৭ রকমের দুর্নীতি ধরা পড়েছে। অযোগ্য কারা, তা প্রমাণ হয়েই গিয়েছে।'

স্কুলে যোগ দেওয়া নিয়ে চাকরিচ্যুতরা দ্বিমত। একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্কুলে যেতে রাজি থাকলেও আরেক অংশ স্বেচ্ছাসেবী হতে চাইছে না। রাজ্য সরকারের বেতন পোর্টালে অনেক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের আপডেট আদালতের আদেশের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলেও অভিযোগ উঠেছে।

বাঁধ পরিদর্শনে প্রকাশ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : সোমবার খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারাখাতা, পশ্চিম চ্যাংমারি (কাঞ্চি বাজার) এলাকায় রায়ডাক-২ নদীর বাঁধ পরিদর্শন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। সঙ্গে ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ধীরেশচন্দ্র রায়, খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চল সভাপতি সুদয় নার্জিনারি।

সমাবেশের পাশেই পুজো

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল : ওয়াকফ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের নানা জায়গায় উত্তেজনা রয়েছে। প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটেছে। অনেকেই ঘরছাড়া। পরিস্থিতির জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে। ঠিক সেই সময়ই কোচবিহার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির গড়ল। সোমবার রাসমেলা মাঠে একদিকে যখন ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সমাবেশ করছেন সেই মাঠেরই আরেক পাশে তখন রাজবংশী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাশানপুজো হল। দুটি কর্মসূচিই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এদিন ইউনাইটেড মিল্লাত মঞ্চের ডাকে রাসমেলা মাঠের সমাবেশে কোচবিহার শহর কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে এদিন হাজার হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মিছিল করে রাসমেলা মাঠে জমায়েত করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কুশপুতুল পুড়িয়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ জানানো হয়। ফাঁসিরঘাটের বাঁশের সাঁকো দিয়ে অনেকে তোর্ষা পার হচ্ছিলেন। ভিড়ের চাপে সাঁকোর একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি সামলাতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। সাময়িকভাবে সেই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়। সাঁকো মেরামতের পর যাতায়াত চালু হবে বলে পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। সোমবার সকাল থেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা রাসমেলা মাঠে জমায়েত করেন। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে মিছিল ঢুকতে শুরু করে। যাকে কেন্দ্র করে তীব্র যানজট তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের অনেককেই জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে হাঁটতে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, রাজবংশী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাশানপুজোর এবারে দ্বিতীয় বর্ষ। পুজো দেখতে এদিন সকাল থেকেই দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় সেখানে ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠান হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল

বাবাকে কুপিয়ে খুন

বীরপাড়া, ১৪ এপ্রিল : বাবাকে কুপিয়ে খুন করল ছেলে। বীরপাড়া থানার জয়বীরপাড়া চা বাগানে সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম অবিনাশ ওরাওঁ (৬০)। বাড়ি ওই চা বাগানের নিউ লাইনে। পরিবার সূত্রের খবর, অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক অবিনাশ মদ্যপান করে প্রায়ই বাড়িতে অশান্তি করতেন। এনিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল তাঁর ছেলে জল্পেশ ওরাওঁ। সোমবার সন্ধ্যায় মদ্যপান নিয়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে প্রচণ্ড ঝামেলা শুরু হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবাকে কোপাতে থাকে জল্পেশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। জল্পেশ প্রথমে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ।

জমি মানেই খাঁটি সোনা

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে তাদের দহরম-মহরম সুবিদিত।

রাম মন্দির তৈরি হওয়ার পর এখানে নজর পড়েছে আদানি, লোধাদের। তাদের জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছে স্থানীয় বিজেপির ফড়েরা। তারা রামভক্ত থেকে জমির দালাল বনে গিয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের ছবি দেওয়া টাউনশিপের হোর্ডিং, কোথাও সরকারি টাউনশিপ 'নব্য অযোধ্যা'র ঢালাও প্রচার। একর পিছু ১ কোটি ৬০ লাখের জমির দর উঠেছে ৬ কোটি ৪০ লাখ টাকারও বেশি। চারদিকে তৈরি হচ্ছে সাততারা, পাঁচতারা হোটেল।

আর অল্প দামে কয়েক হেক্টর বেচে বিলকুল ঠকে গিয়েছেন এলাকার চাষিরা। এই জমি সরযূর জলাভূমিতে, যেখানে আসে সারস, গ্রে হেরোন আর দেশি শিয়ালরা। '২২ সালে সরকারি আদেশে এখানে কোনও নতুন নির্মাণকাজ নিষিদ্ধ। আদানিরা জোর গলায় বলছে, সব আইনকানুন মেনেই তারা জমি কিনেছে। জমি কিনেছে ন্যায্য সরকারি দরেই। এই জমি রাম মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে। মূলত যাদবরা চাষ করেন এখানে। রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এই জমি ভালো দামের আশায় বেচে দিয়েছিলেন ঝাপসি যাদব, ঘনসিরা যাদব আর কবুতরা দেবীরা। তাঁরাই জানাচ্ছেন, রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁরা শুনেছিলেন সরকার অনেক জমি কিনতে চলেছে। তাই দেরি না করে টাইম সিটির কাছে জমি বেচে দিয়েছিলেন।

আরেকটা জমি ৪০ লাখ টাকায় কিনে তার তিন সপ্তাহের মধ্যে ২ কোটি ৫৪ লাখে আহমেদাবাদের আরেকটা কোম্পানিকে বেচে দিয়েছিল টাইম সিটি। আহমেদাবাদের সেই কোম্পানি জানিয়েছিল তাদের মালিক আদানি গোষ্ঠী। ওই মাঝা জামতাড়ায় ছোট ছোট টুকরো করে ৪০০ টাকা বর্গফুট দরে বেচেছিল তারা। এইরকম একটা নোটিফায়েড জলাভূমিতে নির্মাণ হচ্ছে কীভাবে কেউ প্রশ্ন তোলেনি, তুললেও জবাব মেলেনি। এর ফলে সরযূর জল দূষিত হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন অযোধ্যার এক পুরোহিত রামানুজ আচার্য। আপত্তি জানিয়েছে জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবিউনালও। তুলসীদাস পবিত্র সরযূ নদীকে নিয়ে লিখেছেন, 'অওধপুরী মম পুরী সুহাবনি / উত্তর দিশা বহা সরযূ পাবনি।/ বন্দউ অওধ পুরী অতি পাবনি/ সরযূ রসকলি কলুষ নসাওহি।' কলিযুগে সরযূ পাপনাশ করে। সেসব তুলসীদাসী রামায়ণে থাকুক, ভক্তদের কাছে সরযূ এ যুগে মোটা মুনাফা কামানোর উপায়।

এখানেই শেষ নয়। মাঝা জামতাড়ার এই জমিতে প্র্যাকটিস করত ডোগরা রেজিমেন্টের জওয়ানরা। আদানি, বাবা রামদেব, শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের মতো হাইপ্রোফাইল লোকজন কিনেছেন এই জমি। তারপর দেখা গেল, অযোধ্যা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, যার মাথায় খোদ যোগী আদিত্যনাথ, এখানকার জমির ওপর নিষেধাজ্ঞা কখন যেন তুলে নিয়েছে। তারা বলছে, ওখানে মোটেই সেনার প্রশিক্ষণ হত না। ওখানে তো রাম মন্দিরের জাদুঘর হবে। তবে এরই মধ্যে বিজেপির নেতারা সেখানে দোকান তৈরির পর বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। প্রভু শ্রীরামের চ্যালাচামুণ্ডাদের লীলা মুখ বন্ধ করে দেখছেন ১৪টি গ্রামের ৫,৪১৯ হেক্টর জমির একদা মালিকরা। যাঁরা জমি এখনও বেচেননি, তাঁরা আরও বেশি দামের আশায় বসে রয়েছেন।

আরও আছে। রাম মন্দিরের একেবারে কাছে একটা জমি বিক্রি হয়েছিল কুড়ি লাখ টাকায়। কিনেছিলেন অযোধ্যার মেয়র হৃষীকেশ উপাধ্যায়ের ভাগ্নে দীপনারায়ণ। সেই জমি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফের বিক্রি হয় আড়াই কোটিতে! মন্দিরের ভক্তদের টাকায় সে জমি কিনেছিলেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। বিরোধীরা হইচই বাধালে চম্পত সেসব অভিযোগ উড়িয়ে বলেছেন, সব ঝুট হ্যায়।

'চারিউ চরণ ধর্ম জগতে মাহি/ পুরি রহা সপনেহুঁ অধ নাহি।/ রাম ভগতি রত নর অরু নারী/ সকল পরম গতি কে অধিকারী। মর্মার্থ, রামের রাজ্যকালে ধর্ম চার চরণে পূর্ণ হচ্ছিল। স্বপ্নেও কেউ পাপ দর্শন করত না। সব নরনারী রামভক্তিতে লীন হয়ে যেত। তাই সবাই পরম গতিপ্রাপ্ত হত। হায় রাম!

ছোট্ট তারা

কলেজপাড়ার অভিজ্ঞান সরকার স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। আবৃত্তি ও ছবি আঁকতে ভালোবাসে সে। এই দুই বিষয়ে কয়েকটি পুরস্কার রয়েছে এই খুদের ঝুলিতে।

পয়লা বৈশাখে নজর থালিতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : ‘বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচি লাউ/ বাংলা পারশে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটায় দাও/ বাংলা ভুলি কি করে/ বাংলা বুকের ভিতরে’। কল্যাণ সেন বরাটের লেখা, গিয়াসউদ্দিনের সুরে আর লোপামুদ্রা মিত্রের গাওয়া জনপ্রিয় এই গান বুঝিয়ে দেয় বাঙালি এবং খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক ঠিক কতটা নিবিড়। নতুন বাংলা বছরের সূচনার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া জড়িয়ে থাকবে না, এমনটা আবার হয় নাকি! আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ইতিমধ্যেই সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে বিভিন্নভাবে চলছে প্রচারও। মঙ্গলবারের জন্য অনেক জায়গায় রবিবার থেকেই টেবিল বুকিংও শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন শহরের এগারো হাত কালীবাড়ি এলাকার এক রেস্তোরাঁয় নিরামিষ ও আমিষ দু’ধরনের বাঙালি থালির ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। যেখানে শুরুতে থাকছে আমপানা, তারপর একে একে আসবে ভাত, আলু ভাজা, লাল শাক, বেগুন ভাজা, উচ্ছে ভাজা, এঁচোড় কাটলেট, লুচি, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, আলুর দম, পটলের দোলমা, লাউ চিংড়ি, কাতল ভাপা, ডিমের ডালনা, বাসন্তী পোলাও, মটন কষা, রাজভোগ, কালাকাঁদ, মিষ্টি দই, মিষ্টি পান সবই রাখা হয়েছে মেনুতে।

রেস্তোরাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার বিকাশকুমার পান্ডে জানালেন, যে কোনও উৎসবের জন্যই তাঁদের আলাদা মেনু থেকে। পয়লা বৈশাখ যেহেতু বাঙালিদের একটা বড় উৎসব, সেজন্য নববর্ষের দিন বাঙালি খাওয়ার দিয়ে থালি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২০ জন আগাম বুকিংও করেছেন। শহরের অন্য রেস্তোরাঁগুলোর ছবিও একই রকম। উৎসবের দিনগুলোয় বাড়িতে রান্নার বদলে অনেকেই পছন্দ করেন কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেতে। আলিপুরদুয়ার শহরেও সেই কালচার দ্রুত বদলাচ্ছে। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বিভিন্ন উৎসবের সময় দেখা যায় রেস্তোরাঁগুলোয় বিশেষ আয়োজন, এবারও তেমনটাই দেখা যাচ্ছে। শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় এক রেস্তোরাঁ আবার বাঙালির প্রিয় মাছের বিভিন্ন পদের বন্দোবস্ত করে রেখেছে। সেখানে ইলিশ ভাঁপা, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, পাবদা ঝাল, কাতল কালিয়া সবই পাওয়া যাবে বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন।

হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার প্রসাদ থাপা বললেন, ‘রেস্তোরাঁয় যেমন বাঙালি খাওয়ার পাওয়া যাবে তেমনই আবার সেটাকে সাজানো হবে বাঙালি সাজেও। সোমবার থেকে সেই সাজানোর কাজ শুরু হবে।’ বড় বড় রেস্তোরাঁগুলোর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন ছোট রেস্তোরাঁগুলোও নিজেদের মতো মেনু ঠিক করছে খদ্দের ধরতে। নিউটাউন এলাকার এক রেস্তোরাঁয় যেমন মেনুতে রাখা হয়েছে ফিস কচুরি, আলুর দম, আলু ভাজা, এঁচোড় চিংড়ি, পোলাও, ভেটকি পাতুরি, চিকেন ডাকবাংলো, মটন, চাটনি, রসগোল্লা।

হোটেল রেস্তোরাঁয় যেমন প্রস্তুতি চলছে তেমনই আবার ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন হোম ডেলিভারি সার্ভিসে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও। ইতিমধ্যেই বাঁধাধরা খদ্দেররা পয়লা বৈশাখ স্পেশাল মেনু জানতে চাইলেও অনেকে সেটা ঠিক করতে পারেননি। শহরের এক ব্যবসায়ী পিয়ালি দেবনাথের কথায়, ‘পয়লা বৈশাখ মানেই তো বাঙালি খাওয়ারের সম্ভার থাকবেই। সেই মতোই প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখনও মেনু ঠিক করতে পারিনি। তবে স্পেশাল কিছু তো থাকছেই।’

আর আমআদমি, তাঁরা কী বলছেন? শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা মোহিত দাস বলেন, ‘নববর্ষের দিন বাড়িতে বিভিন্ন পদ রান্না হত আগে। এখন এত চাপ বাড়িতে নিতে চায় না। তাই রেস্তোরাঁয় খাওয়া হচ্ছে গতবছর থেকে। ওখানেও ভালো খাওয়া পাওয়া যায়।’ অন্যদিকে, সুভাষপল্লি এলাকার আরেক বাসিন্দা সৌমেন রাহা জানালেন, মঙ্গলবার তাঁর দোকানে পুজো। তাই হোম ডেলিভারি থেকে খাবার অর্ডার দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে পয়লা বৈশাখের দিনের পেটপুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চারিদিকে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

ভোজের পাতে

লাল শাক, বেগুন ভাজা, উচ্ছে ভাজা, এঁচোড় কাটলেট, লুচি, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, আলুর দম, পটলের দোলমা, লাউ চিংড়ি, কাতল ভাপা, ডিমের ডালনা, বাসন্তী পোলাও, মটন কষা, রাজভোগ, কালাকাঁদ, মিষ্টি দই, মিষ্টি পান

শান্তিরক্ষা বৈঠক

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলারও অবনতি হয়েছে। সেই আঁচ যাতে ফালাকাটাতে না লাগে তাই সোমবার ফালাকাটা থানার উদ্যোগে একটি বৈঠক করা হয়। বৈঠকে ফালাকাটার বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন মসজিদ কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরাও ছিলেন। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, ‘উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এদিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে বজায় থাকে তার জন্য বৈঠক করা হয়।’

মিছিল

ফালাকাটা, ১৪ এপ্রিল : সোমবার সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে একটি মিছিল করা হয়। মুর্শিদাবাদের উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে ও সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে এবং সম্প্রীতি ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার আবেদন জানিয়ে মিছিল করল সিপিএম। মিছিলটি দলের এরিয়া দপ্তর থেকে শুরু হয়ে ফালাকাটা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

তৃণমূলের কর্মশালা

বীরপাড়া, ১৪ এপ্রিল : শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন সংযোজন পরিমার্জনের কাজ। এ নিয়ে বুথ স্তরের এজেন্ট-২’রা (বিএলএ-২) কীভাবে কাজ করবেন তা নিয়ে বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাবে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কর্মশালা করা হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন আইপ্যাকের প্রতিনিধিরা। ছিলেন তৃণমূলের জেলা বিএলএ-১ তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, তৃণমূলের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক বলেন, বিএলএ-২’দের হাতেকলমে অত্যাধুনিক অ্যাপের মাধ্যমে কাজ শেখানো হয়। বিএলএ-২’দের মাথায় থাকবেন ব্লক ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজার।’ তাঁর আরও সংযোজন, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি ফজলুল ইসলামকে বিএলএ-২ দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলওদের সঙ্গে বিএলএ-২’রা যোগাযোগ রাখবেন।

পুজোর চাপে দিশেহারা বামুন ঠাকুররা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : নববর্ষের আনন্দ আর চাপ দুইয়ের মাঝে আটকা পড়েছেন পুরোহিতরা। পাঁচ যজমানের দোকানের পুজো একবেলায় কীভাবে সামলাবেন তা ভাবতেই অনেকখানি সময় ব্যয় করেছেন আলিপুরদুয়ার শহরের পুরোহিত সুমন চক্রবর্তী। শেষপর্যন্ত যজমানদের বুঝিয়ে কাউকে আধ ঘণ্টা আগে কাউকে আধ ঘণ্টা পরে সময় দিয়েছেন তিনি। তবে মঙ্গলবার পুজোর সময় সবটুকু সামলাতে পারবেন কি না তা নিয়ে এখনও বিড়ম্বনায় সুমন। চৈত্রে প্রচুর পুজোর চাপ। ধকল সামলে নববর্ষের পুজো সারা নিয়ে চিন্তায় পুরোহিতরা।

চৈত্রজুড়ে নানা পুজোর ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেননি পুরোহিতরা। এমন পরিস্থিতিতে পয়লা বৈশাখের পুজো সামলানো অনেকের কাছেই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি? বিগত বছরগুলিতে পয়লা বৈশাখের আগে চৈত্রের চড়ক, শিবপুজো সহ অন্য পুজো হয়েছে। এবার তবে চাপ বাড়ল কেন?

পুরোহিতরা জানাচ্ছেন, কয়েক বছর আগেও শহরে রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তী পালনের তেমন হুজুগ ছিল না। এই বছর নতুন করে অনেক জায়গায় রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীর পুজো হয়েছে। সর্বজনীন পুজোর পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই পুজো করেছেন। সেই সকল পুজো করে এখনও বিশ্রামের সময় মেলেনি পুরোহিতদের। আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ মহাকালধামের পুরোহিত কিংকর দুবে বললেন, ‘গত মাসে এত পুজো হয়েছে যে অনেক পুরোহিত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুজো তো বাদ দেওয়া যাবে না। পরিশ্রম হলেও সবাই পুজো করছেন। পয়লা বৈশাখের চাপটা সামলাতে একটু সমস্যায় রয়েছি।’

নববর্ষের দিন সকলেই চাইছেন নিজের বাড়ি বা দোকানে গণেশপুজো সকালেই সেরে ফেলতে। সুমনের কথায়, ‘১৫ দিন আগে থেকে অনেক যজমান বলেছেন তাঁদের পুজো আগে করতে। তাঁরা তো বলেই খালাস। এখন আমরা চাপে পড়ে গিয়েছি। কার পুজো আগে করব, কে আবার তাড়া দেবে সেই নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।’

আলিপুরদুয়ারে পুরোহিতদের সব থেকে বেশি চাপ থাকে শরতের পুজো মরশুমে। দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো একটানা ব্যস্ততা লেগেই থাকে। সরস্বতীপুজোর সময়ও পুরোহিত নিয়ে টানাটানি পড়ে। তালিকাতে এখন নতুন সংযোজন পড়েছে রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী। এই দুই পুজোর পাশাপাশি এবছর বিপত্তারিণীপুজোর হিড়িকও দেখা গিয়েছে। এত পুজোয় পুরোহিতদের লক্ষ্মীলাভ হলেও স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়েছে।

এবারের নববর্ষে অন্যবারের তুলনায় চাপ একটু বেশি থাকার পিছনে মঙ্গলবারও কারণ বলে জানাচ্ছেন পুরোহিতরা। ওইদিন অনেকেই বাড়িতেও গণেশপুজোর আয়োজন করেছেন। যা অন্য নববর্ষে কম দেখা যায়। কয়েকদিন পর আবার অক্ষয় তৃতীয়া। পুরোহিতদের চৈত্র ব্যস্ততায় কেটেছে, সেই রেশ বৈশাখেও দেখা যাবে।

আজ শহরে

নববর্ষকে স্বাগত জানাতে স্ট্রিট আর্ট ফালাকাটায়। - ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার

- আজ প্রেরণা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে শতকণ্ঠে ও মুদ্রায় স্বাগত-১৪৩২ বঙ্গাব্দ অনুষ্ঠান আছে সকাল ৮টা থেকে জংশন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের মাঠে।
- আজ আলিপুরদুয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে জনজোয়ারে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হবে সকাল ৮টায় দুর্গাবাড়িতে।
- আজ সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থার আলিপুরদুয়ারের আগামী ১৪তম কালজানি জাতীয় নাট্য উৎসবের নাট্যসূচি প্রকাশ অনুষ্ঠান আছে সকাল ১০টা থেকে।
- আজ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বাংলা দিবস উপলক্ষ্যে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আছে সকাল ১১টা থেকে।
- আজ ক্রিয়েটিভ আইএ গ্রুপ অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস-এর উদ্যোগে পয়লা বৈশাখ ও ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে উপলক্ষ্যে জংশন যুব সংঘ মাঠে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে সকাল ১১টা থেকে।

ফালাকাটা

- ফালাকাটা নাগরিক সংগঠন ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে নববর্ষকে বরণ করা হবে। পুরসভা অফিসের সামনে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- ফালাকাটা সুভাষপল্লি মোড়ের ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আজ বড় করে গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছে।
- নববর্ষ উপলক্ষ্যে ফালাকাটা টাউন ক্লাবের তরফে বারপুজোর আয়োজন হয়েছে। সেইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।
- বিশ্ব শিল্পকলা দিবস উপলক্ষ্যে শিশু সদনের সামনে রাস্তায় ছবি আঁকবেন ফালাকাটার শিল্পীরা।

নারায়ণ-বরুণের ভরসায় কিংসদের সঙ্গে পাঞ্জা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুল্লানপুর, ১৪ এপ্রিল : আন্দ্রে রাসেলের ফর্ম নিয়ে তিনি নিজে তো বটেই, গোটা কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরই সম্ভবত খানিক চিন্তায়।

এখনও পর্যন্ত ৬টা ম্যাচের নিরিখে আজিঙ্কা রাহানেরা খুব খারাপ এমনটা বলার কোনও জায়গা নেই। কিন্তু এটাও ঠিক যে, যখনই দলটা ফর্মে ফিরেছে বলে মনে করা হয়েছে তখনই ফের হারের মুখোমুখি। তাই চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অনায়াস জয় তুলে নিয়ে এলেও খুব স্বস্তিতে নেই কিং খানের দল। শুধু কি রাসেল? রিঙ্কু সিং-সুনীল নারায়ণ, কেউই কি খুব স্বস্তিতে আছেন? সম্ভবত না। তাই এদিন রাসেলকে যখন বহুক্ষণ হাত ঘোরানোর পাশাপাশি বহু সময় কোচিং স্টাফদের সঙ্গে ক্রমাগত পরামর্শ করতে দেখা গেল তখন রিঙ্কু নেটে তাঁর নিজস্ব স্টাইলের ব্যাটে 'তাড়ু ব্যাটিং' বলে সেটাই করার চেষ্টা করে গেলেন বহুক্ষণ। দুই-চারবার নেট ছেড়ে বল আউটফিল্ডে দাঁড়ানো পাঞ্জাব কিংসের ক্রিকেটারদের তাড়া করেও এল। এটাই যদি ম্যাচে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই খুশি হবেন কেকেআর সমর্থকরা। নারায়ণ বা রাসেলকে কিন্তু আইপিএলে লম্বা সময় কাটিয়ে ফেলার পর বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। যতই তিনি ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের দিন ১৩ বলে ৩০ রান করুন না কেন! এসব কারণেই সিএসকে-র বিরুদ্ধে বড় জয়ের পরও কেন যেন স্বস্তিতে লাগছে না কেকেআর শিবিরকে। এমনিতে

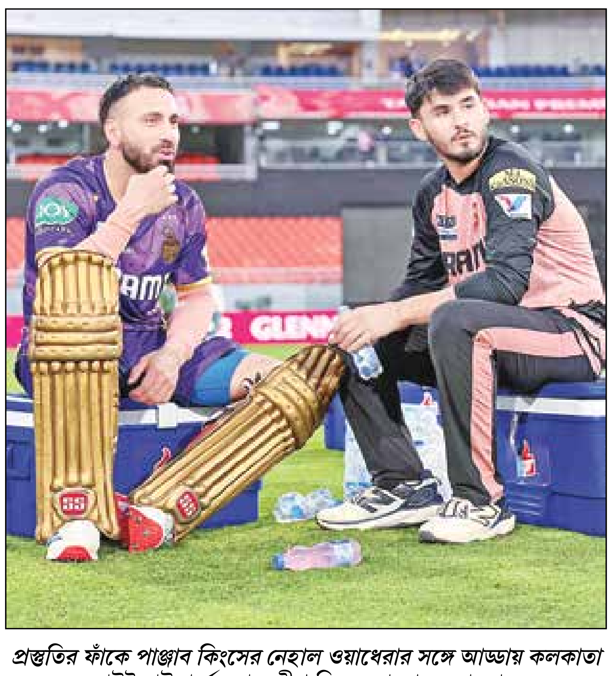

প্রস্তুতির ফাঁকে পাঞ্জাব কিংসের নেহাল ওয়াধেরার সঙ্গে আড্ডায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের রামনদীপ সিং। মুল্লানপুরে সোমবার।

নিউ চণ্ডীগড়ের এই মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রান উঠছে প্রচুর। তাই ব্যাটারদের ফর্ম খুব জরুরি। তেমনি কেকেআর-এর কারিকুরি যদি কেউ করতে পারেন, তাহলে সেটা স্পিনাররাই। রামনদীপ সিং এদিন নিজেদের দুই স্পিনারের সম্পর্কে বলে গেলেন, 'আমাদের নারায়ণ-বরুণ চক্রবর্তী দুইজনেই বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের জন্য। মঙ্গলবার যদি এদের দিন হয় তাহলে ফল আমাদের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা।' সেটা হবে কিনা অবশ্য সময়ই বলবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য দলে পরিবর্তনের বিশেষ কোনও আভাস রামনদীপের মতো তরুণ দিতে পারলেন না। কুইন্টন ডি কক-ভেঙ্কটেশ আইয়ার-আজিঙ্কা রাহানেরা ব্যাটিংয়ে এখনও পর্যন্ত মোটামুটি একটা গভীরতা দিতে পেরেছেন, এটাই বাড়তি ভরসা এরকম ব্যাটিং উইকেটে।

কেকেআরের মতোই অবস্থা পাঞ্জাবেরও। ২৪৫ রান করেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে না পারার দুঃস্বপ্ন যদি তাঁদের তাড়া করে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অভিষেক শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরিতে শ্রেয়স আইয়ারের অর্ধশতরান মাঠেই মারা যাওয়াটা দুঃখজনক। এই ম্যাচকে ব্যক্তিগত যুদ্ধ হিসাবে কেউ যদি দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তিনি শ্রেয়স। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ককে রাখেনি কেকেআর। তারপর দিল্লি ক্যাপিটালসও তাঁকে নেবে নেবে করেও নেয়নি। এখনও শ্রেয়স বা তাঁর দলকে নিয়ে আলাদা করে বলার মতো কিছু খুঁজে পাননি

> **ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ — আইপিএলে আজ**
> পাঞ্জাব কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> স্থান : মুল্লানপুর
> সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। নিশ্চিতভাবেই শ্রেয়স এই ম্যাচটাকে আলাদা করে বেছে নেবেন নিজের অন্দরের আগুন উগড়ে দিতে। সেটা পারলে ঝামেলা বাড়বে কেকেআরের। পাঞ্জাব শিবিরের খবর বলতে লকি ফার্গুসনের চোট। তাঁর জায়গায় কে খেলবেন, সেই হদিস দিতে চাইলেন না সহকারী কোচ জেমস হোপ। তিনি ফার্গুসনের পাশাপাশি নিজেদের ক্যাচ ফেলা নিয়েও দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে গেলেন, 'এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে আমরা ১২টা ক্যাচ ফেলেছি। এটা সত্যিই আমাদের কাছে চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাচ পড়েই থাকে। কিন্তু সেটা আমাদের ক্ষেত্রে

অজানা পিচ হলেও ভীত নন রামনদীপ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুল্লানপুর, ১৪ এপ্রিল : বহু বছর আগে বাংলাদেশের ফতুল্লার ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গিয়ে ঠিক এরকমই একটা অনুভূতি হয়েছিল।

চণ্ডীগড়ের মতো সুন্দর সাজানো-গোছানো শহর ভারতে খুব কমই আছে। মোহালিতে পিসিএ স্টেডিয়াম খানিকটা দূর হলেও এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নয়। এদিন দুই দলের নেট অনুশীলন শেষ হওয়ার পর আমরা যারা দুই-চারজন বাইরের সাংবাদিক ছিলাম, তাঁদের প্রাথমিক চিন্তাই হল, আদৌ এখান থেকে ফেরার ক্যাব পাওয়া যাবে কিনা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের লোকজন কেউই নেই। সবমিলিয়ে বেশ এক ভৌতিক পরিবেশ এই নিউ পিসিএ স্টেডিয়ামের চারপাশটা। শহর থেকে এতটা দূরে এবং এখনও জনপদ গড়ে না ওঠা জায়গায় স্টেডিয়াম, এর আগে একবার দেখেছিলাম ওই ফতুল্লায়। আর এবার একই অভিজ্ঞতা হল এখানে এসে।

> “আমার ঘরের মাঠে খেলা বলে ভালো লাগছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে এখানকার পিচ তেমন পরিচিত নয়। নতুন স্টেডিয়াম বলে সবারই সুবিধা-অসুবিধা দুইটিই থাকবে।”
> **রামনদীপ সিং**

বাইরেটা যাই হোক না কেন, অন্দরসজ্জা দর্শনীয়। আউটফিল্ড সবুজ হলেও পিচ কারোর চেনা নয় তেমন। রামনদীপ সিং স্থানীয় ছেলে হলেও এই মাঠ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন বলে মনে হল না। তাঁর মন্তব্য, 'আমার ঘরের মাঠে খেলা বলে ভালো লাগছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে এখানকার পিচ তেমন পরিচিত নয়। নতুন স্টেডিয়াম বলে সবারই সুবিধা-অসুবিধা দুইটিই থাকবে। দেখা যাক কী হয়।' শের-ই-পাঞ্জাব টুর্নামেন্ট থেকে উঠে এসেছেন রামনদীপ। নিজের শহরে এসে বাড়তি ভাবনাচিন্তা করতে রাজি নন তিনি। বলেছেন, 'ভয় পেলে চলবে না। প্রথম বলটা যদি ব্যাটে আসে তাহলেই হবে।' তবে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও যে দলকে ভালো করতে হবে এটা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ব্যাটিং ম্যাচ জেতালে বোলিং কিন্তু টুর্নামেন্ট জেতায়।' তাঁর দলকে এই মাঠে শেষপর্যন্ত কোন বিভাগ জেতায় সেটাই এখন দেখার।

বড্ড বেশি হচ্ছে। এখন ছেলেদের এই নিয়ে কাজ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে আপাতত ওসব নিয়ে বাড়তি ভেবে লাভ নেই।' দুই দলের জন্য অনুশীলনের সময় রাখা হয়েছিল বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। কেকেআর তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে ফেললেও ঘরের মাঠে পাঞ্জাব যে জয় পেতে মরিয়া সেটা বোঝা গেল তাদের পুরো সময় ধরে অনুশীলন করা দেখেই।

'ক্যাচ ছুটা তো ম্যাচ ছুটা' হলে লাভ কেকেআরেরই। সঙ্গে নিজেদের সেরা ফর্মটাও তুলে আনতে হবে রাহানেদের। এখান থেকে সেটা যদি পারেন তাহলেই হয়তো ছন্দে থাকা গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে চাপমুক্ত হয়ে মাঠে আসবেন বাদশা।

পুরুষদের রিকার্ভে ধীরাজ বোম্মাদেভেরা ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে চার পদক ভারতের

ওয়াশিংটন, ১৪ এপ্রিল : চারটি পদক নিয়ে তিরন্দাজি বিশ্বকাপ স্টেজ ওয়ানের অভিযান শেষ করল ভারত। তার মধ্যে রবিবার ভারতের ঝুলিতে আসে দুইটি পদক। দলগত ইভেন্টে পুরুষদের রিকার্ভে রুপো জেতে ভারতীয় দল। পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক পান ধীরাজ বোম্মাদেভেরা।

রবিবার পুরুষদের দলগত রিকার্ভ ফাইনালে ভারতের ধীরাজ, তরুণদীপ রাই ও অতনু দাস ৫-১ পয়েন্টে পরাজিত হন চিনের কাছে। ফাইনালের শুরুটা ভালোই করেছিলেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। প্রথম সেটে ভালো খেললেও পরের সেটগুলিতে চিনের কাছে দাঁড়াতে পারেননি তাঁরা।

রবিবার পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে স্পেনের আন্দ্রে তেমিনোকে ৬-৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন ধীরাজ। স্প্যানিশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা সময় ২-৪ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন ভারতের ২৩ বছরের এই তিরন্দাজ। সেখান থেকে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেন। এদিকে, পুরুষদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড বিভাগে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন ভারতের অভিষেক ভার্মা।

ভারতীয় তিরন্দাজি দল আগেই দুটি পদক জিতেছিল। দলগত বিভাগে কম্পাউন্ড ইভেন্টে ভারতের মিক্সড টিম সোনা জিতেছিল। এছাড়া পুরুষদের রিকার্ভে রুপো জেতেন ভারতীয়রা।

আজ ঋষভদের শিবিরে মায়াঙ্ক

লখনউ, ১৪ এপ্রিল : লখনউ সুপার জায়েন্টস ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বড় অঘটন না হলে আগামীকাল ঋষভ পন্থদের সংসারে যোগ দিতে চলেছেন পেস বোলার মায়াঙ্ক যাদব।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন মায়াঙ্ক। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের পর এখন তিনি ফিট। জানা গিয়েছে, আগামীকাল লখনউয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন মায়াঙ্ক। সম্ভবত ১৯ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বল হাতে মাঠে দেখা যাবে মায়াঙ্ককে। মায়াঙ্কের প্রত্যাবর্তনে লখনউয়ের বোলিং আরও শক্তিশালী হতে চলেছে। এমনিতেই শার্দুল ঠাকুর, আবেশ খান, আকাশ দীপরা ভালো ছন্দে রয়েছেন। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন হিসেবে যুক্ত হল মায়াঙ্কের নাম। উল্লেখ্য, শেষ মরশুমে দুরন্ত পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে মোট ১১ কোটি টাকার বিনিময়ে লখনউ রিটেইন করেছিল মায়াঙ্ককে।

মার খেয়ে মেজাজ হারালেন জসসি

রোহিতের মগজাস্ত্রে বাজিমাত মুম্বইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল : অবশেষে স্বস্তির জয়।

টানা হারে ফের ব্রেক লাগিয়ে নতুন অক্সিজেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। উত্তেজক ম্যাচ, হাড্ডাহাড্ডি দ্বৈরথের পর জয়ের স্বাদ। ব্যাট হাতে ফ্লপ হলেও মুম্বইয়ের দিল্লি ক্যাপিটালস-বধের নেপথ্যে নাকি রোহিত শর্মার মগজাস্ত্র! প্রাক্তন অধিনায়কের মাস্টার স্ট্রোকেই বাজিমাত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে, বোলিং কোচ পরাস মামব্রের সঙ্গে আলোচনার পর হার্দিক পান্ডিয়াকে ইশারা করে তা জানান।

সেইমাফিক পদক্ষেপ এবং ফল হাতেনাতে। এরপর ১৩ ওভারে মুম্বইয়ের বল বদলের আবেদন আম্পায়াররা মেনে নেওয়ার পর ম্যাচের রং পুরোপুরি বদলে যায়। আক্রমণে করণ এবং বল বদল, জোড়া ফ্যাক্টরে হাফ ডজন ম্যাচে

১৩ নম্বর ওভার শেষে ডাগআউটে বসে বল বদলের পরামর্শ দিলেন রোহিত শর্মা। কোথাও সা অবস্থায় অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আইপিএলের নিয়ম অনুসারে রোহিতের এই পরামর্শ পেয়ে মাঠ থেকেই চুমু ছুড়লেন।

২০৬ রানের টার্গেটে দিল্লি একসময় ১০.১ ওভারে ১১৯/১। করুণ নায়ারের দাপটে মুম্বই বোলারদের করুণ অবস্থা। এখান থেকে ম্যাচের মোড় বদল। যার নেপথ্যে রোহিত! ব্যাটিংয়ে এদিন মাত্র ১৮ করেন। পরে রোহিতের বদলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামেন করণ শর্মা। ডাগআউটে বসেই সেই করণকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, তার নির্দেশ দিতে দেখা যায় রোহিতকে। দ্বিতীয় জয়। ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় যে টক্করে উত্তেজনার আঁচ জসপ্রীত বুমরাহের মেজাজ হারানো।

নায়ারের (৪০ বলে ৮৯) হাতে মার খেয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। মাঝ-পিচে ধাক্কা লাগার পর নায়ার দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু তাতে গুসসা কমেনি জসসির। দুই কথা শুনিয়ে দেন নায়ারকে। হার্দিকের সঙ্গে কথাও বলতে দেখা যায় দিল্লির ব্যাটারকে। আর করুণ-বুমরাহর ঝামেলা যখন চলছে, তখন কিছুটা দূরে দর্শকের ভূমিকায় রোহিতকে মজা নিতে দেখা যায়!

দিল্লিকে জেতাতে না পারলেও ২০২২ সালের পর আইপিএল কামব্যাকে সমর্থকদের দিল জিতে নেন নায়ার। বুমরাহর প্রথম স্পেলকে বিগড়ে দিয়ে ২২ বলে হাফ সেঞ্চুরি। ৪০ বলে ৮৯। ম্যাচের পর হার্দিকও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে। মানলেন, যেভাবে বোলারদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিল, তা প্রশংসার দাবি রাখে। পরিশ্রম করছে নায়ার। তারই প্রতিফলন ব্যাটিংয়ে। হার্দিকের কথায়, সবাইকে অবাক করেছে নায়ারের বিস্ফোরক ইনিংস।

নায়ার আতঙ্ক সরিয়ে শেষপর্যন্ত স্বস্তির জয়। সেই সুর হার্দিকের গলায়। জানান, জয় সবসময় স্পেশাল। বিশেষ এরকম হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ জেতার মজা আলাদা। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে আনার মূল কারিগর করণকে নিয়ে স্বভাবতই বাড়তি উচ্ছ্বাস। হার্দিকের কথায়, চাপের মধ্যে যেভাবে বল করল, যেভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল কোটলার মতো ছোট বাউন্ডারির মাঠে, তা তারিফযোগ্য। ওঠা-পড়ার মধ্যে যাচ্ছে মুম্বই। হার্দিকের বিশ্বাস, এই জয়ের পর সাফল্যের গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী হবে।

দলকে জিতিয়ে খুশি করণও। ম্যাচ সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'প্রচুর পরিশ্রম করেছি মাঝের সময়ে। লক্ষ্য ছিল যখনই সুযোগ পাই না কেন, তা কাজে লাগাতে হবে। আমার মতে, লোকেশ রাহুলের উইকেটই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।'

বুমরাহই বিশ্বের সেরা বোলার : করুণ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল : প্রথম থেকে জসপ্রীত বুমরাহকেই টার্গেট করে নেন।

পাওয়ার প্লে-তে বুমরাহকে রেয়াত করেননি করুণ নায়ার। ব্যাট-বলের টক্করের মাঝে তর্কাতর্কিও বেধে যায় দুইজনের। তবে ম্যাচ শেষে সেই বুমরাহ-বন্দনায় মাতলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের নায়ার। ৪০ বলে ৮৯ রানের ইনিংসে ক্রিকেটমহলের প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়া নায়ারের দাবি, বুমরাহই বিশ্বের সেরা বোলার। এই নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

২০২২ সালের পর আইপিএলে ফেরা। দীর্ঘদিন পর প্রত্যাবর্তনের মঞ্চটাকে রঙিন করেও রাখেন করুণ। বুঝিয়ে দেন, লাল বলের ফর্ম্যাটের প্লেয়ারের গণ্ডিতে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। দাবি করেন, 'যদি সুযোগ আসে, সেই কথা মাথায় রেখে আইপিএলের জন্য নিজেকে তৈরি রেখেছিলাম। অপেক্ষায় ছিলাম সুযোগের। আজ যা কাজে লাগাতে পেরে ভালো লাগছে।'

নায়ারের দুরন্ত ইনিংসের পরও পঞ্চম ম্যাচে প্রথম হারের মুখ দেখল দিল্লি। যা মানতে না পারা নায়ারের মতে, দলের প্রত্যেকের কাছে বড় শিক্ষা দিয়ে গেল এই ম্যাচ। মাঝের ওভারে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোর ফলে জেতা ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যায়। একজন সেট-ব্যাটারের শেষপর্যন্ত টিকে থাকার দরকার ছিল। আশাবাদী, হার থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের ম্যাচে আরও ভালো প্রস্তুতি সহকারে নামবেন তাঁরা।

বুমরাহকে সামলানোর পরিকল্পনা নিয়ে করুণ বলেছেন, 'সঠিক বল বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা ছিল নিজের জোনে পাওয়া বলগুলি কাজে লাগানো। এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর বোলার বুমরাহ। বাড়তি সতর্ক ছিলাম ওকে নিয়ে। তবে নিজের ওপর আস্থা রেখেছি সবসময়।'

জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও ম্যাচ হাতছাড়া। হতাশা আড়াল করছেন না। নায়ারের কথায়, ব্যক্তিগতভাবে যতই রান পান, মূল কথা দলের জয়। দল না জিতলে সেই রানের দাম নেই। নিজের ইনিংস নিয়ে বাড়তি কিছু বলতে চান না। ভালো খেলেছেন। তবে ম্যাচ ফিনিশ করে আসা উচিত ছিল।

আসলে 'ট্র্যাজিক নায়ক' তকমা বোধহয় নায়ারের সঙ্গে কেরিয়ারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। টেস্টে ত্রিশতরান করার পরও পরের ম্যাচে বাদ পড়তে হয়েছিল! ঘরোয়া ক্রিকেটে ভূরিভূরি রান করেও লাল বলের ভারতীয় দলের দরজা খোলেনি। আইপিএলেও দীর্ঘদিন ব্রাত্য ছিলেন। বঞ্চনার জবাবটাই যেন কোটলায় ২২ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

এদিকে, হারের সঙ্গে জরিমানার কোপে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। মন্থর ওভার রেটের অভিযোগ। অধিনায়ক হিসেবে যে কারণে অক্ষরের ১২ লক্ষ টাকা কাটা যাচ্ছে। জরিমানা নয়, অক্ষরের আক্ষেপ জেতা ম্যাচ হাতছাড়ায়। ৫ ম্যাচে টানা পঞ্চম জয়ের সুযোগ তৈরি করেও হেরে ফেরা মানতে পারছেন না। অক্ষরের যুক্তি, মিডল অর্ডারে খারাপ শটে উইকেট খোয়ানো বিপক্ষে রিজার্ভ করেছে। পাশাপাশি ১৯তম ওভারে রানআউটের হ্যাটট্রিক! হাতে ৬ বল ছিল। ওভাবে উইকেট হারালে ১২ রানের ব্যবধান ঘুচে যেতেও পারত।

১২ লক্ষ জরিমানা অক্ষরের

নাটকীয়ভাবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জয়ের পর উচ্ছ্বাস হার্দিক পান্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরাহ, মিচেল স্যান্টনারদের।

অধিনায়ক মহেশ, ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের নতুন অধিনায়ক হতে চলেছেন নাওরেম মহেশ সিং। মঙ্গলবার ক্লাবের বারপুজোয় তিনিই সংকল্পে বসবেন। সঙ্গে থাকবেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছে।

নববর্ষের দিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে বারপুজো শুরু হবে। বারপুজোর পরে সাড়ে দশটায় ক্লাবের মাঠেই সুপার কাপের প্রস্তুতি সারবে লাল-হলুদ শিবির। সেইজন্য সোমবার দেখা গেল জোরকদমে মাঠ প্রস্তুত করছেন ক্লাবের কর্মীরা। বারপুজোর দিন লাল-হলুদের সিনিয়র দল ছাড়াও মহিলাদের জাতীয় লিগ জয়ী দল এবং অন্যান্য বয়সভিত্তিক দলের ফুটবলাররাও উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে 'ক্রেইটন সিলভা বিতর্ক' নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না লাল-হলুদ। বরং তাদের নজর সুপার কাপের প্রস্তুতির দিকে। মঙ্গলবার ক্লাবের বারপুজোয় ক্রেইটন উপস্থিত থাকবেন বলেই জানা গিয়েছে। অন্যদিকে সোমবার মোহনবাগান ক্লাবকে শিল্ড জয়ের জন্য চিঠি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি সপ্তাহে মাঠে মহমেডান

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : সুপার কাপের জন্য চলতি সপ্তাহ থেকে অনুশীলন শুরু করতে পারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আপাতত রিজার্ভ দলকেই খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। সঙ্গে রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ানের মতো সিনিয়র দলের খেলোয়াড়দের খেলানো হবে।

ঘরের মাঠে জয়ের অপেক্ষায় আরসিবি

সাজঘর থেকে ব্যাট 'চুরি' কোহলির!

বেঙ্গালুরু, ১৪ এপ্রিল : 'চুরি' হয়ে গেল ব্যাট। হইহই পড়ল সাজঘরে।

বিস্তর খোঁজার পর অবশেষে সতীর্থ টিম ডেভিডের কিট ব্যাগ থেকে পাওয়া গেল বিরাট কোহলির সেই ব্যাট। আর বিরাটের চুরি হওয়া ব্যাট নিয়ে শুরু হল ইয়ার্কির নয়া পর্ব।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে গতকাল জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে ম্যাচ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। সেই ম্যাচ অনায়াসে জিতে নেয় আরসিবি। জয়ের নায়ক ফিল সল্ট। বিরাটও অপরাজিত ছিলেন। রাজস্থান দলের মাঝেও টানা চারটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছে আরসিবি। অথচ, ঘরের মাঠে এখনও জয় অধরা।

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কবে কোহলি-সল্টরা জয়ে ফিরবেন, সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয়েছে তার অপেক্ষা। রাজস্থান ম্যাচ জয়ের পর আরসিবি-র অন্যতম তারকা দেবদত্ত পাড়িক্কাল বলেছেন, 'ঘরের মাঠে জয়ে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছি আমরাও। আমি নিশ্চিত, খুব দ্রুত সেই জয় আসতে

> রাজস্থান ম্যাচের জন্য বিরাট কোহলির কিট ব্যাগে ছিল সাতটি ব্যাট। খেলার শেষে বিরাট কিট ব্যাগে তাঁর ব্যাট গুছিয়ে রাখার সময় আবিষ্কার করেন, একটি ব্যাট কম রয়েছে। বিরাট নিজেই সাজঘরে ব্যাট খুঁজতে শুরু করেছিলেন। কিছুটা সময় খোঁজার পর তিনি সতীর্থ টিম ডেভিডের ব্যাগে নিজের ব্যাট দেখতে পান। তৎক্ষণে আরসিবি-র পুরো সাজঘরে কোহলির ব্যাট খোঁজা নিয়ে মশকরা চরমে।

চলেছে।' ১৮ এপ্রিল ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে আরসিবি-র। হয়তো সেই ম্যাচ থেকেই জয়ে ফিরবেন কোহলিরা। কিন্তু তার আগে আরসিবি শিবিরের মূল আকর্ষণ কোহলির ব্যাট চুরি।

দিন কয়েক আগে আরসিবি-র সাজঘরে বিরাটের ব্যাগ থেকে সুগন্ধি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। কোহলির সেই সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন তাঁরই এক সতীর্থ। গতরাতে রাজস্থান ম্যাচ জয়ের পরও অনেকটা একই ঘটনা ঘটেছে। শুধু সুগন্ধির বদলে এবার বিরাটের ব্যাট চুরি গিয়েছিল। যা পরে তাঁর সতীর্থ ডেভিডের ব্যাগ থেকে পাওয়া যায়। এমন ঘটনা প্রসঙ্গে কোহলির সতীর্থ ডেভিড বলেছেন, 'পুরো ঘটনাটাই মজা। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, বিরাট ওর ব্যাট খুঁজে না পেয়ে কী করে। শেষ পর্যন্ত ও বিষয়টা বুঝতে পারে। আমাদের সঙ্গে কোহলিও হো-হো করে হেসে ওঠে ব্যাট খুঁজে পেয়ে।' ঘটনার শুরুটা অবশ্য তেমন ছিল না। রাজস্থান ম্যাচের জন্য কোহলির কিট ব্যাগে ছিল মোট সাতটি ব্যাট। খেলার শেষে বিরাট যখন কিট ব্যাগে তাঁর ব্যাটগুলি গুছিয়ে রাখছিলেন, তখনই তিনি আবিষ্কার করেন, একটি ব্যাট কম রয়েছে। বিরাট নিজেই সাজঘরে ব্যাট খুঁজতে শুরু করেছিলেন। কিছুটা সময় খোঁজার পর তিনি সতীর্থ ডেভিডের ব্যাগে নিজের ব্যাট দেখতে পান। তৎক্ষণে আরসিবি-র পুরো সাজঘরে কোহলির ব্যাট খোঁজা নিয়ে মশকরা চরমে।

চেন্নাইয়ে হিটম্যানের ভক্ত আয়ুষ

লখনউ, ১৪ এপ্রিল : রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পরিবর্ত হিসেবে সতেরো বছরের তরুণ ব্যাটার আয়ুষ মাত্রেকে নিচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস। কনুইয়ের চোটে চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন দলের নিয়মিত অধিনায়ক রুতুরাজ। নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে

হলুদ ব্রিগেডে আস্থা গেইলের

মহেন্দ্র সিং ধোনির।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে রুতুরাজের পরিবর্ত ক্রিকেটারও কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে হলুদ ব্রিগেড। সুপার কিংস অন্দরমহলের খবর, দলে যোগ দিতে বলা হয়েছে রোহিত শর্মার ভক্ত আয়ুষকে। দ্রুত সইপর্ব মিটিয়ে ফেলা হবে। গতবছর মুম্বইয়ের হয়ে ইরানি ট্রফিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়। লাল হোক বা

আয়ুষ মাত্রে

সাদা বল, ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছেন। যদিও ৩০ লক্ষ টাকার বেস প্রাইস থাকলেও নিলামে কোনও দল পাননি আয়ুষ। পরবর্তী সময়ে একাধিক দলে ট্রায়াল দিয়েছেন। কিছুদিন আগে উর্ভিল প্যাটেল, সলমান নিজারদের সঙ্গে মাত্রে ট্রায়ালও দেন চেন্নাইয়ে। কেউ কেউ রুতুরাজের বিকল্প হিসেবে পৃথ্বী শ-কে নেওয়ার পরামর্শ দিলেও ডানহাতি তরুণ ব্যাটার আয়ুষে আস্থা রাখছে চেন্নাই।

> “চলতি লিগ ঠিকঠাক যাচ্ছে না সুপার কিংসের। কিন্তু ভুলে যাবেন না ওরা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। স্টিফেন ফ্লেমিং, ধোনির মতো দুইজন ক্ষুরধার মস্তিষ্ক রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে নতুন করে দল তৈরি করতে হয়, ঘুরে দাঁড়াতে হয়।”
> **ক্রিস গেইল**

এদিকে, প্রথম ছয় ম্যাচে টানা পাঁচবারের হারের পরও সুপার কিংসে আস্থা রাখছেন ক্রিস গেইল। বলেছেন, 'চলতি লিগ ঠিকঠাক যাচ্ছে না সুপার কিংসের। কিন্তু ভুলে যাবেন না ওরা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। ওদের কখনও খরচের খাতায় ফেলা যায় না। স্টিফেন ফ্লেমিং, ধোনির মতো দুইজন ক্ষুরধার মস্তিষ্ক রয়েছে। ওরা জানে কীভাবে নতুন করে দল তৈরি করতে হয়, ঘুরে দাঁড়াতে হয়।'

হাল ছাড়তে নারাজ অ্যাস্টন ভিলা

চাপমুক্ত বার্সা, ডর্টমুন্ড আশায় অসম্ভবের

অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডে পা রাখলেন প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাভিচা কাভারাতস্কেইয়া ও মার্কুইনোস।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম **বার্সেলোনা**

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম **অ্যাস্টন ভিলা**

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের চ্যালেঞ্জ নিতে জার্মানি পৌঁছে গেলেন বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

মিউনিখ ও লন্ডন, ১৪ এপ্রিল : অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের প্রশিক্ষণে ইউরোপে কার্যত অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাচ্ছে কাতালান ক্লাবটি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ৪-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা। ফলে দ্বিতীয় লেগে দলে কয়েকটি পরিবর্তন করতেই পারেন বার্সা কোচ। চোট পাওয়া আলেহান্দ্রো বালদের পরিবর্তে জেরার্ড মার্টিনকে খেলাতে পারেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রথম লেগে হলুদ কার্ড দেখা ইনিগো মার্টিনেজকে বিশ্রাম দিতে পারেন তিনি। এছাড়া দলের গোলমেশিন লেওয়ানডস্কিকেও বিশ্রাম দিতে পারেন হ্যান্সি।

২০১৫ সালে শেষবার ইউরোপ সেরার খেতাব জিতেছিল বার্সা। তারপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মানেই তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের রাজত্ব। শেষবার ২০১৮-'১৯ মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে দেখা গিয়েছিল বার্সাকে। তবে এবার কিন্তু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন হ্যান্সি ফ্লিক। সেমিফাইনালে নামার আগে তিনি বলেছেন, 'আমরা এই ম্যাচেও নিজেদের ছন্দ ধরে রাখতে চাই। এই মরশুমে বার্সায় কোচিং করাটা উপভোগ করছি। দলের মধ্যে একটা দুর্দান্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।'

এদিকে ডর্টমুন্ডও মেনে নিয়েছে সেমিফাইনালে উঠতে গেলে 'অলৌকিক' কিছু করে দেখাতে হবে। দলের স্পোর্টিং ডিরেক্টর তথা প্রাক্তন ফুটবলার লার্স রিকেন বলেছেন, 'এই ম্যাচ জিততে গেলে আমাদের ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মিরাকলটা ঘটাতে হবে। আমরা ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করব। তবে শুধু ম্যাচ জিতলে হবে না, বড় ব্যবধানে জিততে হবে।' দলের কোচ নিকো কোভাচ বাস্তব পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন। তাই ম্যাচ জিতে সমর্থকদের সান্ত্বনা পুরস্কার দিতে চান। ডর্টমুন্ড কোচ বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ম্যাচটা জেতা। ঘরের মাঠে সমর্থকদের এই জয়টা উপহার দিতে চাই।'

অন্যদিকে, অপর কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় লেগে প্যারিস সাঁ জাঁ খেলতে নামছে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে। প্রথম পর্বে ৩-১ গোলে জিতেছিল ফরাসি ক্লাবটি। দ্বিতীয় পর্বেও জয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তারা। তবে ঘরের মাঠে হাল ছাড়তে নারাজ অ্যাস্টন ভিলা কোচ উনাই এমেরি। নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধে জেতার লক্ষ্যে মাঠে নামবেন তাঁরা। অ্যাস্টন ভিলা কোচ বলেছেন, 'আমাদের ঘরের মাঠে খেলা। সমর্থকদের উপস্থিতি পিএসজি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে সাহায্য করবে।'

ধোনির মিদাস টাচে পণ্ডশ্রম ঋষভের

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬৬/৭
চেন্নাই সুপার কিংস-১৬৮/৫
(১৯.৩ ওভারে)

লখনউ, ১৪ এপ্রিল : 'তোমাদের ভালোবাসা এখনও গোলাপে ফোটে।' চুয়াল্লিশের চৌকাঠে থাকা মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটেও পাওয়া যায় মিদাস টাচ। নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় ম্যাচেই ধোনি জয়ের সরণিতে ফিরিয়ে আনলেন চেন্নাই সুপার কিংসকে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের ১৬৭ রানের টার্গেট নিয়ে নামা চেন্নাই অন্ধ্রপ্রদেশের ২০ বছরের শাইক রশিদের (১৯ বলে ২৭) স্পর্শে ৫ ওভারে ৫২-তে পৌঁছে গিয়েছিল। তাল ঠুকছিলেন রাচিন রবীন্দ্রও (২২ বলে ৩৭)। যদিও দুইজনের ইনিংসই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এরপরই চেনা ছন্দে ফিরে ১১১/৫ হয়ে যায় সিএসকে। রাহুল ত্রিপাঠী (৯), রবীন্দ্র জাদেজা (৭) ও বিজয় শংকর (৯) দ্রুত ফিরে যাওয়ায় হারের আশঙ্কা চেপে বসছিল হলুদ শিবিরে। শিবম দুবেও ইনিংসের প্রথম পর্যায়ে দিগবেশ রাঠি (২৩/১), আইডেন মার্করামদের (২৫/১) বিরুদ্ধে ব্যাটে বলে করতে সমস্যায় পড়ছিলেন। এই সময় ১৬ নম্বর ওভারে ক্রিজে এসেই পরপর দুই বলে ধোনির (১১ বলে অপরাজিত ২৬) জোড়া বাউন্ডারি আত্মবিশ্বাস এনে দেয় শিবমের ব্যাটিংয়ে। যার সুবাদে চেন্নাই ইনিংসের পরবর্তী ২১ বলে জোড়া ছক্কা ও চার তুলে নেন শিবম (৩৭ বলে অপরাজিত ৪৩)। চেন্নাই ১৯.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৮ রান তুলে নেয়।

চেনা মেজাজে মহেন্দ্র সিং ধোনি। সোমবার লখনউয়ে।

এর আগে সমালোচকদের সঙ্গে দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকেও অনেকটাই চুপ করিয়ে দেন ঋষভ পন্থ (৪৯ বলে ৬৩)। চলতি আইপিএলে প্রথম অর্ধশতরানে মন্থর পিচে লখনউকে পৌঁছে দেন লড়াই করার জায়গায়। জয়ের হ্যাটট্রিক করে নামা লখনউকে এদিন অবশ্য শুরুতে চেপে ধরেছিল চেন্নাই। খলিল আহমেদ (৩৮/১) ও অংশুল কম্বোজের (২০/১) ওপেনিং স্পেলে মার্করাম, মিচেল মার্শরা রানের গতি বাড়াতে পারেননি। প্রথম ওভারে মার্করামকে (৬) ফিরিয়ে ধাক্কা দেন খলিল। তবে উইকেটটা ত্রিপাঠীর প্রাপ্য। উলটোদিকে অনেকটা দৌড়ে শরীর ছুঁড়ে দুরন্ত ক্যাচ ধরেন আইপিএলে শততম ম্যাচে নামা ত্রিপাঠী।

নিকোলাস পুরান (৮) ফিরলেন 'ধোনি রিভিউ সিস্টেমে।' অংশুলের বলে আম্পায়ার আউট না দিলেও ধোনি রিভিউ নেন। রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হন। ৭৩/৩ হয়ে যাওয়ার পর আয়ুষ বাদোনিকে (২২) নিয়ে খেলা ধরেন ঋষভ। ট্রেডমার্ক কিছু শটে দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেন তিনি। যার মধ্যে রিভার্স হিটে জেমি ওভার্টনকে মারা ছক্কাটা সেরা। চারটি চার ও সমসংখ্যক ছয়ে সাজানো ইনিংস আইপিএলের বাকি ম্যাচের জন্য তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বাদোনিকে স্টাম্পিং করে আইপিএলে ২০০ শিকার সেরে নেন ধোনি। ঋষভকে সঙ্গ দিয়েছেন আব্দুল সামাদও (২০)। যদিও দিনের শেষে তা কোনও কাজে আসেনি।

মন্টে কার্লো জিতে গর্বিত আলকারাজ

মন্টে কার্লো, ১৪ এপ্রিল : মন্টে কার্লো মাস্টার্স টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ফাইনালে তিনি ৩-৬, ৬-১, ৬-০ গেমে হারালেন ইতালির লোরেঞ্জো মুসেত্তিকে।

২৫ মে থেকে শুরু হতে চলেছে ফরাসি ওপেন। তার আগে ক্লে কোর্টে এই সাফল্য বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে স্পেনের ২১ বছরের আলকারাজকে। যেখানে গতবারের চ্যাম্পিয়ন তিনিই। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্বিত আলকারাজের মন্তব্য, 'গত কয়েক সপ্তাহ খুব কঠিন ছিল। কোর্ট এবং কোর্টের বাইরেও বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হয়েছে। তারপরও যেভাবে সবকিছু সামলেছি, তাতে নিজেকে নিয়ে আমি গর্বিত।'

মন্টে কার্লো মাস্টার্স জিতে মোট ৬টি এটিপি মাস্টার্স ১০০০ খেতাব নিজের নামে করলেন আলকারাজ। গত বছরের ইন্ডিয়ান ওয়েল জয়ের পর এটিই প্রথম খেতাব। মাঝে সময়টা খুব একটা ভালো ছিল না আলকারাজের জন্য। মার্চে ইন্ডিয়ান ওয়েলের সেমিফাইনালে হারেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগের ফাইনালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৮ মিনিটে লালকার্ড দেখে বেরিয়ে যান রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে।

আলাভেসকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী রিয়াল

আলাভা, ১৪ এপ্রিল : নাটকীয়তায় ভরপুর ম্যাচে কষ্টার্জিত জয় রিয়াল মাদ্রিদের। লা লিগায় আলাভেসকে ১-০ হারাল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। এই জয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে আত্মবিশ্বাস জোগাবে রিয়ালকে। বিশ্বাস দলের সহকারী কোচ ডেভিড আন্সেলোত্তির।

রবিবার ৩৪ মিনিটে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার করা একমাত্র গোলই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়। তার মিনিট চারেক পরই লাল কার্ড দেখেন কিলিয়ান এমবাপে। তাতেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি আলাভেস। ৭০ মিনিটে তাদেরও এক ফুটবলার লাল কার্ড দেখায় শেষ মিনিট কুড়ি দশজনে খেলতে হয়। দলের এই জয়ের পরও নিজের আচরণে নিজেই ক্ষুব্ধ এমবাপে। রিয়ালের সহকারী কোচ তথা কার্লো আন্সেলোত্তির পুত্র ডেভিড বলেছেন, 'ভুল বুঝতে পেরে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ফরাসি তারকা। এমবাপেকে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্তও যে যথাযথ, তাও মেনে নেন ডেভিড। বলেছেন, 'ম্যাচের শুরু থেকেই এমবাপেকে ফাউল করা হচ্ছিল। তা থেকেই হয়তো ওই প্রতিক্রিয়া।' এর জেরে এমবাপেকে লা লিগার একাধিক ম্যাচে নির্বাসিত করা হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

নিষিদ্ধ থাকায় এই ম্যাচে ডাগআউটে ছিলেন না কার্লো আন্সেলোত্তি। রিয়ালের সহকারী তাঁর পুত্র ডেভিড বলেছেন, 'দায়িত্ব আমি উপভোগ করেছি। ম্যাচের শুরুর দিকে চাপ অনুভব করলেও পরে সেটা কাটিয়ে উঠি।' জুনিয়ার আন্সেলোত্তির বিশ্বাস, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগে প্রত্যাবর্তন কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করব। এই জয় আর্সেনাল ম্যাচে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।'

আবেগের টানে বাগানেই থাকতে চান অ্যালড্রেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আবেগে বাঁধা পড়েছেন টম অ্যালড্রেড।

শনিবার রাতে আইএসএল কাপ জয়ের পর হোটেলে ফিরে তখন পরিবারের সঙ্গে শিরোপার স্বাদ ভাগ করে নিচ্ছেন টম। লবিতে কয়েকজন সবুজ-মেরুন সমর্থককে দেখে নিজেই এগিয়ে এলেন। শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন। পরে নিজেই বলছিলেন, 'মোহনবাগান সমর্থকরা আপন করে নিতে জানেন। তাঁরাও যে আমার পরিবার।' ঠিক সেই কারণে সবুজ-মেরুনেই থেকে যেতে চান ব্রিটিশ ডিফেন্ডার।

> এই পথটা সহজ ছিল না। ভারত আমার কেরিয়ারে চতুর্থ দেশ। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় লেগেছে। তবে যখনই সুযোগ পেয়েছি সেরাটা দেওয়ার চেষ্টাই করেছি। মনে হয় কিছুটা ভরসা দিতে পেরেছি।
>
> **টম অ্যালড্রেড**

মরশুম শেষেই টমের সঙ্গে মোহনবাগানের চুক্তি শেষ হচ্ছে। এদিকে তাঁর কাছে আইএসএলেরই অন্য ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে বলে খবর। তবে অ্যালড্রেড হয়তো মোহনবাগানের জন্য অপেক্ষা করবেন। আইএসএলে দ্বিমুকুট জয়ের পরই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে তিনি বলেছেন, 'আগামী মরশুমে কোথায় খেলব এখনও জানি না। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসব। তারপর দেখা যাক কী হয়। তবে নিজের ইচ্ছা যদি বলেন, আমি মোহনবাগানেই থাকতে চাই।' আসলে দীর্ঘ ১৭ বছরের পেশাদারি ফুটবল কেরিয়ারে সবুজ-মেরুনের হাত ধরেই প্রথমবার বড় কোনও ট্রফির স্বাদ পেলেন তিনি। স্বভাবতই মোহনবাগান তাঁর হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। টম বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে দ্বিমুকুট আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তি। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চ্যাম্পিয়ন দলের অংশ হতে পেরে গর্বিত।'

শুরুর দিকে এই অ্যালড্রেডকেই বেশ নড়বড়ে মনে হয়েছিল। অথচ মরশুম যত এগিয়েছে আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে বাগান রক্ষণকে ভরসা জুগিয়েছেন। অ্যালড্রেডের কথায়, 'এই পথটা সহজ ছিল না। ভারত আমার কেরিয়ারে চতুর্থ দেশ। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় লেগেছে। তবে যখনই সুযোগ পেয়েছি সেরাটা দেওয়ার চেষ্টাই করেছি। মনে হয় কিছুটা ভরসা দিতে পেরেছি।' আর এর জন্য সতীর্থদেরও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ৩৪ বছরের ব্রিটিশ ডিফেন্ডার।

হ্যাটট্রিকের জন্য পাসাং দোরজি তামাংকে অভিনন্দন সতীর্থদের। সোমবার।

পাসাংয়ের হ্যাটট্রিকে চ্যাম্পিয়ন বাগান

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল : সবুজ-মেরুনে স্বপ্নের মরশুম।

আইএসএলে দ্বিমুকুট জয়ের রেশ কাটেনি এখনও। এরইমধ্যে আরও একটা খেতাব ঘরে তুলল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ক্ল্যাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ চ্যাম্পিয়ন সবুজ-মেরুন। ফাইনালে হ্যাটট্রিক শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংয়ের। এদিন দেগি কার্ডোজোর দলের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করল মণিপুরের দলটি।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ

৮ মিনিটেই প্রথম গোল মোহনবাগানের। বক্সের এক প্রান্ত থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে পাঠান পাসাং। একক দক্ষতায় বলটি তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন সন্দীপ মালিক। দ্বিতীয় গোল ২২ মিনিটে। বাঁদিক থেকে ভেসে আসা বল ক্লাসিক রক্ষণের ভুলে পেয়ে যান তামাং। গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে তা জালে জড়ান। মণিপুরের দলটি পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও মোহনবাগানকে একেবারেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। উলটে ৫২ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন শিলিগুড়ি শহিদনগরের ১৮ বছরের পাসাং। ফাইনালে ম্যাচের সেরাও তিনিই। আইএসএল শিল্ড, কাপের পর আরও একটা শিরোপা ঘরে তুলল মোহনবাগান। ম্যাচ শেষে খেতাব জয়ের উচ্ছ্বাস কোচ দেগির গলায়। যুব দলের এই সাফল্য সমর্থকদের উৎসর্গ করলেন তিনি। পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট লিগে সোনার গ্লাভস জিতলেন বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে।

ভারতীয় হকি দলে বাংলার সুজাতা

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল : অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ২৬ জনের ভারতীয় মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা থেকে এই দলে সুযোগ পেয়েছেন সুজাতা কুজুর। আদপে ওড়িশার মেয়ে কিন্তু তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলার হয়ে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিডফিল্ডার সালিমা টেটে। সহ অধিনায়ক হয়েছেন অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার নভনীত কাউর। কোচ হরেন্দ্র সিং বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সফর আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরে নিজেদের শক্তি ও দক্ষতা যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। এই দলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে।' ২৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে-র মধ্যে পারথে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। প্রথম দুটি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিপক্ষে। পরের তিনটি অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে।

মাম্পির ব্রোঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : মালদায় অনুষ্ঠিত স্টেট গেমসে মহিলাদের বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মাম্পি সিংহ। খড়িবাড়ি হাসপাতালের নার্স মাম্পি এই প্রতিযোগিতায় ৬০ কেজি ওজন বিভাগে নেমেছিলেন। পদকজয়ের জন্য শিলিগুড়ি বক্সিং অ্যাকাডেমির ছাত্রী মাম্পিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোচ অরূপ সাহা।

অভিজিতের ৬০

কামাখ্যাগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে সোমবার ২০১৩ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৯৯৩-'৯৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। ১৯৯৩-'৯৪ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। অলোক কুণ্ডু ৭৯ রান করেন। রাতুল দে ৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ২০১৩ ব্যাচ ১০.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ দে ৬০ রান করেন।

অন্য ম্যাচে ২০১৮ ব্যাচ ৪ উইকেটে ২০০০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০০ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৪ রান তোলে। সুজিত দেবনাথ ৪৪ রান করেন। সায়ন দে ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ ১০.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সায়ন ২২ রান করেন।

জয়ী ডুয়ার্স, উদয়ন

আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপে (অনূর্ধ্ব-১৩) আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৯২ রানে হারিয়েছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। জংশন ডিআরএম মাঠে ডুয়ার্স টসে জিতে প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। আইনস্টাইন নার্জিনারির অবদান ৭০ রান। আয়ুষ্মান পাল ১৯ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর ২০ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ৭৫ রানে। অনিন্দ্য বর্মন ১৪ রান করে। রাজদীপ সাহার শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ম্যাচে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৮ রানে জয় পায় বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। উদয়ন প্রথমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। দেব বাসফোরের অবদান ৩৫ রান। সুমিত বর্মন ১৯ রানে ফেলে দেয় ২ উইকেট। জবাবে বি বি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে আটকে যায় ১০০ রানে। স্বরূপ শর্মা রেখে আসে ৪২ রান। বিভোর সরকার ২১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

কোচ রাধারমন রায়ের সঙ্গে ব্রোঞ্জ জয়ের পর স্বস্তিকা কর্মকার ও কুন্তী বর্মন।

ব্রোঞ্জ স্বস্তিকা, কুন্তীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : মালদায় নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জিতলেন শিলিগুড়ির স্বস্তিকা কর্মকার ও কুন্তী বর্মন। স্বস্তিকা মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। কুন্তী নেমেছিলেন ৪৬ কেজি বিভাগে। স্বস্তিকা ও কুন্তীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁদের কোচ রাধারমন রায়।

বাংলা ফুটবল দলে জলপাইগুড়ির ৪

জলপাইগুড়ি, ১৪ এপ্রিল : জাতীয় স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলে জলপাইগুড়ির চারজন বাংলার মেয়েদের দলে সুযোগ পেয়েছে। তারা হল সোহিনী রায়, স্নেহা মিঞ্জ, নিশা ওরাওঁ ও প্রিয়া রায়। প্রতিযোগিতাটি ১৫-২১ এপ্রিল মণিপুরের ইম্ফলে হবে। ইতিমধ্যেই চারজন দলের সঙ্গে ইম্ফল পৌঁছে গিয়েছে।

বিক্রমের শতরান

বড়দিঘি, ১৪ এপ্রিল : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার বড়দিঘি ৩৩ রানে বিটি ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে রয়্যাল ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে। ১২১ রান করেন ম্যাচের সেরা বিক্রম সোনার। ধনজিৎ রায় ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিটি ১২ ওভারে ৮ উইকেটে থামে ১৫৩ রানে। পাপ্পু সেন ৪৩ রান করেন।

অন্য ম্যাচে এসআরকে রাইডার্স ৫ উইকেটে মেহেদি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে মেহেদি ৯.১ ওভারে ৭২ রানে অল আউট হয়। সুরেশচন্দ্র রায়ের অবদান ৩০ রান। নাসির আহমেদ ২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এসআরকে ৭.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নাসির আহমেদ ২৯ রান করেন। গোরাবুল আলম ১৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!

আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা): তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/042